التكفيـر وأثره السيء على الفرد والمجتمع

কুফরি ফতোয়া ও তার কুপ্রভাব

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

লেখকের আবেদন

বর্তমান মুসলিম সমাজে কুফরি ফতোয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরণের জটিলতা ও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কি করলে বা বললে সত্যিকারে কুফরি হয় আর কি করলে কুফরি হয় না। এ ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সঠিক জ্ঞান থাকা জরুরি। কেননা, কোন প্রমাণ ছাড়া মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের ও মুরতাদ ফতোয়া দেওয়া বিরাট জঘন্য কাজ। বরং কাউকে কাফের বললে সে প্রকৃতভাবে কাফের না হলে সে কুফরি নিজের উপরেই ফিরে আসে।

মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক কুফরিকারী কাফের নয়। বরং কুফরি ফতোয়ার জন্য জরুরি হলো: বিষেশ কিছু শর্তের উপস্থিতি ও কিছু নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতি। যেমন: জবরদস্তী বা অজ্ঞতা কিংবা সংশয় অথবা ব্যাখ্যা ইত্যাদির কোন একটি পাওয়া গেলে কুফরি ফতোয়া দেওয়া হারাম।

বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়ে পদস্খলন ঘটছে অনেকের। বিশেষ করে এক শ্রেণী অনবিজ্ঞ মুফতি ও আবেগী যুবকদের। বরং যুব সমাজকে বিবভ্রান্ত করার জন্য ইহা এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বিদ্রোহী দলগুলো।

তাই এ মারাত্মক মহামারি ব্যাধি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের এ ছোট খেদমত। বইটির বিষয় ইলমী তথা জ্ঞান তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক। তাই ভাল করে বুঝে সত্য গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়ে পড়ার জন্য পরামর্শ রাইল। মনে রাখতে হবে অন্যের ঈমান দেখার আগে নিজের ঈমান বাঁচানো বেশি জরুরি।

বইটির দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সকল লেখকদের কিতাবাদি থেকে উপকৃত হয়েছি তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
০৫/০৪/১৪৩৪হিঃ
১৫/০২/২০১৪ইং

কুফর শব্দের অর্থ

১. কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ:

কুফর অর্থ: গোপন করা ও ঢেকে রাখা। কুফর ঈমানের বিপরীত জিনিস। কুফরকে এ জন্যে কুফর বলা হয় যে, এতে সত্যকে ঢেকে রাখা হয়। আর নেয়ামতের কুফরি অর্থ নেয়ামতকে অস্বীকার করা ও গোপন রাখা।[১]

২. শরিয়তের পরিভাষায় কুফরের অর্থ:

কুরআন ও হাদীসে কুফর শব্দটি কখনো এমন কুফর যা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় উদ্দেশ্য হয়। আর কখনো খারিজ করে দেয় না এমন কুফর উদ্দেশ্য হয়। ঈমানের যেমন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে কুফরেরও সেরূপ শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ঈমানের প্রতিটি শাখাকে যেমন ঈমান বলা হয় তেমনি কুফরের প্রতিটি শাখাকেও কুফর বলা হয়। ঈমানের কিছু শাখা এমন আছে যা বিলুপ্ত হলে পূর্ণ ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন: শাহাদাতাইন (দুইটি সাক্ষ্য প্রদান করা)। আর এমন কিছু ঈমানের শখা আছে যা বিলুপ্ত হলে পূর্ণ ঈমান বিলুপ্ত হয় না। যেমন: রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে আরো অনেক বিভিন্ন স্তরের ঈমানী শাখা।

অনুরূপ কুফরের বিভিন্ন স্তরের অনেক মূল ও শাখা রয়েছে। কিছু এমন শাখা আছে যা কুফরি ওয়াজিব করে দেয় আর কিছু আছে যা কুফরির স্বভাব মাত্র বুঝনো হয়।

---

[১]. মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ-ইনবে ফারেস ও আল-লিসান-ইবনে মানযূর।

ইমাম আবু উবাইদ ইবনে সাল্লাম (রহঃ) বলেনঃ "কুফর ও শিরক শব্দদ্বয় সম্বলিত বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস-এর অর্থ তার কর্তার কুফর ও শিরক সাব্যস্ত করা তার ঈমানকে বিলুপ্ত করা না। বরং কখনো এর উদ্দেশ্য হয়, কাফের ও মুশরেকদের চরিত্র ও স্বভাব বুঝানো মাত্র।[১]

[১]. আল-ঈমান-পৃঃ৯৩ ও কিতাবুস সালাত-ইবনুল কায়্যিম-ঃপৃ৫৩-৫৪

কুফরির প্রকার

u কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কুফরি দুই প্রকারঃ

১. **বড় কুফরিঃ** এ কুফরি দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী বানিয়ে দেয়।

২. **ছোট কুফরিঃ** এ কুফরি দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় না, তবে শাস্তিযোগ্য পাপ এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী বানিয়ে দেয় না।

আবার কেউ কেউ কুফরিকে অন্যভাবে ভাগ করেছে। যেমনঃ আকিদা-বিশ্বাসে কুফরি ও আমলে কুফরি বা অস্বীকার কুফরি ও আমলে কুফরি।

প্রথমতঃ বড় কুফরিঃ

এ কুফরি মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। আর তওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও বানিয়ে দেয়। এ কুফরি কুরআন-হাদীসে ঈমানের মুকাবিলায় আসে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

البقرة: ٢٥٣ Z [ON M L K J [

"সুতরাং, তাদের মাঝের কেউ ঈমান আনে আর কেউ কুফরি করে।" [সূরা বাকারা:২৫৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

, +) (' & % $ # " ! [

البقرة: ٢٥٧ Z < 3 2 1 0 / . -

"আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন। আর কাফেরদের বন্ধু তাগুত সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে নিয়ে আসে।" [সূরা বাকারা:২৫৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[M N O P Q R S ` Z آل عمران: ٨٦

"যে জাতি ঈমান আনার পর কুফরি করেছে আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে হেদায়েত দান করবেন।"
[সূরা আল-ইমরান:৮৬]

বড় কুফরির প্রকার

বড় কুফরি পাঁচ প্রকার যথা:

১. **"কুফরুত্তাকযীব"** (মিথ্যারোপ কুফরি): ইহা আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে হতে পারে যেমন:

আল্লাহ তা'য়ালা বাণী:

k j i h g f e d c b a ` _ ^] [

العنكبوت: ٦٨ Z o n m l

"ওর থেকে বড় জালেম কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয় স্থল হবে।" [সূরা আনকাবুত:৬৮]

ইহা রসূলগণকে মিথ্যারোপ করার ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু ইহা কাফেরদের মধ্যে অনেক কম। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূলদেরকে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাহায্য করেছেন। কাফেরদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

النمل: ١٤ Z - , & % $ # " ! [

"তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।" [সূরা নামল:১৪]

এ জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূলকে লক্ষ্য করে বলেন:

] © لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ﴿٣٣﴾ Z الأنعام: ٣٣

"তারা আপনাকে মিথ্যারোপ করে না বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।" [সূরা আন'আম:৩৩]

২. **"কুফরুল ইবা ওয়ালইস্তিকবার"** (অসম্মতি ও অহংকার বশতঃ কুফরি): যেমনঃ ইবলীস শয়তানের কুফরি। সে আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেনি বরং নির্দেশের মুকাবিলা করেছিল অসম্মতি ও অহংকার দ্বারা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

[v w x y z { | } ~ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾ Z البقرة: ٣٤

"স্মরণ করুন যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদমকে সেজদা করার জন্য বলি তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সেজদা করে। সে অসম্মতি ও অহংকার করে। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা বাকারা:৩৪]

অনুরূপ কুফরি ছিল পূর্বের অনেক জাতির যারা তাদের নবী-রসূলদের বলেছিলঃ

] ﮋ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا ﴿١٠﴾ Z إبراهيم: ١٠

"আপনারা তো আমাদের মতই মানুষ মাত্র।" [সূরা ইবরাহিম:১০]

৩. **"কুফরুলই'রায"** (উপেক্ষা করতঃ কুফরি): কান ও অন্তর দ্বারা বিমুখ হয়। না সত্য মনে করে আর না মিথ্যা, না বন্ধুত্য রাখে আর না শত্রুতা এবং না তার প্রতি কোনভাবে মনযোগী হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

[u v w x y z Z الأحقاف: ٣

“আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” [সূরা আহকাফ:৩]

৪. **“কুফরুশ্‌শাক”** (সন্দেহ জনক কুফরি)ঃ সত্য-মিথ্যা কোন একটা দৃঢ়ভাবে মনে করে না বরং সন্দেহ করে। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

[! " # $ % &' ( ) * + , - .

/ 0 1 2 3 45 6 7 8 9 :

; < = > ? @ A B C D E F G H

I J K L M N O P Q R S T Z الكهف: ٣٥ – ٣٨

“নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল: আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বললঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অত:পর বীর্য থেকে, অত:পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে। কিন্তু আমি তো এ কথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরিক মানি না।” [সূরা কাহ্‌ফঃ ৩৫-৩৮]

৫. **“কুফরুননিফাক”** (কপটতা কুফরি): জবান দ্বারা ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে মিথ্যা লুকিয়ে রাখা।

১. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

] ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ © فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٣ Z

المنافقون: ٣

“এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।”
[সূরা মুনাফিকূন: ৩]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

Z G F E D C B A @ ? > = < [

البقرة: ٨

“কিছু মানুষ আছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়।”
[সূরা বাকারা:৮]

এ পাঁচ প্রকার কুফরি আকিদা ও বিশ্বাসে কুফরি যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয়।[১]

---

[১]. মাদারিজুস সালেকীন-ইবনুল কায়্যিম: ১/ ৩৩৭-৩৩৮

দ্বিতীয়তঃ ছোট কুফরিঃ

এ কুফরি আমলে হয় যা শাস্তিযোগ্য পাপ কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানায় না। ইহা সর্বপ্রকার পাপরাজিকে শামিল করে। কারণ, পাপের কাজ করা কুফরির স্বভাব। যেমন প্রতিটি নেকির কাজকে ঈমান বলা হয় তেমনি প্রতিটি পাপকে কুফর বলা হয়।[১] ইহা শোকর তথা আনুগত্য সহকারে আমল করার বিপরীত।[২]

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 [

النحل: ١١٢ Z J A @ ? > =

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অত:পর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।" [সূরা নাহল:১১২]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

] إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ Z الإنسان: ٣

"আমি তাকে সঠিক রাস্তা বাতলিয়ে দিয়েছি সে চায় শোকর করুক চায় কুফরি করুক।" [সূরা ইনসান:৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

[z { | } ~ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ Z النمل: ٤٠

---

১. ফাতহুলবারী-ইবনে হাজার:১/৮৩

২. মাদারিজুস সালেকীন-ইবনুল কায়্যিম: ১/৩৩৭

"যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে কুফরি (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, কৃপাশালী।"
[সূরা নামল:৪০]

বড় ও ছোট কুফরির মধ্যে পার্থক্য

১. বড় কুফরি ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয় কিন্তু ছোট কুফরি খারিজ করে দেয় না।

২. বড় কুফরি সমস্ত আমলকে পণ্ড করে দেয় আর ছোট কুফরি সব আমলকে পণ্ড করে দেয় না। কিন্তু তার হিসাবে আমল কম করে দেয় এবং এর কর্তা শাস্তির যোগ্য হয়।

৩. বড় কুফরি চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানিয়ে দেয়। আর ছোট কুফরি প্রবেশের কারণ হলেও চিরস্থায়ী হবে না। আর কখনো আল্লাহ তা'য়ালা চাইলে তাকে মাফ করে জাহান্নামে প্রবেশ নাও করাতে পারেন।

৪. বড় কুফরি হত্যাযোগ্য পাপ এবং তার সমস্ত সম্পদকে ক্রোক করা হালাল করে দেয় কিন্তু ছোট কুফরি তা করে না।

৫. বড় কুফরি সম্পাদনকারী ও মুমিনদের মাঝে শত্রুতা রাখা ওয়াজিব। এর সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা জায়েজ নেই, যদিও অতি নিকটতম আত্মীয় হয় না কেন। কিন্তু ছোট কুফরির জন্য তা করা যাবে না বরং তার ঈমান পরিমাণ ভালবাসা ও সম্পর্ক রাখতে হবে এবং তার পাপ পরিমাণ তাকে ঘৃণা ও তার সঙ্গে শত্রুতা রাখতে হবে।[১]

---

[১]. আকিদাতুত্তাওহীদ, ডঃ সালেহ ফাওজান আল-ফাওজানঃ পৃ-৮৪

কুরআন-হাদীসে কুফর শব্দ পাপ অর্থে ব্যবহার এবং এ অর্থের বর্ণনায় বিদ্বানগণের মতামত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ ». متفق عليه.

(ক) আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা তোমাদের বাবাদের সাথে বংশ-সম্পর্ক সম্পৃক্ত করা হতে বিরত থাক না। কারণ, যে তার প্রকৃত পিতার সঙ্গে বংশ-সম্পর্ক দাবী করা হতে বিরত থাকে সে কুফরি করে।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ». متفق عليه.

(খ) আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে জানার পরেও নিজের বাবা ছাড়া অন্যের সঙ্গে বংশের সম্পৃক্ত করে। কারণ ইহা কুফরি।"[২]

ইমাম নববী (রহ:) বলেন: নবী [ﷺ]-এর বাণী:"জানার পরেও নিজের বাবা ছাড়া অন্য কারো সাথে বংশের সম্পর্ক সম্পৃক্ত করা কুফরি।" এর দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

(এক) ইহা হালাল মনে করে যে করবে তার ব্যাপারে।

---

১. বুখারী ও মুসলিম

২. বুখারী ও মুসলিম

(দুই) দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় সে কুফরি নয় বরং এর অর্থ যেমন মহিলাদের সম্পর্কে নবী [ﷺ]-এর বাণী:"তারা কুফরি করে।" এর ব্যাখ্যা তিনি [ﷺ] করেছেন, এহসান ও স্বামীদের কুফরি করা দ্বারা।[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». متفق عليه.

(গ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং হত্যা করা কুফরি।"[২]

এখানে কুফর অর্থ বড় কুফরি নয় যা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। কারণ তার দলিল আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

الحجرات: ٩ Z ﴿٩﴾ m l k j i [

"আর যদি মুমিনদের দু'টি দল কিতালে (যুদ্ধে) লিপ্ত হয়।" [সূরা হুজুরাত:৯]

ইমাম বুখারী (রহ:) বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মুমিন বলেছেন।[৩]

ইবনে হাজার আস্কালানী (রহ:) বলেন: ইমাম বুখারী (রহ:) এ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, মুমিন যখন কোন পাপ করে তখন কাফের হয়ে যায় না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা তার মুমিন নাম বাকি রেখেছেন। "আর যদি মুমিনদের দু'টি দল কিতালে

---

[১]. শারহুন নববী 'আলা সহীহ মুসলিম:২/৫০

[২]. বুখারী ও মুসলিম

[৩]. ফাতহুলবারী:১/৮৪

(যুদ্ধে) লিপ্ত হয়।" [সূরা হুজুরাত:৯] এরপর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও।" [সূরা হুজুরাত:১০] যেমন আরো দলিল গ্রহণ করেছেন নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا ». متفق عليه.

"যখন দুইজন মুসলিম তাদের তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।"[১]

এতে জাহান্নামের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করার পরেও তাদের দুইজনকে মুসলিম নামকরণ করেছেন।[২]

ইবনে হাজার (রহ:) "মুসলিমকে হত্য করা কুফর" এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এখানে ঐ কুফরির হকিকত উদ্দেশ্য নয় যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয়। বরং ভীতি প্রদর্শনে অধিক তাকিদ প্রদানের জন্য নবী [ﷺ] তার উপর কুফর শব্দ প্রয়োগ করেছেন।[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ ». مسلم.

(ঘ) আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:"মানুষের মাঝে দু'টি জিনিস রয়েছে যা কুফরি কাজ। (এক) বংশ-কুলের নিন্দা করা। (দুই) মৃতের উপর বিলাপ করে ক্রন্দন করা।"[৪]

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম
[২]. ফাতহুলবারী:১/৮৫
[৩]. ফাতহুলবারী:১/১১৩
[৪]. মুসলিম

ইমাম নববী (রহ:) বলেন: এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে: (১) সবচেয়ে সঠিক মত হলো: এ দু'টি কাফেরদের কাজ এবং জাহেলিয়াতের স্বভাব। (২) ইহা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। (৩) নেয়ামত ও এহসানের শোকর না করা। (৪) ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রজোয্য যে হালাল জেনে করে।[১]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: "মানুষের মাঝে দু'টি জিনিস রয়েছে যা কুফরি কাজ।" এর অর্থ ইহা কাফেরদের কাজ। কিন্তু যে কেউ কুফরের কোন শাখা-প্রশাখা সম্পাদন করবে তা দ্বারা প্রকৃত কাফের হয়ে যাবে না। কারণ, আসল কুফরি না করা পর্যন্ত প্রকৃত কাফের হয় না।[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ ». قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ:« يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ». البخاري.

(৬) ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলে জাহান্নামবাসী বেশির ভাগ কুফরিকারিণী মহিলাদের দেখি।" বলা হলো: তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করে? তিনি [ﷺ] বললেন: "স্বামীদের কুফরি করে এবং এহসানের (অনুগ্রহের) কুফরি করে। যদি তুমি তাদের কারো সঙ্গে যুগ যুগ

---

[১]. শারহুন নববী 'আলা সহীহ মুসলিম:২/৫৮

[২]. ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকীম-ইবনে তাইমিয়া:১/২০৭-২০৮

ধরে এহসান কর আর একবার কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখে তাহলে বলে: আমি কখনো কল্যাণ দেখেনি।"[১]

এ হাদীসে আল্লাহর সঙ্গে কুফরি যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় এমন কুফরি ছাড়াও অন্য বিষয়ে কুফরি সুস্পষ্টভাবে ব্যবহার হয়েছে। আর এ জন্যেই ইমাম বুখারী (রহ:) অধ্যায় বেঁধেছেন: "বাবু কুফরানিল আশীর ওয়া কুফরুন দূনা কুফর" অর্থাৎ স্বামীর কুফরি এবং ছোট কুফরি।

ইবনুল আরাবী (রহ:) বলেন: ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো: সৎ আমলসমূহকে যেমন ঈমান বলা হয় অনুরূপ পাপরাজিকে কুফর বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু কুফর বলা হলেই যে কুফরি দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় তা উদ্দেশ্য হয় না।[২]

ইবনে হাজার (রহ:) বলেন: এ হাদীসের ফায়দার মধ্যে হলো: যা দ্বীন থেকে খারিজ করে না তার প্রতিও কুফর শব্দ ব্যবহার করা এবং তাওহীদপন্থী ব্যক্তিকে পাপের জন্য আজাব দেওয়া জায়েজ আছে।[৩]

ইমাম নববী (রহ:) বলেন: এ হাদীস আল্লাহর সঙ্গে কুফরি না এমন কুফরিকে কুফর বলা হয়েছে। যেমন: স্বামীর কুফরি এবং এহসান, নেয়ামত ও সত্যের কুফরি। আর এ দ্বারা পূর্বের হাদীসসমূহের (মুসলিম শরীফে যে সকল হাদীসে কুফর শব্দ উল্লেখ হয়েছে তার উদ্দেশ্য দ্বীন থেকে খারিজ হওয়া না) ব্যাখ্যা করা সঠিক হয়।[৪]

---

[১]. বুখারী

[২]. ফাতহুলবারী:১/৮৩

[৩]. ফাতহুলবারী: ২/৫৪২-৫৪৩

[৪]. শারহুন নববী 'আলা সহীহ মুসলিম:২/৬৭

বড় ও ছোট কুফরির মাঝে পার্থক্য করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনের মূলনীতি। এ দ্বারা পাইকারিভাবে কুফরি ফতোয়া দেওয়ার সংশয়কে খণ্ডন করা সম্ভব। এর আরো দলিল হিসাবে আল্লাহর বাণী:"নিশ্চয় আল্লাহ যে তাঁর সঙ্গে শিরক করে তাকে ক্ষমা করবেন না। আর এরচেয়ে যা ছোট ইচ্ছা করলে তিনি তা ক্ষমা করবেন।" [সূরা নিসা:৪৮] এবং শাফায়াতের হাদীস ও তাওহীদপন্থীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে তার বর্ণনা।[১]

এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ:) অধ্যায় বেঁধেছেন:"বাবুল মা'আসী মিন আমরিল জাহিলিয়্যাতি, ওয়া লাা ইউক্ফারু সাহিবুহা বিইরতিকাবিহা ইল্লা বিশ্শির্ক" অর্থাৎ- যে পাপ জাহেলিয়াতের কাজ এবং শিরকের চেয়েও ছোট অন্য কোন পাপের জন্য কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:"(হে মু'য়ায) তোমার মাঝে জাহিলী স্বভাব রয়েছে। আর আল্লাহর বাণীঃ

Z ﴿٤٨﴾ ~ } | { z y x w v u t s r [

النساء: ٤٨

"নিশ্চয় আল্লাহ যে তাঁর সঙ্গে শিরক করে তাকে ক্ষমা করবেন না। আর এরচেয়ে যা ছোট যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।" [সূরা নিসা:৪৮]

এ অধ্যায়ের মূল কথা হলোঃ তিনি (বুখারী) যখন পূর্বের অধ্যায়গুলোতে বর্ণনা করেছেন যে, সাধারণ পাপের ক্ষেত্রেও কুফরি প্রয়োগ হয় তখন এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য এমন কুফরি যা দ্বারা দ্বীন থেকে খারিজ হয় না। কিন্তু খারেজী বাতিল দলের মত হলোঃ যে কোন বড় গুনাহ করলে দ্বীন

[১].বুখারী

থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।[১]

আর কুফরির মত জুলুম, পাপ ও অজ্ঞতাও দুই ভাগে বিভক্ত: **(এক)** যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয়। (দুই) যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় না।[২]

আর এ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাহাবা কেরাম [ﷺ] থেকে প্রমাণিত, তাঁরা কুরআনুল কারীম ও দ্বীন ইসলাম এবং কুফরি ও এদ্বয়ের আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। এ ধরণের বিষয়ের সমাধান তাঁদের ছাড়া অন্য কারো থেকে গ্রহণ করা সঠিক নয়। কারণ পরবর্তীরা কুরআন-সুন্নাহর সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে অনেকেই অক্ষম হয়েছে। তাই এরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে: এক দল যে কোন কবিরা গুনাহ করলেই দ্বীন থেকে খারিজের ফতোয়া দিয়ে আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামের ফয়সালা করে বসেছে। আর অপর দল কবিরা গুনাহ করলেও পূর্ণ ঈমানদার থাকবে বলে ফয়সালা করে নিয়েছে। প্রথম দলটি অতিরঞ্জন করেছে আর দ্বিতীয় দলটি করেছে অতি শিথিলতা প্রদর্শন। কিন্তু আহলুসসান্নাহ ওয়ালজামাতকে আল্লাহ তা'য়ালা সঠিক পথের হেদায়েত এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার তওফিক দান করেছেন। অতএব, এখানে কুফর, নেফাক (কপটতা), শিরক, পাপ ও জুলম প্রত্যেকটির ছোট ও বড় প্রকার রয়েছে।[৩]

---

[১]. ফাতহুলবারী:১/৮৪

[২]. মাদারিজুস সালিকীন-ইবনুল কায়্যিম:১/৩৩৫-৩৩৬ ও কিতাবুস সালাত-ইবনুল কায়্যিম: পৃ-৫৫-৬০

[৩]. কিতাবুস সালাত-ইবনুল কায়্যিম:৫৬-৫৭

কুফরি ফতোয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মূলনীতি

প্রথম মূলনীতিঃ

একই ব্যক্তির মধ্যে ঈমান ও ছোট কুফরি একত্রিত হতে পারেঃ

যখন এ কথা স্বীকৃত যে, সৎ আমলসমূহ ঈমান নামের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ আল্লাহর বাণীঃ

١٤٣ :البقرة Z k ⁞ d c b a ` [

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে (সালাতকে) বিনষ্ট করবেন না।" [সূরা বাকারা:১৪৩]

আর পাপসমূহ কুফর নামের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ নবী [ﷺ]-এর বাণী:"মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরি।"[১]

তাই কিছু মানুষ মুমিন হওয়ার পরেও তার মঝে ছোট কুফরি বা ছোট নেফাকি (কপটতা) কিংবা জাহেলিয়াতের একটি বা একাধিক শাখা একত্রিত হতে পারে। আর এর উপর ভিত্তি করেই নবী [ﷺ] থেকে কিছু পাপকে কুফর নাম প্রয়োগ করা হয়েছে। এর পরেও সে পাপিষ্ঠ থেকে ঈমানকে অস্বীকার করা হয়নি। এ জন্যেই এ মূলনীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতিমালা। কারণ, এরই উপর নির্ভর করে যে, কবিরা পাপকারীরা জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। আর এ নীতির দলিল

---

১. বুখারী ও মুসলিম

কুরআন, হাদীস ও সাহাবাদের বাণী হতে অনেক প্রমাণিত আছে তন্মধ্যে:

(ক) কুরআন থেকে:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[9 : ; < = > ? @ Z يوسف: ١٠٦

"অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।" [সূরা ইউসুফ:১০৬]

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্যে শিরকের সঙ্গে ঈমানকেও সাব্যস্ত করেছেন।[১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

i h g f e d c ba _ ^] [

y x w u t s r q p o n m k j

z { Z الحجرات: ١٤

"মরুবাসীরা বলে: আমরা ঈমান এনেছি। বলুন: তোমরা ঈমান আননি; বরং বল: আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা হুজুরাত:১৪]

---

[১]. তাফসীর ইবনে কাসীর:২/৪৯৪

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা একদিকে তাদের জন্য ইসলাম ও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু অপর দিকে সত্যিকারের ঈমানকে অস্বীকার করেছেন।[১]

(খ) হাদীস থেকে:

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيه كَانَ مُنَافقًا أَوْ كَانَتْ فِيه خَصْلَةٌ منْ أَرْبَعَة كَانَتْ فِيه خَصْلَةٌ منْ النِّفَاق حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ». متفق عليه.

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:"যার মধ্যে চারটি জিনিস পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফেক বলে বিবেচিত হবে। আর যার মাঝে সেগুলোর কোন একটি পাওয়া যাবে, সেটিকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুনাফেকের একটি আলামত বিদ্যমান থাকবে। আর তা হলো: (১) যখন সে কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে। (২) যখন অঙ্গিকার করবে তখন ভঙ্গ করবে। (৩) যখন ঝগড়া করবে তখন বাজে কথা বলবে। (৪) আর যখন তার নিকট কোন আমানত রাখা হবে তখন তার খেয়ানত করবে।"[২]

---

[১]. কিতাবুস সালাত-ইবনুল কায়্যিম: পৃ-৬০-৬১

[২]. বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, একই ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম ও (ছোট) মুনাফেকি একত্রিত হতে পারে।[১]

(গ) সাহাবীগণের বাণী থেকে:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان ﵁، قَالَ : اَلْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ أَغْلَقُ فَذَاكَ قَلْـــبُ الْكَافِرِ، وَقَلْبٌ مُصَفَّحٌ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ، وَقَلْبٌ فِيه إِيْمَانٌ وَنفَاقٌ، فَمَثَلُ الْإِيْمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَمُدُّهَا مَاءٌ طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَـــلُ قُرْحَـــةٍ يَمُدُّهُا قَيْحٌ وَدَمٌ ، فَأَيُّهَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَلَبَ.

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান [﵁] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: অন্তর চার প্রকার: (এক) মোড়কবদ্ধ অন্তর। ইহা কাফেরের অন্তর। (দুই) আবৃত অন্তর। ইহা মুনাফেকের অন্তর। (তিন) উন্মুক্ত অন্তর যার মধ্যের প্রদীপ আলো দেয়। ইহা মুমিনের অন্তর। (চার) যে অন্তরে ঈমান ও নেফাকি (কপটতা) উভয়টা রয়েছে। এর মাঝের ঈমানের উদাহরণ হচ্ছে: একটি গাছের ন্যায়, যার থেকে সুগন্ধময় পানি ঝরে। আর নেফাকের উদাহরণ হলো: একটি ক্ষত স্থানের ন্যায়, যা হতে পুঁজ ও রক্ত ঝরে। এর মধ্যে যেটি প্রাধান্যলাভ করে সেটির বিজয় হয়।[২]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: হুযাইফা [﵁]-এর কথা আল্লাহর তা'য়ালার বাণী:

[? @ A B C D ¦ Q Z آل عمران: ١٦٧

[১]. কিতাবুস সালাত-ইবনুল কায়্যিম: পৃ-৬০

[২]. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, ঈমান অধ্যায়ে- নং ৫৪ পৃ:১৭

“সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল।” [সূরা আল- ইমরান:১৬৭]

এ দিনের পূর্বে তাদের মুনাফেকি (কপটতা) পরাজিত ছিল। আর উহুদের দিন তাদের মুনাফেকি বিজিত হয়ে তারা কুফরির কাছাকাছি হয়।

এরপর তিনি সাহাবাদের থেকে অনেকগুলো বাণী উদ্ধৃত করে বলেন: ইহা সালাফদের বাণীতে অধিক হারে পাওয়া যায়। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, একই অন্তরে কখনো ঈমান ও (ছোট) মুনাফেকি একত্রিত হতে পারে।[১]

[১]. মাজমূউল ফাতায়া:৭/৩০৪-৩০৫

দ্বিতীয় মূলনীতি:
কুফরি ফতোয়া এক বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর বিষয়

কোন মানুষকে কুফরি ফতোয়া দেয়া বড় বিপজ্জনক বিষয়, যার প্রভাব কঠিন ভয়ঙ্কর। সুস্পষ্ট দলিল ব্যতিরেকে কোন মুসলিমের জন্য এমন কাজে অগ্রসর হওয়া হারাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:"যখন কোন মানুষ তার মুসলিম ভাইকে বলে: হে কাফের! তখন তা কোন একজনের কাছে ফিরে আসে।"[১]
অন্য হাদীসে নবী [ﷺ] বলেন:

« وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ». البخاري.

"আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে কুফরির অপবাদ দেয়, যা তাকে হত্যা সমতুল্য।"[২]
অপর এক হাদীসে তিনি [ﷺ] বলেন:

« وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম
[২]. বুখারী

“যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বলে আহ্বান করে অথবা বলেঃ হে আল্লাহর দুশমন। কিন্তু পকৃত পক্ষে সে এমনটি নয়, তাহলে উহা তারই উপরে ফিরে আসে।”[১]

ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেনঃ ইহা ঐ মানুষের জন্য কঠিন হুমকি, যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কুফরি ফতোয়া দেয় কিন্তু আসলে সে তা নয়। আর ইহা এমন একটি জটিল সমস্যা যাতে অনেক বিদ্বানরা পতিত হয়েছে। আপোসে আকিদা বিষয়ে দ্বিমত করে একে অপরকে কুফরি ফতোয়া দিয়েছে।[২]

এসব ও অনুরূপ আরো হাদীসে কুফরি ফতোয়ার ব্যাপারে হুমকি-ধুমকি এসেছে। কারণ, ইহা শরিয়তের বিধান যা কুরআন-সুন্নাহর নির্দিষ্ট জানাশুনা নীতিমালার উপর ভিত্তিশীল। অতএব, কেউ তার প্রবৃত্তি ও অজ্ঞতার ঘোড়ায় চড়ে যেন ফতোয়াবাজির অপচেষ্টা না করে।[৩]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি নিজে এমন কোন দাবী করে এবং তাতে তার অজ্ঞতার লাগাম ঢিল দিয়ে সমস্ত আলেমদের বিপরীত চলে। অত:পর তার সঙ্গে যারা একমত না তাদেরকে কুফরি ও পথভ্রষ্ট বলে ফতোয়া দিয়ে বসে। নিঃসন্দেহে ইহা অজ্ঞরা যা করে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক মূর্খতার কাজ।[৪]

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

[২]. আহকামুল আহকাম:পৃ-৮

[৩]. আল-গুলূ ফিদদ্বীন-আব্দুর রহমান ইবনে মু‘আল্লা আল-লুওয়াইহিকঃ পৃ-২৬২

[৪]. আররাদ্দু ‘আলাল বাকরী-ইবনে তাইমিয়াঃ পৃ-১২৫

আরো মনে রাখতে হবে যে, ঈমান ও কুফরের মূল হচ্ছে অন্তরে। আর কার অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া কেউ জানতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

X W V U TS R QPO N M[

d c b a ` _ ^] \ [Z Y

النحل: ١٠٦ Z e

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।" [সূরা নাহাল:১০৬] [১]

কাফের তো সে যে তার অন্তরকে কুফর দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেনঃ কুফরির জন্য অবশ্য জরুরি অন্তরকে কুফর দ্বারা উন্মুক্ত করা, কুফরি দ্বারা অন্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করা এবং তাতে অন্তর স্থির হওয়া। অতএব, অনিষ্টকর আকিদার যে সমস্ত বিপদ-আপদ সেগুলো গণ্য হবে। বিশেষ করে অজ্ঞতার সহিত ইসলামী পন্থার পরিপন্থী কার্যাদি। অনুরূপ যে কুফরি কাজ দ্বারা তার কর্তা দ্বীন ইসলাম থেকে কুফরির দ্বীনে প্রবেশ উদ্দেশ্য করেনি তা গণ্য করা হবে না। এভাবে আরো গণ্য হবে না যদি

[১]. আল-গুলূ ফিদদ্বীন-আব্দুর রহমান ইবনে মু'আল্লা আল-লুওয়াইহিকঃ পৃ-২৬২

এমন কুফরি শব্দ কোন মুসলিম উচ্চারণ করে যে কুফরি অর্থ সে বিশ্বাস করে না।[১]

উসামা ইবনে জায়েদ [ﷺ] 'লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ' বলার পরেও একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার পর তাঁর অন্তরে খটকা লাগলে নবী [ﷺ]-এর নিকট উল্লেখ করেন। এ সময় নবী [ﷺ] বলেন:

« أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنْ السِّلَاحِ قَالَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ ». متفق عليه.

"সে 'লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ' বলার পর তাকে হত্যা করেছ? উসামা [ﷺ] বলেন: সে তো অস্ত্রের ভয়ে বলেছে হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বলেন: তুমি কেন তার অন্তর ফেড়ে দেখনি, যাতে করে জানতে পারতে যে, সে অন্তর থেকে বলেছিল না বলেনি? উসামা [ﷺ] বলেন: তিনি [ﷺ] এ কথাটি বারবার বলতে থাকেন তাতে আমি এমন আশা করতে ছিলাম, যদি সেই দিন আমি ইসলাম গ্রহণকারী হতাম তো ভাল হত।[২]

কুফরি ফতোয়ার বিষয়টা এত জটিল ও কঠিন যে, যদি কোন পাপিষ্ঠ মুসলিমকেও কুফরি ফতোয়া দেয়া হয়, তাহলেও আলেমগণ ইহাকে জুলুম বলে গণ্য করেছেন। ইমাম আবু দাউদ

---

[১]. আসসাইলুল জাররার-শাওকানী:৪/৪৭৮ ইহা যদি এমন কাজ হয় যা কুফরি ও কুফরি না উভয়টির সম্ভবনা থাকে। কিন্তু যদি কুফরি ছাড়া অন্য কোন সম্ভবনা না থাকে। যেমন: ইচ্ছা করে কেউ মুসহাফ-কুরআনকে পদদলিত করে, তাহলে এখানে তার উদ্দেশ্য দেখা হবে না বরং উহার কর্তাকে কাফের বলে পরিগণিত হবে।

[২]. বুখারী ও মুসলিম

(রহ:) তাঁর সুনান গ্রন্থের আদব পর্বে অধ্যায় বেঁধেছেন: জুলুম থেকে নিষিদ্ধতা। এর মধ্যে আবু হুরাইরা [ﷺ] বর্ণনা করেছেন যে, নবী [ﷺ] বলেছেন:

«كَانَ رَجُلَان فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْـآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لاَ يُـدْخِلُكَ اللَّـهُ الْجَنَّـةَ فَقَـبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُـلْ الْجَنَّـةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». رواه أبو داود.

"বনি ইসরাঈলের দুইজন মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ছিল। একজন পাপ করত আর অপরজন এবাদতে পরিশ্রম করত। এবাদতে পরিশ্রমকারী অন্য জনকে সর্বদা পাপে লিপ্ত দেখে বলত: পাপ কাজ থেকে বিরত থাক। একদিন পাপে লিপ্ত পেয়ে তাকে বলল: বিরত থাক। পাপী বলল: আমাকে ও আমার প্রতিপালকের মাঝে ছেড়ে দাও তো। আমার উপর তুমি কি পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছ? সে (ভাল ব্যক্তি) বলল: আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তিনি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। এরপর তাদের দু'জনের রুহ কবজ করা হলো এবং রব্বুল 'আলামীনের নিকটে একত্রিত করা হলো। অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা এবাদতে পরিশ্রমকারীকে বলেন: তুমি কি আমার ব্যাপারে জান? অথবা তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার শক্তি রাখ? আর পাপিষ্ঠকে বলেন: যাও আমার দয়াই তুমি জান্নাতে

প্রবেশ কর এবং অপর ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন: (ফেরেশতারা) একে জাহান্নামে নিয়ে যাও।[১]

ইবনে আবিল 'ইজ (রহ:) বলেন: সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে: নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষী দেওয়া যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাফ ও দয়া করবেন না বরং চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে দিবেন। এ ধরণের ফতোয়া তো একমাত্র কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর পরে প্রজোয্য।[২]

[১]. হাদীসটি সহীহ, সহীহ সুনানে আবু দাউদ-আলবানী:৪/২৭৫ হা: নং ৪৯০১

[২]. শারহুত তাহাবীয়া-ইবনু আবিল 'ইজ আল হানাফী:২/৪৩৬

কুফরি ফতোয়ার ভয়ঙ্কর পরিণাম

কুফরি ফতোয়ার কি যে ভয়ঙ্কর পরিণাম ও বিপজ্জনক প্রভাব তার কিছু বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ইহা কোন ব্যক্তি কিংবা দল বা জামাত অথবা কোন দেশের ব্যাপারে হতে পারে।

(ক) ব্যক্তির প্রতি কুফরি ফতোয়ার পরিণামঃ

১. তার জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য তার কর্তৃত্বের অধীন থাকা হারাম হয়ে পড়বে।

২. তার উপর হুজ্জত-দলিল কায়েম ও তওবা করার সুযোগের পর মুরতাদ হিসাবে তার প্রতি হত্যা দণ্ড বিধি বাস্তবায়ন করার জন্য বিচার ফয়সালা ফরজ হয়ে যাবে।

৩. এ অবস্থায় মারা গেলে তার উপর মুসলমানের বিধান জারি করা যাবে না। গোসল দেওয়া, তার উপর জানাজার সালাত পড়া, মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না এবং সে কাউকে উত্তরাধিকারীও বানাবে না।

৪. যদি কুফরি অবস্থায় যাদের সে উত্তরাধিকার হবে তাদের কেউ মারা যায়, তাহলে সে উত্তরাধিকার পাবে না। যেমনঃ বাবা বা স্ত্রী ঈমান অবস্থায় মারা গেলে সে আর কাফের হওয়ার কারণে তাদের উত্তরাধিকার পাবে না।

৫. যদি সে কুফরি অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।[১]

---

[১]. আল-গুলূ ফিদদ্বীন-আব্দুর রহমান ইবনে মু'আল্লা আল-লুওয়াইহিক: পৃ-২৬৩

(খ) কোন জামাত বা দল কিংবা গোষ্ঠী অথবা সমাজ ও দেশের ব্যাপারে কুফরি ফতোয়ার পরিণামঃ

[2] **যারা কুফরি ফতোয়াবাজ তারা মনে করেঃ**

১. যাদের ব্যাপারে কুফরি ফতোয়া দেয়া হয় তাদের সম্পদ লুট-তারাজ ও হত্যা করা হালাল।

২. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতাল (যুদ্ধ) ঘোষণা করা ফরজ।

৩. সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা জায়েজ।

৪. বোমাবাজি ও ধ্বংসলিলা ঘটানো বৈধ।

৫. জুলম ও সহিংসহতা চালানো দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৬. হত্যার জন্য প্রয়োজনে আত্মহত্যা করা জরুরি।

৭. সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ও হিজরত করা ফরজ।

৮. সে দেশের মসজিদে জামাত ও জুমা পড়া হারাম।

৯. কাফেরকে কাফের জানা ফরজ। তাই যারা তাদেরকে কাফের মনে করে না তারাও কাফের।

১০. এমন ফতোয়াবাজদের জামাতভুক্ত যারা হবে না তাদেরকেও কাফের ফতোয়া দিয়ে হত্যা করা।

১১. বিবিধ।

কুফরি ফতোয়ার কারণসমূহ

১. অজ্ঞতা।
২. প্রবৃত্তির অনুসরণ।
৩. মুতাশাবিহাত তথা রূপক আয়াতের অনুসরণ।
৪. প্রকৃত রাব্বানী আলেমদের থেকে বিছিন্ন ও দূরে অবস্থান।
৫. প্রতিক্রিয়া।
৬. কিছু অগ্রহণযোগ্য ফেৎনাবাজ আলেমদের ফতোয়া ও মতামতের অনুসরণ ও অনুকরণ।
৭. কুরআন-সুন্নাহকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
৮. ওয়ালা (সম্পর্ক রাখা) ও বারা' (সম্পর্ক ছিন্ন করা)-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি।
৯. বিবিধ।

কি করলে কুফরি হয় আর কি করলে কুফরি হয় না

কি করলে বা বললে কুফরি হয় আর কি করলে বা বললে কুফরি হয় না। এ বিষয়ে দ্বীনের বিদ্বানগণ কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন যা সবার জন্য জানা অত্যন্ত জরুরি। যেমন:

১. যে সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনার নির্দেশ এসেছে সেগুলোর কোন একটিকে ত্যাগ করা:

যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, তকদিরের ভাল-মন্দ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান। অথবা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আনীত দ্বীনের যেসব জিনিসের ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকা চলে না এমন জিনিসের কোন কিছুকে মিথ্যারোপ করা। এ ধরণের কিছু করা বড় কুফরি যা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

f e d c b a ` _ ^] \ [

النساء: ١٣٦ Z h g

"আর যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে হেদায়েতের পথ থেকে সুদূর পথভ্রষ্ট হবে।" [সূরা নিসা:১৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

K J I H G F E D C B A [

U T S R Q P O N M L

Z a ` _ ^] [Z Y X W V

النساء: ١٥٠ – ١٥١

"নিশ্চই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের মাঝে পার্থক্য করে এবং বলে কিছু মানি আর কিছু মানি না। আর এর মাঝে এক পথ বানিয়ে নিতে চায় তারাই সত্যিকারে কাফের। আমি কাফেরদের জন্য অপদস্ত শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" [সূরা নিসা:১৫০-১৫১]

রসূলগণ দ্বীনের যাকিছু এনেছেন তার প্রতি ঈমান না আনলে ও আল্লাহ ও রসূলগণের মাঝে পৃথক করলে এবং কিছু মানলে আর কিছু না মানলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কুফরি ঘোষণা দিয়েছেন। আর তারাই সত্যিকারে কাফের বলে খবর দিয়েছেন।

ইবনে বাত্তা (রহঃ) এ ব্যাপারে ইজমার[১] কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালার সকল বাণী ও রসূলগণ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট হতে যাকিছু এনেছেন তার সবকিছুর প্রতি ঈমান আনা ও সত্যায়ন করা ফরজ। যদি কোন ব্যক্তি রসূলগণের আনীত সবকিছুর প্রতি ঈমান আনে আর কোন একটিকে অস্বীকার করে, তাহলে সকল আলেমগণের নিকট ঐ একটিকে অস্বীকার করার ফলে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। [২]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাতের বিদ্বানগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

---

[১]. নতুন কোন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সে জমানার সমস্ত বিদ্বানগণের ঐক্যমত পোষণ করারকে ইজমা বলে।

[২]. আশশারহু ওয়ালইবানা (আল-ইবানা আসসুগরা): পৃ:২১১

নীতি হলো: আহলে কেবলার কাউকে কোন কবিরা গুনাহ করার ফলে কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না। আর নিষিদ্ধ কোন কাজ যা ঈমান ত্যাগকে শামিল করে না তা করার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ করা যাবে না। যেমন: জেনা, চুরি, মদ পান ইত্যাদি।

কিন্তু যদি আল্লাহ তা'য়ালা যার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ করেছেন তা ত্যাগ করা শামিল করে। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, তকদিরের ভাল-মন্দ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান, তাহলে তা দ্বারা কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে।[১]

২. ধারাবাহিকভাবে চলে আশা প্রকাশ্য ফরজসমূহকে ফরজ এবং অনুরূপভাবে হারামসমূহকে হারাম বলে বিশ্বাস না রাখা:

প্রকাশ্য কোন ফরজ বা হারামকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু যদি নও মুসলিম হয় অথবা শহর থেকে বহু দূরে গ্রাম্য অঞ্চলের লোক হয়, যার নিকট এখনো দলিল-প্রমাণ পৌঁছেনি তাহলে সে কাফের হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z v ¦ p o n m l k j i h [
التوبة: ١١

"যদি তারা তওবা করে এবং সালাত (নামাজ) কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" [সূরা তাওবা:১১]

---

১. মাজমূউল ফাতায়া: ২০/৯০

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনি ভাই হওয়াকে সালাত কায়েম ও জাকাত আদায় করার প্রতি শর্ত করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, এখানে সালাত ও জাকাতকে স্বীকার করা উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর উহা ত্যাগ করার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। [১]

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« أُمـــرْتُ أَنْ أُقَاتلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ به فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ عَصَمُوا منِّي دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِـــسَابُهُمْ عَلَـــى اللَّهِ». مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ”-এর সাক্ষ্য এবং আমার ও আমি যা এনেছি তার প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত মানুষকে হত্যা করার জন্য আমি আদিষ্টিত হয়েছি। তারা যদি তা করে তাহলে আমার থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ লাভ করবে। তবে তার হক ছাড়া এবং তাদের হিসাব আল্লাহর উপর বর্তাবে।” [২]

এখানে নবী [ﷺ] বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, যে তার আনীত বিধানের প্রতি ঈমান আনবে না বা তার কিছুকে অস্বীকার করবে

---

[১]. মাজমূউল ফাতায়া:২০/৯১

[২]. মুসলিম

তার জীবন ও সম্পদের নিরাপদ হবে না। ইহা প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি শরিয়তের কোন কিছু অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর এ জন্যই আবু বকর সিদ্দীক [ﷺ] জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। উমার ফারুক [ﷺ] এ ব্যাপারে প্রথম দিকে দ্বিমত পোষণ করলে তিনি বলেছিলেন:

« وَاللَّه لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَالزَّكَاة فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّه لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّــا أَنْ قَــدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ».متفق عليه.

“আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও জাকাতের মাঝে পার্থক্য করে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। জাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! যে ছাগল ছানা নবী [ﷺ]-এর নিকট তারা আদায় করত যদি তা আমাকে না দেয়, তাহলে তাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব। পরে উমার ফারুক [ﷺ] বলেন: আল্লাহর কসম! আবু বকর [ﷺ]-এর অন্তরে যা খুলে গিয়েছিল তাই সত্য আমি বুঝতে পেরেছি।[১]

ধারাবাহিকভাবে চলে আশা শরিয়তের প্রকাশ্য কোন জিনিসকে অস্বীকার করা বা অনুরূপ ধারাবাহিকভাবে চলে আশা প্রকাশ্য কোন হারামকে হালাল মনে করার ব্যাপারে আলেমগণ কুফরি ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে ইজমার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

ইবনে কুদামা (রহ:) সালাত ত্যাগকারীর বিধান বর্ণনা করে বলেন: আহলে ইলম তথা বিদ্বানগণের মাঝে যে ব্যক্তি সালাতকে অস্বীকার করত: ত্যাগ করে তার কুফরির ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। শর্ত হলো: এমন ব্যক্তি হয় যার সালাত ফরজ বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা অসম্ভব। কিন্তু যদি অজানা থাকতে পারে যেমন: নও মুসলিম বা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী কিংবা শহর-বন্দর ও আলেমদের থেকে অনেক দূরে থাকে এমন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না। কিন্তু জানার পরেও যদি অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপ ইসলামের অন্যান্য বুনিয়াদসমূহ যেমন: জাকাত, রোজা ও হজ্ব অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, এগুলোর ফরজ হওয়ার কুরআন-হাদীসের দলিল-প্রমাণ কারো নিকট গোপন থাকার কথা নয় এবং এর উপর উম্মতের ইজমা' (ঐক্যমত) হয়েছে। সুতরাং, এগুলো ইসলামকে অস্বীকারকারী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।[১]

আর কোন হারামকে হালাল জ্ঞানকারীর ব্যাপারে বলেন: যে জিনিসের ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে ও মুসলমানদের মধ্যে তার বিধান সুস্পষ্ট এবং দলিল দ্বারা তার সংশয় দূর হয়ে গেছে এমন কোন জিনিস। যেমন: শূকরের মাংস ও জেনা ইত্যাদি যার হারামের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এসবকে যে ব্যক্তি হালাল মনে করবে সালাতের বিধানের মতই কাফের হয়ে যাবে।[২]

ইমাম নববী (রহ:) বলেন: এ যুগে যে জাকাত ফরজকে অস্বীকার করবে সে মুসলমানদের ইজমা' দ্বারা কাফের সাব্যস্ত

[১]. আল-মুগনী- ইবনু কুদামা:১২/২৭৫

[২]. আল-মুগনী- ইবনু কুদামা:১২/২৭৬

হবে। অনুরূপ যেসব দ্বীনের বিষয়ে উম্মতের ইজমা‘ হয়েছে এবং তার আমল প্রচারিত তার মধ্য হতে কোন কিছুকে যে কেউ অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমজানের রোজা, ফরজ গোসল এবং জেনা করা, মদ পান ও মুহাররামাত নারীদের বিবাহ ইত্যাদি বিধান হারাম। কিন্তু যদি কোন নও মুসলিম যে এখনো শরিয়তের বিধিবিধান জানে না সে কোন কিছু অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলা যাবে না।[১]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেনঃ এ ব্যাপারে সাহাবগণের ঐক্যমত রয়েছে। আর ইহা ইসলামের সমস্ত ইমামদের মাঝেও একমত। এ বিষয়ে তাঁরা কোন দ্বিমত পোষণ করেননি যেঃ ধারাবাহিকভাবে চলে আশা প্রকাশ্য কোন ফরজকে যে অস্বীকার করবে। যেমনঃ ৫ওয়াক্ত সালাত, রমজানের রোজা, আল্লাহর ঘরের হজ্ব। অথবা ধারাবাহিকভাবে চলে আশা প্রকাশ্য কোন হারামকে অস্বীকার করবে। যেমনঃ অশ্লীল জিনিসসমূহ, জুলুম, মদ, জুয়া ও জেনা ইত্যাদি কিংবা ধারাবাহিকভাবে চলে আশা প্রকাশ্য কোন বৈধ জিনিসের হালালকে অস্বীকার করবে যেমনঃ রুটি, মাংস ও বিবাহ তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তিকে সঠিক মতে তওবা করার সুযোগ দিতে হবে এবং তওবা না করলে হত্যা করতে হবে। আর যদি ইহা গোপন রাখে তবে সে জিন্দীক (নাস্তিক) মুনাফেক। কিন্তু অধিকাংশ আলেমদের নিকট তাকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে না বরং ইহা প্রকাশ হলেই হত্যা করা হবে।[২]

---

[১]. শারহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম:১/২০৫

[২]. মাজমূউল ফাতায়া:১১/৪০৫ ও ৭/৬০৭-৬১০ ও ২০/৯০

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ:) কুফরির প্রকারের আলোচনার মাঝে বলেন: আর অস্বীকার কুফরি দুই প্রকার: সাধারণভাবে কুফরি এবং নির্দিষ্টভাবে কুফরি। সাধারণভাবে কুফরি হলো: আল্লাহ তা'য়ালা যা নাজিল করেছেন ও রসূল প্রেরণ করেছেন এ সবকিছুকে অস্বীকার করা। আর নির্দিষ্টভাবে কুফরি হলো: ইসলামের ফরজসমূহের কোন ফরজকে অস্বীকার করা অথবা কোন হারামসমূহের কোন হারামকে অস্বীকার করা। কিংবা আল্লাহ তা'য়ালা যা দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেছেন এমন কোন গুণ বা বৈশিষ্টকে বা যার খবর দিয়েছেন এমন কোন খবরকে স্বেচ্ছায় অথবা প্রতিপক্ষের কথাকে প্রত্যাখ্যানের জন্য অস্বীকার করা কুফরি। কিন্তু অজ্ঞতাবশত: কিংবা কোন ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকলে এমন ব্যক্তির অজর গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না।[১]

৩. কোন ফরজ বা হারাম স্বীকার করার পর তা ত্যাগ কিংবা লঙ্ঘন করা:

(ক) ইসলামের কোন বুনিয়াদ ত্যাগকরণ:

ইসলামের ৪টি ফরজ যথা: সালাত, জাকাত, রোজা ও হজ্বের কোন একটি ত্যাগ করলে কুফরি ফতোয়ার ব্যাপারে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে দুইটি শাক্ষ্য প্রদানে সামর্থ্য রাখে এমন ব্যক্তি যদি না পড়ে তাহলে ইজমা' দ্বারা কাফের সাব্যস্ত। সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে উম্মতের সালাফে সালেহীন ও ইমাম এবং আলেমগণের নিকট কাফের।

---

[১]. মাদারিজুস সালিকীন:১/৩৩৮

বাকি চারটি রোকনের কোন একটি ত্যাগ করলে তার ব্যাপারে আলেমদের মতামত নিম্নরূপ:

১. যে কোন একটি ত্যাগ করলে কাফের হয়ে যাবে। যদিও দেরি করার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। অতএব, যখন পরিপূর্ণ ত্যাগ করার ইচ্ছা করবে তখন কাফের হয়ে যাবে। ইহা কিছু সালাফদের মত এবং ইমাম আহমাদ (রহ:) থেকেও একটি বর্ণনা যা আবু বকর খাল্লাল চয়ন করেছেন।

২. ফরজ স্বীকার করত: যে কোনটি ত্যাগ করলে কাফের হবে না। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহ:), ইমাম মালেক (রহ:) ও ইমাম শাফে'য়ী (রহ:)-এর সাথীদের অধিকাংশ ফকীহদের প্রসিদ্ধ মত। আর ইমাম আহমাদ (রহ:) থেকেও একটি বর্ণনা আছে যা ইবনু বাত্তা ও অন্যান্যরা গ্রহণ করেছেন।

৩. শুধুমাত্র সালাত ত্যাগ করলে কুফরি হবে। ইহা ইমাম আহমাদ (রহ:) থেকে তৃতীয় বর্ণনা। আর ইহা অধিকাংশ সালাফ ও ইমাম মালেক (রহ:) ও ইমাম শাফে'য়ী (রহ:) এবং ইমাম আহমাদ (রহ:)-এর কিছু সাথীদের মত।

৪. সালাত ও জাকাত ত্যাগ করলে কাফের হবে।

৫. সালাত ও জাকাত ত্যাগ করলে কাফের হবে। আর জাকাতের জন্য শর্ত হলো: যদি ইমাম জাকাত ত্যাগ করার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তাহলে কাফের হবে আর না করলে হবে না। আর রোজা ও হজ্ব ত্যাগ করলে কাফের হবে না।

উল্লেখিত ৫টি মতের মধ্যে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে তৃতীয় মতটিই অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। আর তা হলো সালাত ত্যাগ ছাড়া অন্য কোন রোকন ত্যাগ করলে কাফের হবে

না। কারণ এ ব্যাপারে অনেক সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ: « يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ». مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"একজন মানুষ এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ত্যাগ করা।"[১]

২. অন্য বর্ণনায় আছে:

« بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ».

"একজন বান্দা ও শিরক বা কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী জিনিস হলো সালাত ত্যাগ করা।"[২]

৩. নবী [ﷺ]-এর আরো বাণী:

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ».الترمذي وغيره.

"আমাদের এবং কাফেরদের মাঝে যে অঙ্গিকার দ্বারা পার্থক্য তা সালাত। অতএব, যে সালাত ত্যাগ করল সে কুফরি করল।"[৩]

এ ছাড়াও আরো অনেক বিশুদ্ধ হাদীস সালাত ত্যাগকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। সালাত

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৮২

[২]. সুনানুদ দারেমী:১/৩০৭ হা: নং ১২৩৩ শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহ বলেছেন। সহীহুত তারগীব ও ওয়াত্তারহীব:১/২৯৮

[৩]. আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ: ১/১৭৭ হা: নং ৮৮৪

ত্যাগকারী কাফের এটি সাধারণভাবে নবী [ﷺ]-এর সাহাবা কেরামের মত। তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী মুহাম্মদ [ﷺ]-এর সাহাবাগণ সালাত ত্যাগ করা ব্যতিরেকে অন্য কোন কাজকে কুফরি মনে করতেন না।[১]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ:) সালাত ত্যাগকারী কাফের এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে জানজুওয়াহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমার ফারুক [رضي الله عنه]-এর বাণী দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন। উমার ফারুক [رضي الله عنه] আহত অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়েন এবং হুশ ফিরলে বলেন: মানুষরা সালাত আদায় করেছে? উপস্থিত জনগণ বললেন: হ্যাঁ, অত:পর তিনি বললেন:

« لاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلاَةَ ».المصنف لابن عبد الرزاق.

"যে সালাত ত্যাগ করে ইসলামে তার কোন অংশ নেই।"[২] অন্য এক বর্ণনায় আছে:"যে সালাত ত্যাগ করে তার ইসলাম নেই।" অত:পর তিনি ওযুর পানি চাইলেন এবং ওযু করে সালাত আদায় করলেন।

তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: এ ছিল অনেক সাহাবাদের উপস্থিতে কিন্তু তাঁদের কেউ উমার [رضي الله عنه]-এর কথাকে অস্বীকার করেননি।

---

১. হাকেম:১/১০ শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহ বলেছেন। সহীহুত তারগীব ও ওয়াত্তারহীব:১/২৯৯

২. মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক: হা: নং- ৫৮০

সম্পূর্ণভাবে সালাত ত্যাগকারী কাফের এ ব্যাপারে সাহাবাদের পরে উম্মতের সালাফে সালেহীনদের অধিকাংশের মত যা আলেমগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

- আবু আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেনঃ সালাত ত্যাগ করা কুফর যে ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।[১]
- মুহাম্মদ ইবনে নাসের মারুজী (রহঃ) বলেনঃ ইহা অধিকাংশ মুহাদ্দিস তথা হাদীস বিশারদদের মত।[২]
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ সালাত ত্যাগকারীকে কুফরি ফতোয়া অধিকাংশ সাহাবা কেরাম ও তাবেঈদের থেকে প্রসিদ্ধ।[৩]
- ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ (রহঃ) আরো একধাপ বেড়ে সালাত ত্যাগকারী কাফের এ ব্যাপারে আহলে ইলম (বিদ্বানগণ)-এর ইজমা' বর্ণনা করেছেন।[৪]
- আরো যাদের থেকে সালাত ত্যাগকারীকে কাফের ফতোয়া উল্লেখ হয়েছে তাদের মধ্যেঃ

(ক) সাহাবা কেরাম [ﷺ] হতেঃ

উমার ফারুক, আলী ইবনে আবি তালিব, সা'য়ীদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, মু'য়ায ইবনে জাবাল, আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু দারদা, বারা' ইবনে 'আজেব ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ]।

---

[১]. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম-ইবনে রাজাবঃ পৃঃ৪৩
[২]. ঐ
[৩]. মাজমূউল ফাতাওয়াঃ২০/৯৭
[৪]. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম-ইবনে রাজাবঃ পৃঃ৪৩

(খ) তাবেঈ ও তাঁদের পরের যাঁরাঃ

মুজাহেদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, জাবের ইবনে জায়েদ, আমর ইবনে দীনার, ইবরাহীম নাখা‘য়ী, ‘আমের শা‘বী, আইয়ূব সাখতিয়ানী, আওজা‘য়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারাক, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে‘য়ী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, কাসেম ইবনে মুখাইমারা, শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু সাওর ও আবু ‘উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (রহঃ)।

(খ) ঈমানের বিপরীত কোন হারাম কাজকরণঃ

হারাম কার্যাদি ঈমানের বিপরীত হতে পারে আবার বিরোধী নাও হতে পারে। যদি ঈমানের বিপরীত না হয় যেমনঃ জেনা, মদ পান, চুরি ইত্যাদি পাপ, তাহলে কাফের হবে না যা ইতি পূর্বে বর্ণনা হয়েছে।

আর যদি হারাম কাজ এমন হয় যা করলে ঈমানকে ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে এর কর্তাকে শর্তসহ কাফের ফতোয়া দেওয়া হবে। কারণ, ইহা মূল ঈমানের বিপরীত কাজ। যেমনঃ কোন মূর্তিকে সেজদা করা, কুরআন মাজীদকে অসম্মান করা, কোন নবীকে হত্যা করা বা গালি দেওয়া, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা করা। এবাদতে শিরক করা যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া কোন জিন বা অলি কিংবা কবরবাসীর নামে জবাই করা। নিজের ও আল্লাহর মাঝে কাউকে মাধ্যম ধরে তাকে ডাকা এবং তার নিকট সুপারিশ চাওয়া। কাফের ও মুশরেকদেরকে কাফের মনে না করা বা সন্দেহ করা কিংবা তাদের ধর্ম ও আদর্শকে সঠিক মনে করা। দ্বীনের কোন জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। জাদু শিক্ষা করা বা করানো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করা। দ্বীন হতে সম্পূর্ণ বিমূখ হওয়া; না

দ্বীন শিখা আর না দ্বীনের কোন আমল করা। এসব কাজ ঈমান ধ্বংসী যা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।[১]

[১]. কিতাবুস সালাত-ইবনুল কায়্যিমঃ পৃ:৩৬, ইসলামি আকীদায় ২০০টি পশ্নোত্তরঃ পৃ:৯৯ ও মাজমূআতুত্তাওহীদঃ পৃ:২৭-২৮

যাদের কুফরির ব্যাপারে দলিল সুস্পষ্ট তাদেরকে সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেওয়া জায়েজঃ

কোন্ কোন্ আকিদা, কাজ ও কথাগুলো কুফরি আর কোনগুলো কুফরি নয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখন জানা প্রয়োজন যারা ঐগুলোর কোন একটি করবে তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দেয়ার বিধান।

শরিয়তের দলিল দ্বারা যে সমস্ত কাজ করলে কুফরি হয় এমন কাজ কেউ সরাসরি করলে তাকে সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে। যেমন বলবেঃ যে কেউ এমন আকিদা রাখবে সে কাফের বা যে কেউ এমন কাজ করবে সে কাফের। আর তার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ দ্বারা যে শাস্তি প্রমাণিত তা উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তি বা কোন দলকে নির্দিষ্ট করে কুফরি ফতোয়ার শর্ত ছাড়া দেওয়া যাবে না।

কুফরি কাজের কোন একটি যে করবে তাকে সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেয়ার দলিল কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস এবং উম্মতের সালফে সালেহীনদের থেকে প্রমাণিত আছে। যেমনঃ

(ক) কুরআন থেকেঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

K J I H G F E D C B A [

U T S R Q P O N M L

Z a ` _ ^] [Z Y X W V
النساء: ١٥٠ – ١٥١

“নিশ্চই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের মাঝে পার্থক্য করে এবং বলে কিছু মানি আর কিছু মানি না। আর এর মাঝে এক পথ বানিয়ে নিতে চায় তারাই সত্যিকারে কাফের। আমি কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।” [সূরা নিসা:১৫০-১৫১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] ¶ ¸ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ Z المؤمنون: ١١٧

“যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌কে আহ্বান করে যে ব্যাপারে তার কোন দলিল নেই তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট। নিশ্চয়ই কাফেররা কল্যাণকামী হয় না।” [সূরা মুমিনুন:১১৭]

(খ) হাদীস থেকে:

১. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ». متفق عليه.

“যে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”[১]

২. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

---

[১]. বুখারী হা: নং ১২৩৮ মুসলিম হা: নং ৯২

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ».الترمذي وغيره.

"আমাদের ও তাদের (অমুসলিম) মাঝে যে অঙ্গিকার দ্বারা পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ত্যাগ করল সে কুফরি করল।"[১]

(গ) সালাফে সালেহীনের বাণী থেকে:

১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ:) বলেন: কুরআন আল্লাহর বাণী, যে বলবে কুরআন মখলুক তথা সৃষ্টি সে কাফের। আর যে তার কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের।[২]

২. অনুরূপ ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারাক, ওয়াকী ইবনে জাররাহ ও হারুন ফারাবী (রহ:) সকলে বলেছেন: কুরআনকে যে মখলুক (সৃষ্টি) বলবে সে কাফের।[৩]

৩. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: অদৃষ্টবাদীদের অকিদা (তকদিরকে অস্বীকার করা) কুফরি, খারেজীদের কথা ভ্রষ্ট এবং শিয়া সম্প্রদায়ের কথা ধ্বংস।[৪]

৪. বিশ্‌র ইবনে হারিস (রহ:) থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর সাহাবাগণকে গালি দেবে সে কাফের যদিও সালাত

---

[১]. পূর্বে রেফারেন্স বর্ণিত হয়েছে।

[২]. আসসুন্নাহ : ১/১১২

[৩]. ঐ রেফারেন্স:২/৪৯, ২৫১, শরীয়া-আজুরী: পৃ:৭৯ আসসুন্নাহ:১/১১৬ ও ১০২, শারহ উসূল এ'তেকাদ আহলুস সুন্নাহ ওয়াজামাত-লালকাঈ:২/২৫২,

[৪]. শারহ উসূল এ'তেকাদ আহলুস সুন্নাহ ওয়াজামাত-লালকাঈ:৪/৬৪৪

কায়েম করে ও রোজা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।[১]

উল্লেখিত কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও সালাফে সালেহীনদের বাণীসমূহ প্রমাণ করে যে, যে কেউ এমন কোন কাজ করবে বা কথা বলবে অথবা আকিদা রাখবে যা কুফরি তাহলে তাকে সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেওয়া জায়েজ। বরং যাদের কুফরির ব্যাপারে দলিল সুস্পষ্ট তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দেওয়া সালাফদের অতি গুরুত্বপূর্ণ আকিদার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি আলেমগণ বলেছেন: যে কাফেরদেরকে কাফের বলবে না বা তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে।[২]

নোট:

১. কোন দলকে কোন আকিদা বা কাজ বা কথার জন্য সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেওয়া সে দলের প্রতিটি সদস্য কাফের হওয়া জরুরি না। কারণ, ব্যক্তি বিশেষে হুকুম ভিন্ন হতে পারে।

২. দলিল সাব্যস্তকরণ ও কুফরির জন্য শর্ত ও নিষিদ্ধতা বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট করে কাউকে কুফরি ফতোয় দেওয়া সম্পূর্ণভাবে হারাম।

[১]. আল-ইবানা আসসুগরা-ইবনু বাত্তাহ:পৃ ১৬২

[২]. আশশিফা বিতা'রীফি হকূকিল মস্তফা-কাযি আইয়ায: পৃ:২৪৪, সারিমুল মাসলূল 'আলা শাতিমুর রসূল-ইবনে তাইমিয়া:পৃ:৫৮৬ ও জামিলউ ফারীদ: পৃ:২৭৭

দু'টি বিষয় জানা একান্তভাবে জরুরি

প্রথমটিঃ নির্দিষ্ট করে কাউকে কুফরি ফতোয়া দেওয়ার জন্য সুস্পষ্ট দলির-প্রমাণ দ্বারা ব্যাপারটা বুঝানোঃ

কুরআনের অনেক আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন সৃষ্টিকে কুফরি ও পাপের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রেফতার করবেন না যতক্ষণ না তার নিকট রেসালাতের দলিল-প্রমাণ পৌঁছবে। ইহা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর নিকটে কাফের নয়। কারণ, কাফের হলে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

] وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ Z الإسراء: ١٥

"আমি রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আজাব দেই না।" [সূরা বনি ইসরাঈল:১৫]

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ:) এ আয়াতের তফসীরে বলেনঃ ইহা আল্লাহর ইনসাফের খবর যে, তিনি কারো উপর ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ তার উপর রসূল প্রেরণ করে দলিল-প্রমাণ কায়েম (সাব্যস্ত) না করবেন।[১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

] { ~ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا ©قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴿٩﴾ Z الملك: ٨ – ٩

[১]. তাফসীর ইবনে কাসীরঃ৩/২৮

"যখনই জাহান্নামে একদলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার পাহারাদার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন: তোমাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শক আসেননি? তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শক এসেছিলেন।" [সূরা মুলক:৮-৯]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z ^ X W V U T S R Q P O N [

النساء: ١٦٥

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অজুহাত দাঁড় করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" [সূরা নিসা:১৬৫]

এসব ও অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'য়ালা কোন কুফরি কাজ বা অন্য কোন কাজের জন্য ততক্ষণ তার কর্তাকে আজাব দিবেন না যতক্ষণ ঐ কাজের দলিল-প্রমাণ তার প্রতি সাব্যস্ত না করবেন। ইহা দ্বারা আরো প্রমাণিত হলো যে, যে কেউ যে কোন কুফরি আমল করলে কাফের হয় না। কারণ কাফের হলে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে শাস্তি দিতেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ Z النساء: ١٤٠

"নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফেক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে সমবেত করবেন।" [সূরা নিসা:১৪০]

কুরআনের আয়াত যেমন প্রমাণ করে তেমনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হাদীসও প্রমাণ করে যে, যে কেউ কুফরি কাজ করলে কাফের হয় না। বরং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] কখনো কখনো

নির্দিষ্ট কারো কারো ওজর কবুল করেছেন। কারণ তাদের মঝে কুফরির শর্ত সাব্যস্ত না এবং বাধা ও অন্তরায় দূর না।
নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« وَالَّـــذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ». مسلم.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:“সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! এ উম্মতের যে কোন ইহুদি ও খ্রীষ্টান আমার কথা শুনার পর, আমি যা দ্বারা প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে জাহান্নামবাসী হবে।”[১]

ইমাম নববী (রহ:) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এ হাদীসে নবী [ﷺ]-এর রেসালাত দ্বারা পূর্বের সমস্ত ধর্ম রহিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়া আর প্রমাণ করে যে, যার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছেনি তার কৈফিয়ত কবুল করা হবে।[২]

নবী [ﷺ]-এর সামনে কুফরি কাজ করার পরেও তিনি কাফের ফতোয়া দেননি বরং অজ্ঞতা বা অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে তাই তার ওজর কবুল করেছেন। যেমন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَتَيْـــتُ الـــشَّامَ فَـــوَافَقْتُهُمْ

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৫২
[২]. শারহুন নববী 'আলা মুসলিম:২/১৮৮

يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا... ». صحيح ابن ماجه.

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] শাম (সিরিয়া) থেকে এসে নবী [ﷺ]কে সেজদা করলে নবী [ﷺ] তাকে বলেন: এ কি করছ হে মু'য়ায! তিনি বললেন: শামে দেখেছি ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের পণ্ডিতদেরকে তারা সেজদা করে। তাই আমি মনে মনে আশা করি যে, উহা আপনার জন্য করব। তখন নবী [ﷺ] বলেন:"তোমরা এরূপ কর না। কারণ, আমি যদি কারো জন্য কাউকে সেজদা করতে নির্দেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সেজদা করতে বলতাম------।"[১]

عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ». رواه البخاري.

(খ) খালেদ ইবনে যাকওয়ান হতে বর্ণিত তিনি রবী'য়া বিনতে মু'য়াওবেয থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমার বাশর

---

[১]. সহীহ ইবনে মাজাহ হা: নং ১৫০৩

রাত্রিতে নবী [ﷺ] আমার নিকট এসে তুমি যেমন বসে আছে সেরূপ আমার বিছানায় বসেন। এ সময় আমাদের কিছু ছোট ছোট মেয়েরা দুফ বাজিয়ে বদরের যুদ্ধে আমার পিতাদের যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের শোক প্রকাশ করতেছিল। এক পর্যায় তাদের একজন বলল: আমাদের মাঝে এমন একজন নবী উপস্থিত যিনি আগামি কাল কি হবে তা জানেন। এ কথা শুনে নবী [ﷺ] বললেন: "এ কথা বাদ দিয়ে যা পূর্বে বলতেছিলে তা বল।"[১]

উল্লেখিত হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, দুই জনেই রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর উপস্থিতে কুফরি কাজ করার পরেও তিনি [ﷺ] তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দেননি। মু'য়ায [رضي الله عنه] নবী [ﷺ]-এর জন্য সেজদার মত একটি এবাদত করেন। ইহা এমন একটি বড় কুফরি ও শিরক কাজ যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। কিন্তু ইহা মু'য়ায [رضي الله عنه] দ্বারা সম্পাদনের কারণ ছিল একটি ব্যাখ্যা। আর তা হলো: তিনি [رضي الله عنه] ধারণা করেন যে, এরূপ সেজদা সালাম ও সম্মানের জন্য যা কোন সৃষ্টির ব্যাপারে জায়েজ আছে। তাই নবী [ﷺ] তার এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করত: তাকে কুফরি ফতোয়া দেননি বরং তাকে পাপীও সাব্যস্ত করেননি। শুধুমাত্র এ কাজ করা থেকে নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট মনে করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সেজদা আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কারো জন্য করা যাবে না।

অনুরূপ ঐ ছোট মেয়েরা যে নবী [ﷺ]-এর ব্যাপারে দাবী করেছিল যে, তিনি [ﷺ] ইলমে গায়েব (কোন মাধ্যম ছাড়া অদৃশ্যের খবর জানা) জানেন যা কুফরি ধারণা। কিন্তু নবী [ﷺ] তাদের অজ্ঞতার কারণে শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট মনে করেছেন

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫১৪৭

যদিও আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিরেকে অন্যের জন্য ইলমে গায়েব নির্দিষ্ট করা বড় কুফরি ও শিরকের কাজ।

এ দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, কুফরির কাজ করলেই নির্দিষ্ট করে কাউকে কুফরি ফতোয়া ততক্ষণ দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে কুফরির শর্ত সাব্যস্ত না হবে এবং কোন প্রকার বাধা না থাকবে।

ইবনে হাজম (রহ:) বলেন: নবী [ﷺ]-এর নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত কাউকে কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে না। অতএব, যে নবী [ﷺ]-এর বিষয় জানার পর ঈমান আনবে না সে কাফের। যদি জানার পর তার প্রতি ঈমান আনে এবং যা আকিদা রাখার রাখে বা আমল করে কিংবা ফতোয়া দেয় বা সেমত কথা বলে, তাহলে এর বিপরীত নবী [ﷺ]-এর কোন বিষয় তার নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত তার উপর কায়েম থাকলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি বিপরীত পৌঁছার পর মুজতাহিদ (গবেষক) এমন ব্যক্তির নিকট সে ব্যাপারে সত্য সুস্পষ্ট না হওয়ার ফলে তার উল্টা করেন, তাহলে তিনি ভুলকারী অপারগ একটি সওয়াব পাবেন। কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».متفق عليه.

"যখন বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক ফয়সালা করে তখন তার জন্য দু'টি সওয়াব আর ভুল করলে একটি সওয়াব।"[১] [২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৭৩৫২ ও মুসলিম হা: নং ১৭১৬

[২] . আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়াননিহাল-ইবনে হাজম:৩/৩০২

আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ:) বলেন: সমস্ত আনুগত্যকে ঈমান বলা হয় যেমন সমস্ত নাফরমানিকে কুফর বলা হয়। কিন্তু কুফর বলা হলেই সর্বদা দ্বীন থেকে খারিজকরী কুফর উদ্দেশ্য হয় না। কারণ এ উম্মতের অজ্ঞ ব্যক্তি ও ভুলকারী যদিও কুফর বা শিরক করে, তাহলে তাকে কাফের বা মুশরেক বলা যাবে না। কেননা অজ্ঞতা ও ভুলের জন্য তার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে সুস্পষ্টভাবে ইহা কুফরি বা শিরকের দলিল বুঝানো না হবে। অথবা দ্বীনের যা জানা জরুরি এমন জিনিসকে অস্বীকার না করবে। এর উপর উম্মতের অকট্য ইজমা' হয়েছে যা প্রতিটি মুসলিমের কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই জানা-শুনা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: যারা আমার মজলিসে বসে তারা জানে যে, আমি সর্বদা নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তিকে কুফরি বা ফাসেক কিংবা পাপিষ্ঠের ফতোয়া দেওয়া হতে কঠিনভাবে নিষেধকারীদের একজন। কিন্তু যদি জানা যায় যে, তার প্রতি রেসালাতের দলিল কায়েম (সাব্যস্ত) হয়েছে তার পরেও সে তার বিপরীত করে, তাহলে কখনো কাফের হবে আবার কখনো ফাসেক হবে এবং কখনো পাপী বলে বিবেচিত হবে। আর আমি স্বীকার করছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতের ভুলকে মাফ করে দিয়েছেন। আর এ ভুল চাই কথা হোক বা আমল উভয়কে শামিল করে।[১]

তিনি (রহ:) আরো বলেন: যখন এ কথা জানা গেলো তখন এ ধরণের অজ্ঞ ও তাদের মত মূর্খদের কারো উপর রেসালাতের হুজ্জত-দলিল কায়েম করা ছাড়া কাফের হুকুম দেওয়া জায়েজ নেই

[১]. মাজমূউল ফাতায়া-ইবনে তাইমিয়া:৩/২২৯

যদিও তাদের আকিদা বা কথা কুফরি তাতে কোন সন্দেহ না থাকে। আর এমনভাবে দলিল বর্ণনা করা উচিত যাতে করে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা রসূলদের বিরোধী। এ কথা সকল নির্দিষ্ট ব্যক্তির কুফরি ফতোয়ার ব্যাপারে পযোজ্য যদিও একজনের চেয়ে অপর জনের বেদাত বেশি জঘন্য এবং কারো মাঝে ঈমান আছে আর কারো মধ্যে নেই এমন হোক না কেন।

অতএব, কারো জন্য কোন মুসলিমকে কাফের ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই যদিও সে ভুল করে যতক্ষণ তার উপর দলিল কায়েম না করা হবে এবং তার নিকট ব্যাপারটা সুস্পষ্ট না হয়ে যাবে। আর এ কথা জানা উচিত যে, যার ঈমান একবার দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তার ঈমান কোন সন্দেহ দ্বারা দূরিভূত হবে না। বরং তার প্রতি হুজ্জত (দলিল-প্রমাণ) সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে এবং সংশয় দূর না করা পর্যন্ত তা মুছে যাবে না।[১]

ইবনু আবিল 'ইজ হানাফী (রহঃ) বলেনঃ হারাম, বেদাতি ও বাতিল কথা যেমনঃ নবী [ﷺ] আল্লাহর জন্য যে সকল সিফাত (গুণ ও বৈশিষ্ট্য) সাব্যস্ত করেছেন তা অস্বীকার করা বা যা তিনি [ﷺ] সাব্যস্ত করেননি তা সাব্যস্ত করা কিংবা তিনি যার নিষেধ করেছেন তার নির্দেশ বা যার নির্দেশ কেরেছেন তার নিষেধ করা। এ সকল বিষয়ে যা সত্য তা বলতে হবে এবং ঐ ব্যাপারে দলিল দ্বারা যা শাস্তি তা প্রমাণ করতে হবে ও বর্ণনা করতে হবে যে, ইহা কুফর এং যে বলবে বা করবে সে কাফের ----।

আর নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে যদি বলা হয়ঃ আপনারা কি তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন যে, সে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের অর্ন্তভুক্ত

---

[১]. মাজমূউল ফাতায়া-শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া:১২/৫০০-৫০১

এবং সে কাফের? তাহলে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ আছে তা ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে তার উপর সাক্ষী দেব না। কারণ, সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা যে, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা ও দয়া করবেন না বরং তাকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে রাখবেন। এ ধরণের হুকুম শুধুমাত্র কাফেরদের জন্য মৃত্যুর পর প্রযোজ্য।[১]

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর দুই ছেলে হুসাইন ও আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেনঃ সাধারণভাবে এবং নির্দিষ্ট করে কুফরির মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে কুফরি হচ্ছে জানা-অজানা এবং যার উপর দলিল কায়েম হয়েছে আর যার উপর হয়নি সকলকে কুফরি ফতোয়া দেওয়া। আর নির্দিষ্টভাবে কুফরি ফতোয়া হলোঃ শুধুমাত্র যার উপর রেসালাতের দলিল কায়েম হওয়ার বিপরীত করেছে এমন ব্যক্তি। কখনো অমুক গ্রামবাসীরা কাফের বলে হুকুম দেওয়া হয় কিন্তু এর দ্বারা নির্দিষ্ট করে প্রতিটি ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না।[২]

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে উসাইমীন (রহঃ) বলেনঃ এ দ্বারা জানা গেল যে, যেসব আকিদা বা কাজ কখনো কুফরি বা ফাসেকি হয় তা দ্বারা কর্তাকে নির্দিষ্টভাবে কাফের বা ফাসেক হওয়া জরুরি না। কারণ, হতে পারে কুফরি বা ফাসেকির শর্ত অনুপস্থিত কিংবা শরিয়তের কোন বাধা কিংবা অন্তরায় উপস্থিত রয়েছে।[৩]

পূর্বে উল্লেখিত কুরআন, হাদীস ও আলেমদের বাণীসমূহ সুস্পষ্ট করে দেয় যে, কোন কুফরি আকিদা বা আমল করার ফলে

---

[১]. শারহুল আকীদা আত্তাহাবিয়া-পৃঃ৩৪০

[২]. মাজমূআতুর রাসায়েল ওয়ালমাসায়েল আন-নাজদিয়াঃ৫/৬৪০

[৩]. আল-কাওয়ায়েদ আল-মুসলা ফী সিফাতিল্লাহি ওয়া আসামায়িহিল হুসনা-পৃঃ৯২

নির্দিষ্ট করে কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে না যতক্ষণ তার উপর দলিল-প্রমাণ কায়েম (সাবস্ত্য) না করা হবে।

দ্বিতীয়টি: কুফরি ফতোয়ার জন্য শর্ত ও তার নিষিদ্ধতা:

কুফরি ফতোয়া অধ্যায়ে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও মারাত্মক বিষয় হলো তার শর্তসশূহ ও নিষিদ্ধতা। কারণ এর উপরেই নির্ভর করবে নির্দিষ্টভাবে কার প্রতি কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে আর কার প্রতি দেওয়া যাবে না। এ ব্যাপরটি সহজ বিষয় নয় বরং বড় কঠিন ও জটিল। কারণ, এর ফলে পদস্খলন ঘটেছে অনেকের এবং ধ্বংস হয়েছে অনেকে।

আর এ ভুলের মূল কারণ হলো: সাধারণভাবে এবং নির্দিষ্ট করে কুফরির মাঝে কুরআন-সুন্নাহ ও ইমামদের বাণীসমূহে যে পার্থক্য রয়েছে তা না বুঝা। আর নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কুফরি ফতোয়া আরোপ করার যে নিষিদ্ধতা রয়েছে তার প্রতি লক্ষ না করা অথবা কুফরির জন্য যে শর্তাবলি জরুরি সে বিষয়গুলো উপেক্ষা করা।

নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কুফরি ফতোয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তাবলি উপস্থিত থাকা জরুরি তা হলো:

১. সাবালক ও বিবেকবান হওয়া।
২. কুফরি কথা বা কুফরি কাজ ইত্যাদি তার নিজ ইচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে সংঘটিত হওয়া।
৩. এ বিষয়ে তার নিকট দলিল-প্রমাণ পৌঁছেছে এমন হওয়া।
৪. দলিল-প্রমাণ বুঝতে তার কাছে অন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যা বা সংশয় নাই এমন ব্যক্তি হওয়া।

একজনকে নির্দিষ্ট করে কুফরি ফতোয়া দেওয়ার জন্য উল্লেখিত শর্তাবলির লক্ষ্য রাখা অতি জরুরি এবং মনে রাখতে হবে যে, কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে কুফরি ফতোয়ার জন্য তা অন্তরায় ও বাধা।

প্রথম শর্তের দলিল:

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَة عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْـتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ».

"তিনজন ব্যক্তির কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: (এক) বালক যতক্ষণ সাবালক না হয়। (দুই) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগে। (তিন) পাগল যতক্ষণ জ্ঞান না ফিরে পায়।"[১]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, উল্লেখি তিনজন থেকে শরিয়তের আজ্ঞা (আদেশ-নিষেধ) রহিত হয়ে যায়। আর এ জন্যই বিদ্বানগণ সাবালক ও বিবেককে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কুফরি ফতোয়ার জন্য শর্ত করেছেন। তাই ছোট বাচ্চা বা পাগল কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন কুফরি সংঘটিত হলে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না।

দ্বিতীয় শর্তের দলিল: (স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে)

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, ইরওয়াউল গালীল-আলবানী: হা: নং ২০৪৩

X W V U T S R Q P O N M [

d c b a ` _ ^] \ [Z Y

Z e النحل: ١٠٦

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।" [সূরা নাহাল:১০৬]

২. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَة عَبْدِه حِينَ يَتُوبُ إِلَيْه مِنْ أَحَدكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَته بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَته فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ». رواه مسلم

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তাঁর বান্দা যখন তওবা করে তখন ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন, যে তার বাহনে খাদ্য ও পানিসহ এক মরু ভূমিতে যাত্রাকালে ঘুমিয়ে পড়লে বাহনটি পালিয়ে যায়। লোকটি নিরাশ হয়ে একটি গাছের নিচে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বাহনটি তার নিকট ফিরে আসলে তার লাগাম ধরে খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে:

হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক। প্রচণ্ড খুশিতে সে ভুল করে বসে।”[১]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি হতে অনিচ্ছাকৃত বা জবরদস্তি অথবা চিন্তা শক্তি বন্ধ অবস্থায় কোন কুফরি সঙ্ঘটিত হলে তাতে কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কারণ, কুফরি কাজ স্বেচ্ছায় ও নিজের স্বাধীনভাবে হওয়া শর্ত।

তৃতীয় শর্তের দলিল:

নির্দিষ্টভাবে কাউকে কুফরি ফতোয়ার জন্য তার উপর শরিয়তের দলিল-প্রমাণ সাব্যস্ত করা শর্ত এবং দলিল কায়েম করা না হলে কুফরি ফতোয়া দেওয়া একটি বড় বাধা। এর দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] এখানে ইমাম ও আলেমদের কিছু বাণী উল্লেখ করা হলো।

(ক) ইমাম শাফে‘য়ী (রহ:) বলেন: আল্লাহ তা‘য়ালার যে সমস্ত নাম, গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করা কারো জন্য জায়েজ নেই। আর দলিল সাব্যস্ত হওয়ার পরেও যে এর বিপরীত করবে সে কুফরি করবে। কিন্তু দলিল কায়েমের পূর্বে হলে তার ব্যাপারে অজ্ঞতার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে।[৩]

(খ) ইমাম নববী (রহ:) জাকাত আদায়ে অস্বীকারীর বিধান বর্ণনা করে বলেন: অনুরূপ দ্বীনের যেসব বিষয়ে উম্মতের ইজমা‘ হয়েছে এমন কিছু যে কেউ অস্বীকার করবে। কারণ এর জ্ঞান

---

[১]. মুসলিম হা নং ২৭৪৭

[২]. পৃষ্ঠা নং:৫৫-৬৫

[৩]. ফাতহুলবারী-ইবনে হাজর:১৩/৪০৭

সর্বসাধারণের মাঝে প্রচারিত ও প্রসারিত। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমজানের রোজা, বীর্যস্খলনের ফলে গোসল ফরজ এবং জেনা, মদ পান ও মুহাররামাত নারীদের বিবাহ হারাম ইত্যাদির বিধান। কিন্তু যদি কেউ নও মুসলিম হয়, যে এখনো দ্বীনের বিধান পূর্ণভাবে জানে না তার বিষয়টা ভিন্ন।[১]

(গ) শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি সাধারণভাবে ঈমান এনেছে এবং সঠিক জানার মত জ্ঞান তার নিকট পৌঁছেনি তার প্রতি দলিল-প্রমাণ সাব্যস্ত করার পূর্বে কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কারণ অনেক মানুষ আছে যারা কুরআনের ব্যাখ্যায় ভুল করে এবং বহু এমন আছে যারা কুরআন ও সুন্নাহর মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। আর এ উম্মতের ত্রুটি ও ভুল ক্ষমাযোগ্য এবং কুফরি ফতোয়া তো জানানোর পরে ছাড়া হয় না।[২]

(ঘ) ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ তা'য়ালা কারো প্রতি হুজ্জত-দলিল কায়েমের পূর্বে শাস্তি দেন না। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

] وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ Z الإسراء: ١٥

"রসূল প্রেরণের পূর্বে আমি কাউকে শাস্তি দেই না।" [সূরা বনি ইসরাঈল:১৫]

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণীঃ

---

[১]. শারহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম-:১/২০৫

[২]. মাজমূউল ফাতায়া-ইবনে তাইমিয়া:১২/৫২৩-৫২৪

Z ^ X W V U T S R Q P O N [
النساء: ١٦٥

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অজুহাত দাঁড় করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" [সূরা নিসা:১৬৫]

এরূপ আয়াত কুরআনে অনেক যা দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা এ খবর দিয়েছেন যে, শাস্তিযোগ্য তারাই যাদের নিকট রসূলগণ এসেছেন এবং তাদের প্রতি হুজ্জত (দলিল-প্রমাণ) সাব্যস্ত হয়েছে। আর এরাই এমন পাপী যারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করবে।[১]

[১]. তরীকুল হিজরাতাইন-ইবনুল কায়্যিমঃ পৃ:৪১৩

একজন মানুষের প্রতি কি দ্বারা দলিল সাব্যস্ত এবং প্রমাণ কায়েম হয়েছে বলা যাবেঃ

দলিল ও প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে বালা যাবে যখন তার নিকট তা পৌঁছবে এবং সে বুঝে তা থেকে উদ্দেশ্য কি অনুধাবন করতে পারবে। কারণ, না বুঝা পর্যন্ত দলিল কায়েম হয়েছে বলা দুষ্কর। এর প্রমাণঃ

প্রথমতঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] لَا يُكَلِّفُ © نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ¶ ,
تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ Z à البقرة: ٢٨٦

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে অপরাধী করো না।" [সূরা বাকারা:২৮৬]

আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতে খবর দিয়েছেন যে, এ উম্মতের কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। আর না বুঝা যাতে উপেক্ষা নাই তা মানুষের সাধ্যের মধ্যে না। সুতরাং, না বুঝার পরেও বাধ্য করা সাধ্যের বাইরের জিনিস যা আল্লাহ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অত:পর আল্লাহ তাদের দোয়া বর্ণনা করেছেন যে, যা ভুলে যায় ও যা ভুল করে সে জন্য তাদেরকে পাকড়াও যেন না করা হয়। আর না বুঝা এক প্রকার ভুল। তাই ভুল যে একটি ওজর এ আয়াত তারই প্রামাণ করে।

আর মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "আমি করলাম।" (অর্থাৎ যা ভুলে যায় বা ভুলে করে তাতে আমি পাকড়াও করব না।)

অতএব, আয়াত ও হাদীস ইহাই প্রমাণ করে যে, তিনটি কারণে আল্লাহ এ উম্মতের না বুঝার জন্য ওজর গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

r q p o n m l k j i h g [

Z ٧٩ | { z y w v u t s

الأنبياء: ٧٨ - ٧٩

"এবং স্মরণ করুন দাঊদ ও সুলাইমানকে, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিল। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। অত:পর আমি সুলাইমানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।" [সূরা আম্বিয়া:৭৮-৭৯]

আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'য়ালা এ নির্দিষ্ট বিষয়টি দাঊদ (عليه السلام)-এর না বুঝার জন্য ওজর গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লাহ তাঁকে সাধারণভাবে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গুণে ভূষিত করেছেন। অতএব, অজ্ঞদের না বুঝার ওজর বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয়ত:

দলিল না বুঝা পর্যন্ত হুজ্জত কায়েম (সাব্যস্ত) হয়েছে বলা যবে না। তার আরো প্রমাণ হলো:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَرْبَعَةٌ يَحْتَجُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا وَرَجُلٌ أَحْمَقُ وَرَجُلٌ هَرَمٌ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ.

فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَقْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرَمُ، فَيَقُولُ: رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ. فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا ».أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان.

আসওয়াদ ইবনে সারী‘ [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:“কিয়ামতের দিন চার প্রকার মানুষ নিজেদের পক্ষে হুজ্জত কায়েম করবে। (এক) বধির যে শুনে না। (দুই) নির্বোধ ব্যক্তি। (তিন) বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। (চার) একজন নবী-রসূল প্রেরণের পর অপরজন প্রেরণের মধ্যবর্তী সময়কালে যে ব্যক্তি মারা গেছে।

বধির ব্যক্তি বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট ইসলাম এসেছিল যখন আমি কিছুই শুনতাম না। আর নির্বোধ ব্যক্তি বলবে: হে আমার রব! আমার নিকট ইসলাম এসেছিল যখন বাচ্চারা আমার প্রতি পশুমল নিক্ষেপ করত। আর বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলবে: আমার কাছে ইসলাম এসেছিল যখন আমি কিছুই বুঝতাম না। আর যে ব্যক্তি একজন নবী-রসূল প্রেরণের পর অপরজন প্রেরণের মধ্যবর্তী সময়কালে মারা গেছে সে বলবে: আমার নিকট

আপনার কোন রসূল আসেননি যিনি মানুষকে তাঁর আনুগত্যের অঙ্গিকার নিবেন।

অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করবেন জাহান্নামে প্রবেশ করানোর জন্য। নবী [ﷺ] বলেন: সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! যদি তারা জাহান্নামে প্রবেশ করে, তাহলে জাহান্নাম তাদের প্রতি ঠাণ্ডা ও শান্তিময় হয়ে যাবে।"[১]

আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত চার প্রকার মানুষের ওজর গ্রহণ করবেন। যে শুনে না ও যে দুইজন নবী-রসূল প্রেরণের মধ্যবর্তী সময়কালে মারা গেছে তাদের ওজর হলো হুজ্জত ও দলিল না পৌঁছা। প্রথম জনের বুঝার ইন্দ্রশক্তি না থাকা এবং দ্বিতীয় জনের জমানায় দলিল না পাওয়া যাওয়া ওজর।

আর নির্বোধ ও বয়োবৃদ্ধ দুইজনের নিকট হুজ্জত ও দলিল পৌঁছেছে কিন্তু বুঝে নাই যার ফলে তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

চতুর্থত:

শরিয়তের সম্বোধন না বুঝা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য উলদ্ধি না করা হতে পারে অথবা উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কিছু বুঝা হতে পারে। আর এই দুই প্রকার ওজর গ্রহণের ব্যাপারে দলিল হলো:

প্রথম প্রকারের দলিল:

পূর্বের হাদীস যাতে উল্লেখিত তিনজনের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ছোট বাচ্চা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি না জাগা

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, সিলসিলা সহীহা-আলবানী, হা: নং ১৪৩৪

পর্যন্ত এবং পাগল বিবেক ফিরে না আসা পর্যন্ত।[১]

এদের কলম উঠিয়ে নেওয়ার কারণ হচ্ছে: তাদের পার্থক্যজ্ঞান ও পূর্ণ বুঝশক্তি না থাকা।

শাইখ আমীন শানকীতী (রহ:) বলেন: আর শরিয়তের আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য বিবেকবান হওয়া শর্ত আরোপের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কারণ, যে সম্বোধন বুঝে না তার জন্য শরিয়তের আজ্ঞার কোন অর্থ হয় না।[২]

দ্বিতীয় প্রকারের দলিল:

আদী ইবনে হাতেম [ﷺ]-এর হাদীস। তিনি বলেন: যখন আল্লাহর বাণী:

Z j L K J I H G F E D C [

البقرة: ١٨٧

"আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়।" [সূরা বাকারা:১৮৭]

তখন আমি একটি কালো রশি ও অপরটি সাদা রশি নিয়ে আমার বালিশের নিচে রেখেদি। এরপর রাত্রে তা দেখতে থাকি কিন্তু আমার জন্য স্পষ্ট হয় না। প্রভাতে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট গিয়ে ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি বলেন:"এতো হলো রাত্রির অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা। (সাদা ও কালো রশি নয়)।[৩]

---

[১]. পূর্বে উল্লেখ হয়েছে: পৃ- ৬৫

[২]. মুযাক্কারাকু উসূলিল ফিকহ- শাইখ মুহাম্মদ শানকীতী: পৃ-৩০

[৩]. বুখারী হা: নং ১৯১৬ মুসলিম:২/৭৬৬

এখানে আদী ইবনে হাতেম [ﷺ] আয়াতের উদ্দেশ্য বুঝতে সম্পূর্ণভাবে ভুল করেছিলেন যা সুস্পষ্ট। এরপরেও নবী [ﷺ] তাঁকে সেদিনের রোজা কাজা করার জন্য নির্দেশ করেননি।[১]

চতুর্থ শর্ত: নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেন দলিল-প্রমাণের কোন প্রকার ভিন্ন ব্যাখ্যাকারী না হয়-এর দলিল:

নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তির উপর কুফরি ফতোয়া দেওয়ার পূর্বে এ শর্তটির লক্ষ করা খুবই জরুরি। অবশ্যই লক্ষ করতে হবে যে, তার কুফরি আকিদা বা কাজের ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আছে কি না। যদি তার গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা থাকে, তাহলে সে ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং বিপরীত বিষয় তার নিকট সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কুফরি ফতোয়া জারি করা যাবে না।

গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ক্ষমাযোগ্য তার দলিল ভুলের ওজর গ্রহণযোগ্য-এর সাধারণ দলিলসমূহ। কারণ, ব্যাখ্যা ইজতেহাদে (গবেষণায়) এক প্রকার ভুল। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের দোয়ায় বর্ণনা করেছেন।

[¶ ¸ تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ à Z البقرة: ٢٨٦

"হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।" [সূরা বাকারা:২৮৬]
আরো যেমন নবী [ﷺ]-এর বাণী:

---

[১]. মাওকিফু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাহ-ডা: ইবরাহিম ইবনে আমের রুহাইলী: পৃ-২০৬-২০৯

« إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ».

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের উপর থেকে যা ভুলে করে ও যা ভুলে যায় এবং যা তার প্রতি জবরদস্তী করা হয় তা মাফ করে দিয়েছেন।"[১]

আর হাদীসে রসূল থেকে অনেক ঘটনা এর দলিল। যেমন:

عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّتَيْنِ ».

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] খালেদ ইবনে ওয়ালীদ [ﷺ]কে বনি জাযীমার দিকে প্রেরণ করেন। খালেদ [ﷺ] তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথা ভাল করে বলতে না পেরে তারা বলে: স্বাবা'না, স্বাবা'না। ('স্বাবা'না'-এর অর্থ আমরা এক দ্বীন ছেড়ে অপর দ্বীনে প্রবেশ করেছি।) খালেদ [ﷺ]-এর পরেও তাদের কাউকে হত্যা এবং কাউকে বন্দী করতে থাকেন। আর বন্দীদের একজন করে আমাদেরকে প্রদান করেন। একদিন খালেদ প্রত্যেকের বন্দীকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ করেন। তখন

[১]. সহীহ ইবনে মাজাহ-আলবানী হা: নং ১৩৩৪

আমি (ইবনে উমার) বলি: আল্লাহর শপথ! না আমার এবং না সাথীদের কোন বন্দীকে হত্যা করা হবে। এরপর আমরা নবী [ﷺ]-এর নিকট পৌঁছি এবং তাঁর নিকট ঘটনা উল্লেখ করি। তখন নবী [ﷺ] তাঁর হাত উত্তোলন করে বলেন:"হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে তা থেকে আমি তোমার নিকট সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা করছি। তিনি ইহা দুইবার বলেন।"[১]

খালেদ [رضي الله عنه] ওদেরকে ভুল করে হত্যা করেন। আর নবী [ﷺ]- তার কর্মের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা করেন। এরপরেও এর জন্য তিনি [ﷺ] খালেদকে পাকড়াও করেননি। কারণ খালেদ একজন ভুল ব্যাখ্যাকারী ছিলেন।

ইবনে হাজার (রহ:) বলেন: হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে উমার [رضي الله عنه], তারা যে সত্যিকারে ইসলাম উদ্দেশ্য করেছিল তা বুঝেছিলেন। --- কিন্তু খালেদ [رضي الله عنه] তাদের কথা:'স্বাবা'না' অর্থাৎ- আমরা এক দ্বীন ছেড়ে অন্য দ্বীনে প্রবেশ করেছি' এটাকে প্রকাশ্যভাবে নিয়ে যথেষ্ট মনে করেননি বরং ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ জরুরি মনে করে ছিলেন।[২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ

---

১. বুখারী হা: নং ৪৩৩৯

২. ফাতহুলবারী:৮/৫৭

اللَّه إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَــةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْــمَ رَبِّــكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا ». متفق عليه.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] নবী [ﷺ]-এর সঙ্গে এশার সালাত আদায় ক'রে এসে তার মহাল্লায় ইমামতী করতেন। একদা তিনি [ﷺ] সূরা বাকারা দ্বারা সালাত আরম্ভ করলে একজন মানুষ জামাত ছেড়ে দিয়ে নিজে হালকা করে সালাত আদায় করে চলে যায়। এ খবর মু'য়ায [ﷺ]-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন: ঐ লোকটি মুনাফেক। লোকটি এ কথা শুনে নবী [ﷺ]-এর নিকট গিয়ে বলে: হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাতে খেটে খাওয়া মানুষ এবং উট দ্বারা ক্ষেতে পানি সেচ দেই। আর মু'য়ায [ﷺ] গত রাতে আমাদের সূরা বাকারা দ্বারা সালাতের ইমামতী করেন যার ফলে আমি সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করে চলে আসি। মু'য়ায এ খবর জানতে পেরে আমি নাকি মুনাফেক এ কথা বলেছেন। তখন নবী [ﷺ] তিনবার বলেন: মু'য়ায তুমি কি ফেৎনাকারী? তুমি সূরা শামস ও সূরা আ'লা ও এরূপ সূরা দ্বারা সালাতের ইমামতী করবে।"[১]

৩. হাতেব ইবনে আবী বালতা [ﷺ]-এর ঘটনা। তিনি নবী [ﷺ]-এর মক্কা বিজয়ের গোপন খবর একজন মহিলার মাধ্যম পাঠানোকালে নবী [ﷺ] অবগত হন।

---

১. বুখারী ও মুসলিম

فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ فَدَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللَّه مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّه وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ أَحَدٌ منْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ منْ عَشيرَته مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ به عَنْ أَهْله وَمَاله فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ فَدَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ». متفق عليه.

এ সময় উমার ফরুক [ﷺ] বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন এ মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কারণ সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের সঙ্গে খেয়ানত করেছে। তখন নবী [ﷺ] বলেন: হে হাতেব! এমন কাজ কেন করেছ? হাতেব [ﷺ] বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানদার নই এমন হতেই পারে না। কিন্তু এ কাজ করার আমার উদ্দেশ্য ছিল: মক্কার কাফেরদের কাছে যেন আমার পরিবার ও সম্পদের হেফাজতের একটু সাহায্য পাওয়া যায়। আর আমি ব্যতিরেকে আপনার প্রত্যেকটি সাহাবীর কেউ না কেউ তার পরিবার ও সম্পদের হেফাজতের জন্য তার জাতিতে কোন সাহায্যকারী আছে। নবী [ﷺ] বললেন: সত্য বলেছে, তোমরা কল্যাণকর কথা ছাড়া অন্য কিছু বল না। বর্ণনাকারী বলেন:

আবারও উমার [ﷺ] বলেনঃ সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের সাথে খেয়ানত করেছে। অনুমতি দেন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন নবী [ﷺ] বলেনঃ সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি নয়? আর উমার তোমার কি জানা আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি উঁকি দিয়ে বলেছেনঃ তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর আমি তোমাদের প্রতি জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিয়েছি। এ কথা শুনে উমারের দুই নয়নে অশ্রু ঝরে এবং বলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন।"[১]

এখানে মু'য়ায ও উমার [ﷺ]-এর দুইজন মুসলিমকে মুনাফেক বলে আখ্যায়িত করেন যা কুফরি ফতোয়া। কিন্তু নবী [ﷺ] তাদের ওজর গ্রহণ করেছেন। কারণ দু'জনেই ব্যাখ্যাকারী ছিলেন।[২]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেনঃ সাহাবাদের মধ্য হতে কেউ কেউ উম্মতের কাউকে মুনাফেক বলেছেন যা সাব্যস্ত। কিন্তু ইহা ছিল ব্যাখ্যা করতঃ ভুল। তাই নবী [ﷺ] তাদের কাউকে কুফরি ফতোয়া দেননি।[৩]

অনুরূপ সাহাবাগণের বাণী ও কাজ ভিন্ন ব্যাখ্যা বা দৃষ্টিভঙ্গি যে একটি ওজর তার প্রমাণ করে। সাহাবীগণ খারেজীদের ওজর কবুল করেছেন এবং তাদের ব্যাখ্যা (দৃষ্টিভঙ্গির) জন্য তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দেননি। যেমনঃ

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৯৩৯ ও মুসলিম হা: নং ২৪৯৪

[২]. মাওকিফু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাত মিন আহলিল আহওয়া ওয়াল বিদা'আ-ডা: ইবরাহিম ইবনে আমের রাহীলী:পৃ-২২৫

[৩]. মিনহাজুস সুন্নাহ-ইবনে তাইমিয়া:৪/৪৫৭

মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারুজী নিজস্ব সনদে তারেক ইবনে শিহাব [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নাহরাওয়ানবাসীদের (খারেজীদের) সঙ্গে যুদ্ধ থেকে ফারেগ হওয়ার সময় আমি আলী [ﷺ]-এর নিকটে ছিলাম। তাঁকে বলা হলো: খারেজীরা কি মুশরেক? তিনি [আলী ﷺ] বললেন: তারা তো শিরক থেকে পলায়ন করেছে। আবার বলা হলো: তাহলে কি তারা মুনাফেক? তিনি বললেন: মুনাফেকরা তো আল্লাহকে খুবই কম স্মরণ করে। আবার বলা হলো: তাহলে ওরা কি? তিনি বললেন: ওরা আমাদের উপর বিদ্রোহ করেছে তাই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।[১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন:--------- আর যার অন্তরে রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান রাখে। কিন্তু কোন বেদাতের ব্যাপারে ব্যাখ্যায় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুল করেছে তাহলে সে মূলে কাফের হবে না। আর খারেজীরা সবচেয়ে সুস্পষ্ট বেদাতী। তারা উম্মতকে কুফরি ফতোয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এরপরেও সাহাবাদের মধ্যে আলী ইবনে আবী তালেব [ﷺ] বা অন্য কেউ তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দেননি। বরং তাদের ব্যাপারে জালেম ও সীমালজ্ঘনকারী মুসলমানদের অনুরূপ ফয়সালা করেছেন।[২]

অনুরূপ বিদ্বানগণের বাণীসমূহ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি যে একটি ওজর তার প্রমাণ করে। যেমন:

---

[১]. সুনানুল কুবরা-বাইহাকী:৮/১৭৪ , মুসান্নাফ-আব্দুর রজ্জাক:১০/১৫০ ও মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা:১৫/২৫৬

[২]. কিতাবুল ঈমান:পৃ-২০৫ ও মাজমুউল ফাতাওয়া:৭/২১৭

১. ইমাম জুহরী (রহ:) বলেন: যখন ফেৎনা সংঘটিত হয় তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বহু সাহাবাগণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা তখন ঐক্যমত হয়েছিলেন যে, প্রতিটি খুন বা সম্পদ গ্রহণ যা কুরআনের ব্যাখ্যা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তা ক্ষমাযোগ্য এবং জাহেলিয়াতের স্থানের।[১]

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ:)কে যে ব্যক্তি হারামকে হালাল জানে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: হারামকে হালাল জ্ঞানকারী যদি কোন ব্যাখ্যাকারী না হয় বা তা থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাকে তওবার সুযোগ দিতে হবে। যদি তওবা করে ও তা থেকে বিরত থাকে তাহলে ছেড়ে দিতে হবে আর না হলে হত্যা করতে হবে।[২]

ইহা প্রমাণ করে যে, যদি হারামকে হালাল জ্ঞানকারী ব্যাখ্যাকারী হয়, তাহলে তার ওজর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩. ব্যাখ্যা একটি গ্রহণযোগ্য ওজর ইহা ইমাম বুখারী (রহ:)-এরও মত। তিনি মুসলিম ব্যক্তিকে যে কাফের বলে সে কাফের এ বিষয়ে কিছু হাদীসের মুখবন্ধে বলেন: যে কোন ব্যাখ্যা ছাড়া তার ভাইকে কাফের বলে সে যেমন বলে তেমনি হয় এর অধ্যায়। অত:পর পরের অধ্যায়ের মুখবন্ধে বলেন: যে ব্যাখ্যা করে বা অজ্ঞতা বশত: কাফের বলে তাকে যাঁরা কাফের বলেন না তার অধ্যায়।[৩]

---

[১]. মিনহাজুস সুন্নাহ-ইবনে তাইমিয়া:৪/১৫৪

[২]. আহকামু আহলিল মিলাল-খাল্লাল পাণ্ডুলিপি: পৃ-২১৭

[৩]. ফাতহুলবারী:১০/৫১৪-৫১৫

৪. আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ নবী [ﷺ]-এর বাণী:"আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে।" ইহা প্রমাণ করে যে, এসব দল দ্বীন থেকে খারিজ না। কারণ, নবী [ﷺ] সবগুলোকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। এতে আরো প্রমাণ করে যে, ব্যাখ্যাকারী দ্বীন থেকে খারিজ হবে না যদিও সে ব্যাখ্যায় ভুল করে।[১]

৫. ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেনঃ আর যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে ব্যাখ্যাকরতঃ কাফের বলবে সে এ ব্যাখ্যার জন্য দ্বীন থেকে খারিজ হবে না।[২]

৬. ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিসকে হালাল মনে করে যা সবার নিকট হারাম বলে পরিচিত এবং নির্দিষ্ট দলিল দ্বারা সংশয় দূরিভূত। যেমনঃ শূকরের মাংস ও জেনা ইত্যাদি যার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই তাহলে কুফরি ফতোয়া হবে যেমনটি সালাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে উল্লেখ করেছি। আর যদি কোন সংশয় বা ব্যাখ্যা ছাড়া যিম্মীদের হত্যা করা ও তাদের সম্পদ নেওয়াকে হালাল মনে করে, তাহলেও কুফরি ফতোয়া হবে। আর যদি ব্যাখ্যা থাকে যেমন খারেজীরা তাহলে অধিকাংশ ফকীহগণ কুফরি ফতোয়া দেননি যদিও তারা মুসলমানদের হত্যা ও সম্পদকে হালাল করে নিয়েছিল। আর তারা ইহা করেছিল আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্যই। অনুরূপ (আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য) সে সময়ের সর্বোত্তম ব্যক্তি আলী [رضي الله عنه] যাঁর হত্যাকারী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমকে কুফরি হুকুম দেননি। এমনকি আব্দুর

---

[১]. সুনানুল কুবরা-বাইহাকী:১০/২০৮

[২]. ঐ

রহমান ইবনে মুলজিমের প্রশংসাকারী ইমরান ইবনে হাত্তানকেও কুফরি ফতোয়া দেননি। আর খারেজীরা কুফরি ফতোয়া দিয়ে বহু সাহাবী ও তাদের পরের মুসলমানদের হত্যা ও সম্পদকে হালাল করেছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায়। এরপরেও ফকীহরা তাদের ব্যাখ্যা ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকার জন্য কুফরি ফতোয়া দেননি। অনুরূপ যে কেউ কোন হারাম বস্তুকে কোন ব্যাখ্যাকরতঃ হালাল মনে করবে তার বিধান তাই হবে।[১]

৭. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) একাধিক স্থানে ব্যাখ্যা যে একটি গ্রহণযোগ্য ওজর তা ব্যক্ত করেছেন। যেমন:

(ক) তিনি বলেন: ব্যাখ্যা করত: ভুলকারী কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা ক্ষমাযোগ্য। আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের দোয়াতে বলেন:

[¶ ¸ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ à Z البقرة: ٢٨٦

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা ভুলে যাই অথবা ভুল করি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও কর না।" [সূরা বাকারা:২৮৬]

আর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যে, আল্লাহ তা'য়ালা এর পরিপেক্ষিতে বলেছেন: "তাই করলাম।" [মুসলিম]

আর ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে নবী [ﷺ] বলেছেন:

« إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْـــهِ ». رواه ابن ماجه.

---

[১]. আল-মুগনী-ইবনু কুদামা:১২/২৭৬

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যা ভুল করে ও যা ভুলে যায় এবং যার প্রতি জবরদস্তী করা হয়।"[১]

(খ) তিনি আরো বলেন: যে ব্যাখ্যাকারী তা দ্বারা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য উদ্দেশ্য সে ইজতিহাদে ভুল করলে তাকে কুফরি ও পাপিষ্ঠ বলে ফতোয়া দেওয়া যাবে না। ইহা আমলী বিষয়সমূহে সবার নিকট পরিচিত। আর আকীদার বিষয়সমূহে অনেকেই ভুলকারীদেরকে কুফরি ফতোয়া দিয়েছে। কিন্তু এ ধরণের কথা কোন সাহাবী ও তাঁদের উত্তম অনুসারীদের কেউ জানেন না। আর না মুসলমানদের কোন ইমাম থেকে এমন কথা বর্ণিত হয়েছে। বরং ইহা বেদাতীদের কথা যারা নিজেরা নতুন নতুন বেদাত সৃষ্টি করে এবং তাদের যারা বিপরীত করে তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দিয়ে থাকে। যেমন: খারেজী, মু'তাজেলী ও জাহমিয়াদের কাণ্ড-কারবার। আর পরর্তীতে ইমামাদের কিছু অনুসারীদের মাঝে এ রোগ ঢুকে পরে। যেমন : ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ:)-এর কিছু অনুসারী ও অন্যান্যরা করেছে।[২]

(গ) তিনি আরো বলেন:"অনুরূপ ৭২ দলের মাধ্যের যে মুনাফেক তার কুফরি ভিতরে। আর যে মুনাফেক না বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভিতরে ঈমান রাখে সে ভিতরে কাফের হবে না, যদিও ব্যাখ্যায় ভুল করে ও ভুল যে কোন ধরণের হোক না কেন।[৩]

৮. ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেন: মুসলিমকে কুফরি ফতোয়া দানকারীকে দেখতে হবে:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, সুনানে ইবনে মাজাহ:১/৬৫৭ হা: নং ২০৪৩

[২]. মিনহাজুস সুন্নাহ-ইবনে তাইমিয়া:৫/ ২৩৯-২৪০

[৩]. কিতাবুল ঈমান: পৃ-২০৬

যদি কোন ব্যাখ্যাকারী না হয়, তাহলে নিন্দাযোগ্য হবে এবং কখনো সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। আর যদি ব্যাখ্যা দ্বারা হয়, তাহলে দেখতে হবেঃ যদি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা না হয়, তাহলেও নিন্দাযোগ্য হবে তবে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছবে না। বরং তাকে তার ভুলের কারণ বর্ণনা করে দিতে হবে ও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এবং অধিকাংশের নিকটে প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দ্বারা হয়, তাহলে ভর্ৎসনাযোগ্য হবে না বরং সঠিক মতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতি হুজ্জত (দলিল) কায়েম করতে থাকতে হবে।[১]

উপরের আলোচনা দ্বারা সুসাব্যস্ত হলো যে, কুরআন, হাদীস এবং সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাতের বাণীর দলিলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা একটি গ্রহণযোগ্য ওজর। আরো এ থেকে বুঝা গলে যে, ব্যাখ্যা না থাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কুফরি ফতোয়া দেওয়ার একটি গ্রহণযোগ্য শর্ত। অতএব, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে তার কুফরি কাজের জন্য ততক্ষণ কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে না যদিও হয় যতক্ষণ সে বিষয়ে তার কোন ব্যাখ্যা নেই প্রমাণিত হবে। যদি সে বিষয়ে সে ব্যাখ্যাকারী হয়, তাহলে সে ব্যাখ্যা কুফরি ফতোয়া নিষেধ বলে গণ্য করা হবে।

এ মূলনীতিটি প্রমাণিত হওয়ার পর এখানে যা উচিত তা হলোঃ যে ব্যাখা দলিল ও বিদ্বানদের বাণী দ্বারা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে তা হচ্ছেঃ যে ব্যাখা আরবী ভাষায় গ্রহণযোগ্য ও জ্ঞানের আলোকে তার দৃষ্টিকোন বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, যে কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

[১]. ফাতহুলবারী:১২/৩০৪

ইবনে হাজার (রহ:) বলেন: বিদ্বানগণ বলেছেন: প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারী তার ব্যাখ্যা দ্বারা ওজরগ্রস্ত প্রমাণিত হবে পাপিষ্ঠ হবে না। তবে তার ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় গ্রহণযোগ্য ও জ্ঞানের আলোকে তার দৃষ্টিকোন বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এমন হতে হবে।[১]

অতএব, এ শর্তের গুরুত্ব আরোপ করা উচিত কিন্তু যে কোন ব্যাখ্যাকে ওজরের অসিলা বানিয়ে নাস্তিকদেরকেও কুফরি ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকা অনুচিত। অবিশ্বাসী নাস্তিকরা কুরআন ও হাদীসের মূল বক্তব্যকে আরবী ভাষার সর্বপ্রকার অর্থ থেকে শূন্য করেছে। আর এ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য শরিয়তকে বাতিল প্রমাণ করা ও মানুষকে দ্বীন থেকে ফিরানোর জঘন্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন: বাতেনী দলের কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য মূল বক্তব্যের বাতিল ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমূহ, যা না অন্তরে উদয় হয় আর না শরিয়ত বা বিবেক তার প্রমাণ করে। তাদের ব্যাখ্যা যেমন: সিয়াম অর্থ গোপন জিনিস প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা। কা'বা মানে নবী [ﷺ], সাফা পাহাড় অর্থ নবী [ﷺ] এবং মারওয়া পাহাড় অর্থ আলী [رضي الله عنه]। আর হজ্বের তালবিয়া অর্থ: ইমামের দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়া। কা'বা ঘরের সাতবার তওয়াফের অর্থ: মুহাম্মদ [ﷺ] হতে সপ্তম ইমাম পর্যন্ত সবার তওয়াফ করা। এবাদতসমূহের অর্থ: ঐ সকল নেক লোকজনের খবরাদি যাদের অনুসরণ করতে আমরা আদেষ্টিত। আর আগলাল অর্থ: শরিয়তের নির্দেশাবলি। এ ছাড়া আরো বাতেনী দলের বহু ভ্রান্ত ব্যাখ্যাসমূহ রয়েছে।[২]

---

১. পূর্বের রেফারেন্স

২. ফাযায়েহুল বাতেনিয়া-গাজ্জালী-পৃ: ৫৩-৫৭ ও বায়ানু মাহাবিল বাতেনিয়া ও বুতলানুহু-মুহাম্মদ ইবনে হাসান দাইলামী-পৃ:৩৯-৪৯

এসব ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি যা আরবী ভাষায় তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর না তার শব্দসমূহ এ ধরণের অর্থ বহন করে। এ ছাড়া না জ্ঞানের ময়দানে তার কোন দৃষ্টিকোন বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বরং আরবি ভাষা ও জ্ঞান ঐসবের বাতিল প্রমাণ করে।[১]

আরো যে বিষয়ে সাবধান করা জরুরি তা হচ্ছে: আরবী ভাষায় ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা থাকলেই ব্যাখ্যাকারীকে কোন ভাবেই কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে না এমনটি নয়। কারণ, ব্যাখ্যা দ্বারা সত্যকে তালাশ করা উদ্দেশ্য শর্ত। এর বিপরীত হলে ভাষায় গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও তা প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে।

তাই দেখা যায় কিছু জঘন্য বেদাতী দলের নেতারা তাদের মারাত্মক ও ঘৃণ্য প্রতারণার পক্ষে কিছু কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে। এগুলো কখনো আরবী ভাষায় তার কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সঠিক অর্থ থেকে বিরত রাখা। আর ইহা দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটি বিশেষ কারণ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন:

[u v w x y z { | } ~ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦۖ

Z ﴿٧﴾ آل عمران: ٧

"আর যাদের অন্তরে বক্রতা (কুটিলতা) রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফেতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপক আয়াতগুলোর।" [সূরা আল-ইমরান:৭]

---

[১]. মাওকিফু আহলিসসুন্নাহ ওয়ালজামাত মিন আহলিল আহওয়া ওয়ালবিদা'-ড:ইবরাহিম আমের রুহাইলী-পৃ:২৩১

এদের ব্যাপারে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তাদের উদ্দেশ্য জঘন্য তখন তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দেওয়া যাবে, যদিও তাদের ব্যাখ্যার আরবী ভাষায় কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না কেন।[১]

এ বিষয়টির উপসংহারে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, বেদাতীদের কুফরি ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনদের অনুসরণীয় পথ দু'টি মূল নীতির ভিত্তিতে। নীতি দু'টি হলোঃ

প্রথম মূলনীতিঃ বেদাতীর আকিদা ও কথা দেখতে হবে তা কি কুফরি পর্যায়ের কি না।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ নির্দিষ্ট বেদাতীকে দেখতে হবে তার মাঝে কুফরি ফতোয়া দেয়ার শর্তসমূহের উপস্থিতি এবং নিষিদ্ধতার অনুপস্থিতি আছে কি না।

আর বেদাতীদেরকে ফাসেক তথা কবিরা গুনাহকারী ফতোয়া দেওয়ার নীতি পূর্বের নীতিদ্বয়ের উপর নির্ভর করবে।

প্রথম মূলনীতিঃ দেখতে হবে বেদাতীর কাজ বা কথা কবিরা (বড়) গুনাহ কি না।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ নির্দিষ্ট বেদাতীর ব্যাপারে ফাসেক ফতোয়া দেয়ার শর্তসমূহের উপস্থিতি এবং নিষিদ্ধতার অনুপস্থিতি আছে কি না।

যদি বেদাতীর বেদাত কুফরি পর্যায়ের না হয়, তাহলে দেখতে হবে ইহা কি কাবিরা গুনাহ পর্যায়ের? যা ফাসেক ফতোয়া দেয়ার উপযুক্ত, না কি ছগিরা (ছোট) গুনাহ পর্যায়ের? যা ফাসেক ফতোয়া দেয়ার উপযুক্ত না।

---

[১]. মাওকিফু আহলিসসুন্নাহ ওয়ালজামাত মিন আহলিলআহওয়া ওয়ালবিদা' ড:ইবরাহিম আমের রুহাইলী-পৃ:২৩

কবিরা (বড়) ও ছগিরা (ছোট) পাপের মাঝে পার্থক্য করার নীতিমালাঃ

ছগিরা গুনাহঃ যে সকল গুনাহ তওবা ছাড়া বান্দার নেক আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা মাফ করে থাকেন। দু:খ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদের মাধ্যমেও ক্ষমা করে থাকেন সেসব গুনাহকে ছগিরা তথা ছোট পাপ বলা হয়। কবিরা গুনাহ ছাড়া যে সকল কাজ শরিয়তে অপছন্দনীয় সেগুলোও ছগিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

কবীরা গুনাহঃ যে সকল পাপের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে আগুন অথবা ক্রোধ কিংবা লা'নাত (অভিশাপ), শাস্তি ও হুমকি-ধমকি এবং দণ্ডবিধি উল্লেখ হয়েছে সেসব পাপসমূহকে কবিরা গুনাহ বলা হয়।

ইমাম শাতিবী (রহ:) বলেনঃ ইসলামের জরুরি পাঁচটি বিষয়ের কোন একটির লঙ্ঘন ঘটলে সেটি কবিরা গুনাহ পর্যায়ের হবে আর না হয় ছগিরা গুনাহ। পাঁচটি জরুরি বিষয় যথাক্রমেঃ দ্বীন, জীবন, বংশ, বিবেক ও সম্পদ।[১]

তিনি আরো বলেনঃ আর ছোট বেদাতী তার হুকুমের উপর বাকি থাকার জন্য শর্ত হলোঃ

১. ছোট বেদাত সর্বদা যেন না করে। কারণ, সর্বদা করলে সেটি কবিরায় পরিণত হবে। যেমন ছোট পাপ সর্বদা করলে কবিরায় পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছেঃ বারবার করলে ছগিরা (ছোট) থাকে না আর ক্ষমা চাইলে কবিরা থাকে না।
২. ছোট বেদাতের দিকে যেন অন্য কাউকে আহ্বান না করে। কারণ, কখনো ছোট বেদাতী তার বেদাতী কথা বা আমলের

---

১. আল-ই'তিসামঃ ২/ ৫৭

দিকে অন্য কাউকে আহ্বান করলে তার উপর সবার পাপ বর্তাবে যার ফলে তা আর ছোট থাকবে না।

৩. জন সাধারণের সমাজে কিংবা যেসব স্থানে সুন্নতের আমল করা হয় যার ফলে সেখানে শরিয়তের নিদর্শন প্রকাশ পায় সেসব জায়গায় বেদাত না করা।

৪. বেদাতী সেসব বেদাতকে যেন ছোট ও তুচ্ছ মনে না করে।
যদি এসব শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে ছোট বেদাত ধরা হবে। কিন্তু যদি একটি বা অধিক শর্ত না পাওয়া যায়, তাহলে কবিরায় পরিণত হবে অথবা কবিরা হওয়ার আশঙ্কা করা হবে যেমনটি পাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১]

আর এ কথা জানা জরুরি যে, যে কেউ নির্দিষ্ট করে কাউকে কুফরি ফতোয়া দিতে পারবে না। বরং এর অধিকার হলো একমাত্র ইসলামি দেশের ইসলামী শরিয়তের আদালতের বিচারক সাহেবের। তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সবকিছু জেনে-শুনে ও সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা কুফরি ফতোয়া দেয়ার প্রযোজ্য হলে ফতোয়া দিবেন। আর তওবা করার জন্য তিন দিন সুযোগ দিবেন। যদি তওবা করে তাহলে ভাল না হলে মুরদাত হিসাবে হত্যার ফয়সালা দিবেন এবং সরকারীভাবে হুকুম বাস্তবায়ন করবেন। এ ছাড়া ইহা কোন মুফতি বা সংগঠন কিংবা কোন নেতার কাজ নয়। আর বর্তমানে যারা নিজেরাই মুফতি, বিচারক ও জল্লাদ সেজে ইচ্ছামত কুফরি ফতোয়া দিয়ে হত্যার ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছেন নি:সন্দেহে তারা দ্বীন বুঝতে মূর্খতার ঘোড়ার সোয়ারী ছাড়া আর কিছুই নয়। সঠিক জ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র আবেগ ও ঈর্ষা দ্বারা তারা

[১]. ঐ ২/ ৬৫-৭২

নিজেদের, ইসলাম ও মুসলিমদের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট করছেন। এর পরিণামে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি যা বিবেকবান ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট।

কুফরি ফতোয়ার কিছু ভুল চিত্র ও দৃশ্য

প্রথমঃ যে কোন পাপ সম্পাদনকারীকে কুফরি ফতোয়া দেয়াঃ

আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাতের মূলনীতি হলোঃ পাপকে হালাল না জানা পর্যন্ত কোন পাপ সম্পাদনকারীকে কুফরি ফতোয়া না দেয়া।

ইমাম তাহাবী (রহ:) বলেন:"আর আহলে কেবলার কাউকে কোন পাপকে হালাল জ্ঞান না করা পর্যন্ত আমরা কুফরি ফতোয়া দেই না। আর এ কথাও বলি না যে, পাপকারীর পাপ তার ঈমানের কোন ক্ষতি সাধন করে না।"[১]

ইমাম নববী (রহ:) বলেনঃ "জেনে রাখ! সত্যপন্থীদের মত হলোঃ কোন পাপের কারণে কোন আহলে কেবলাকে কুফরি ফতোয়া দেয় না এবং প্রবৃত্তি ও বেদাতের অনুসারীদেরকেও কাফের বলে না। আর দ্বীন ইসলামের জরুরি ভিত্তিতে যা জানা প্রয়োজন এমন জিনিসকে যে অস্বীকার করবে তাকে মুরতাদ ও কাফের বিধান লাগানো হবে। কিন্তু নও মুসলিম বা দূরবর্তী গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী অনুরূপ যাদের অজানা স্বাভাবিক তাদেরকে জানাতে হবে। যদি জানার পরেও তার উপরে অটল থাকে, তবে কুফরি হুকুম দেওয়া হবে। অনুরূপ যে জেনা অথবা মদ কিংবা হত্যা ইত্যাদি যা জরুরি ভিত্তিতে জানা প্রয়োজন এমন হারাম জিনিসকে হালাল মনে করবে তাকেও কাফের হুকুম দেয়া হবে।"[২]

---

[১]. আকিদা তাহাবীয়া ব্যাখ্যাসহঃ পৃ-৩৫৫

[২]. শারহুন ননবী 'আলা সহীহ মুসলিমঃ ১/১৫০

এখানে পাপ বলতে ছোট ও বড় পাপ বুঝানো হয়েছে ইসলামের কোন রোকন ত্যাগ করা নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহ:) বলেন:“যখন আমরা বলছি যে আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাত কোন পাপ সম্পাদনকারীকে কাফের বলে না, তার উদ্দেশ্য ছোট-বড় পাপ। যেমনঃ জেনা, মদ পান ইত্যাদি। কিন্তু দু'টি সাক্ষ্য ছাড়া ইসলামের বাকি রোকনসমূহ ত্যাগকারীর কুফরির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মতবিরোধ আছে।”[১]

দলিলঃ

(ক) কুরআন থেকেঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মত পাপকারীদেরকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা হত্যাকারীকে দ্বীনের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩]

৩. পাপ করা মানুষ জাতির স্বভাব। তাই নবী-রসূলদের থেকেও পাপ হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ:) সম্পর্কে বলেনঃ

] وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ Z طه: ١٢١

“আর আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল।” [সূরা তহা:১২১] অনুরূপ ইউসুফ (আ:)-এর ভাইয়েরা তথা “আসবাত্ব” যাদের ব্যাপারে অনেকের মত তাঁদের

---

[১]. আল-ফাতাওয়া: ৭/৩০২

[২]. সূরা হুজুরাত আয়াত:৯

[৩]. সূরা বাকারা আয়াতঃ ১৭৮

কেউ কেউ নবী ছিলেন, তাঁরাও ইউসুফ (আ:)কে কুয়াতে নিক্ষেপ ও তাঁর পোশাকে মিথ্যা রক্ত এবং বাবা ইয়াকূব (আ:)-এর সাথে মিথ্যা বলার পাপ করেছিলেন। আর এসব শিরক বা কুফরি পর্যায়ের পাপ নয়।

(খ) হাদীস থেকে:

১. আল্লাহ তা'য়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন:

« يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ». رواه الترمذي.

"হে বনি আদম! তুমি যদি শিরক ছাড়া জমিন ভরপুর পাপ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তবে আমি জমিন ভরপুর ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট হাজির হব।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَـوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ:« مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْـتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ثَلاَثًا». متفق عليه.

২. আবু যার [﵁] বলেন: আমি নবী [ﷺ]-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সাদা কাপড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পাই। আবার আসলে জাগ্রত পেয়ে তাঁর পাশে বসলে তিনি বলেন:"কোন বান্দা "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" বলার পরে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[১]. তিরমিযী, শাইখ আলবানী (রহ:) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সিলসিলা সহীহা হা: নং ১২৭

আমি বললাম: যদিও সে জেনা করে ও চুরি করে! তিনি [ﷺ] বলেন: যদিও সে জেনা করে ও চুরি করে। এভাবে তিনি [ﷺ] তিনবার বলেন।"[১]

৩. অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

« أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ثَلاَثًا ». رواه البخاري.

জিবরীল (আ:) আমার নিকট এসে আমাকে সুসংবাদ দেয় যে: "যে ব্যক্তি কোন প্রকার শিরক ছাড়াই মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবী [ﷺ] বলেন: আমি বললাম: যদিও জেনা করে ও চুরি করে! তিনি বললেন: হ্যাঁ, এভাবে তিনবার বলেন।"[২]

৪. শাফা'য়াতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

« فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ». متفق عليه.

"এরপর আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বলবেন: চলুন এবং যার অন্তরে শরিষা দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করুন। অত:পর আমি চলে তাই করব।"[৩]

৫. বায়েতের হাদীস যার মাঝে: শিরক, চুরি, জেনা, সন্তান হত্যা, অপবাদ এবং সৎকাজে নাফরমানি না করার কথা উল্লেখ হয়েছে। পরিশেষে নবী [ﷺ] বলেন:

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

[২]. বুখারী

[৩]. বুখারী ও মুসলিম

« فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ». متفق عليه.

"অতএব, যে এগুলো পুরা করবে তার প্রতিদান আল্লাহর নিকটে। আর যে কোন কিছু করে বসবে তার দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হবে যা তার জন্য কাফফারা হবে। আর যে এগুলোর কোন কিছু করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তা ঢেকে রাখবেন তার বিষয় আল্লাহর নিকট নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন।"[১]

ইবনে হাজার (রহ:) বলেন:"আর যে এগুলোর কোন কিছু করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তা ঢেকে রাখবেন তার বিষয় আল্লাহর নিকট নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন।" এতে খারেজীদের খণ্ডন রয়েছে যারা বড় পাপের দ্বারা কুফরি ফতোয়া দেয়।"[২]

৬. মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] হতে বর্ণিত হাদীস। এতে রয়েছে:

« هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ ». متفق عليه.

"যদি বান্দা ইহা করে (এক আল্লাহর এবাদত এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক না করে) তাহলে আল্লাহর প্রতি তাদের হক কি?" মু'য়ায [ﷺ] বলেন, আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রসূল

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

[২]. ফাতহুলবারী: ১/৬৪

বেশি জানেন। তিনি [ﷺ] বললেন:"আল্লাহর প্রতি বান্দার হক তাদেরকে আজাব না দেয়া।"[১]

৭. মদ পানকারীর ঘটনা। যাকে নবী [ﷺ] প্রহার করার জন্য নির্দেশ দিলে সাহাবাগণ তাকে প্রহার করেন। অত:পর যখন সে ব্যক্তি চলে যাচ্ছিল তখন কেউ বলে উঠল: আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক। এ সময় নবী [ﷺ] বলেন:"তোমরা এরূপ বলে তার উপরে শয়তানকে সাহায্য করো না। অন্য বর্ণনায় আছে:"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের উপরে শয়তানকে সাহায্য করো না।" এ ঘটনার অন্য বর্ণনাতে আছে" বরং তোমরা বল:"হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে দয়া করুন।"[২]

এখানে নবী [ﷺ] সাহাবাদেরকে মদ পানকারীকে গালি-গালাজ করতে বারণ করেন এবং তাকে ভাই বলে আখ্যায়িত করেন ও তাদেরকে তার জন্য দোয়া করতে নির্দেশ করেন। এসব প্রমাণ করে সে মুসলিম, কাফের নয়। যদি সে কাফের হত তাহলে তাদেরকে গালি দিতে নিষেধ করতেন না এবং ভাই বলে আখ্যায়িত করতেন না ও তার জন্যে দোয়া করতে বলতেন না।

(গ) সাহাবাগণের বাণী থেকে:

একদা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [رضي الله عنه]কে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনারা কি পাপকে শিরক গণনা করতেন? তিনি বলেন: এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩]

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

[২]. বুখারী

[৩]. শারহু উসূলিল ই'তিকাদ-লালকাঈর: ৬/১০৭৫ আল-ঈমান, আবু 'উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম: পৃ-২৯

উপরোক্ত দলিলসমূহ প্রমাণ করে যে, সাধারণ পাপের কারণে কাউকে কুফরি ফতোয়া আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাতের পরিপন্থী আকিদা। বরং ইহা খারেজীদের বাতিল আকিদা।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ ধরণের ভ্রান্তি হতে হেফাজত করুন।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধানের শাসকগোষ্ঠী ও বিচারকগণকে সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেয়াঃ

কুরআনুল করীমে স্পষ্টভাবে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ছাড়া শাসন করা কুফরি, জুলুম ও ফাসেকি বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

المائدة: ٤٤ Z } | { z y x w v u t [

"যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে না তারা কাফের।" [সূরা মায়েদাঃ৪৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

] وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ Z المائدة: ٤٥

"যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে না তারা জালেম।" [সূরা মায়েদাঃ৪৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

المائدة: ٤٧ Z N M L K J I H G F E [

"যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে না তারা ফাসেক।" [সূরা মায়েদাঃ৪৭]

আল্লাহ তা'য়ালা একই কাজকে একবার কুফরি, একবার জুলুম ও একবার ফাসেকি বলেছেন। এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তি বা অবস্থা বিশেষে হুকুম পার্থক্য হতে পারে। আর কাফের বলতে সর্বপ্রকার কুফরিকে শামিল করবে। চাই আমলে (ছোট) কুফরি হোক বা আকীদাতে (বড়) কুফরি হোক।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আব্দুল লাতীফ আলে শাইখ [সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী ও কাজি -১৩১১জন্ম ১৩৮৯ মৃত্যু] (রহ:) বলেন: নিশ্চয়ই আয়াতটি আকীদার দিক থেকে বড় কুফরি এবং আমলের দিক থেকে ছোট উভয় কুফরিকে শামিল করে।

প্রথম প্রকার: বিশ্বাসের দিক থেকে কুফরি:

ইহা বড় কুফরি যা মিল্লাতে দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় ইহা কয়েক প্রকার:

১. আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ছাড়া মানব রচিত বিধান দ্বারা কোন দেশের শাসক ও বিচারক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানের সত্যতাকে অস্বীকারকারী। ইহা আল্লাহর শরিয়তের বিধানকে অস্বীকার করা। এর কুফরির ব্যাপারে সকলে একমত। কারণ বিদ্বানগণের ঐক্যমতের নীতি হলো: দ্বীনের কোন মূল জিনিস বা যার উপরে সবার ইজমা' হয়েছে এমন কোন দ্বীনের অংশকে বা নবী [ﷺ]-এর আনীত অকাট্য প্রমাণিত কোন কিছুকে অস্বীকারকারী কাফের ও মিল্লাতে দ্বীন থেকে খারিজ।

২. এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যের বিধান উত্তম, পরিপূর্ণ ও মানুষের প্রয়োজনের জন্য বেশি প্রযোজ্য। ইহা

কুফরি। কারণ, এতে সে সৃষ্টির বিধানকে স্রষ্টার বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়।

৩. যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানের চেয়ে উত্তম আকিদা রাখে না। বরং মনে করে সমান সমান। ইহাও কুফরি। কারণ, সে সৃষ্টির বিধানকে স্রষ্টার বিধানের সদৃশ ও সমান বিশ্বাস করে যা আল্লাহর বাণী:"তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই।" [সূরা শূরা:১১] এবং আরো তাঁর বাণী: "জেনে রাখ সৃষ্টি ও নির্দেশ একমাত্র তাঁরই (আল্লাহর)।" [সূরা আ'রাফ:৫৪]-এর পরিপন্থী ও অবাধ্যতা।

৪. যে এ আকীদা রাখে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান ছাড়া শাসন করা জায়েজ। ইহাও কুফরি। কারণ, সে সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ অকাট্য দলিল দ্বারা যা হারাম তার পরিপন্থী আকীদা রাখে।

৫. বিভিন্ন মানব রচিত আইন যেমন: ফ্রান্স, আমেরিকা ও ব্রিটেন ইত্যাদির বিধানসমূহ দ্বারা আদালত প্রতিষ্ঠা করা। ইহা সবচেয়ে বেশি কঠিন ও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানের সাথে চরম বিরোধিতা ও প্রতিযোগীতা প্রদর্শন করা। আজ-কাল অনেক মুসলিম দেশে এ ধরণের আদালত রয়েছে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বিচার ফয়সালা করা হচ্ছে। এর উপরে আর কি কুফরি হতে পারে এবং দু'টি সাক্ষ্য প্রদানের পরিপন্থী কাজ আর কি হতে পারে?

৬. যা দ্বারা বিভিন্ন গোত্র ও গ্রাম্য প্রধানরা তাদের রীতি ও প্রথা দিয়ে বিচার করে। ইহা জাহিলী বিধানের উপর প্রতিষ্ঠা থাকা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বহি:প্রকাশ।

দ্বিতীয় প্রকারঃ আমলের দিক থেকে কুফরিঃ

যে ব্যক্তি তার মনপূজা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতঃ আল্লাহর বিধান ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা বা বিচার ফয়সালা করে। কিন্তু আকীদা রাখে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানই সত্য এবং সে ভুল করছে ও হেদায়েত হতে দূরে তা স্বীকার করে। ইহা যদিও বড় কুফরি পর্যায়ের না যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেবে। কিন্তু ইহা মহাপাপ কবিরা গুনাহ যা জেনা, মদ পান ও চুরি ইত্যাদি চাইতেও বড়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা যা তাঁর কিতাবে কুফরি বলে আখ্যায়িত করেছেন তা যা কুফরি বলেননি তার চেয়ে অধিক মারাত্মক।"[১]

শাসকগণকে কুফরি ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে দু'টি বিষয় ত্রুটিযুক্তঃ

(এক) উপরোল্লেখিত তফসিল ছাড়াই সাধারণভাবে সকলকে কুফরি ফতোয়া দেয়া।

(দুই) নির্দিষ্ট কাউকে কুফরি ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে পূর্বে যেসব নীতিমালা ও শর্ত বর্ণিত হয়েছে তার অনুসরণ না করা।[২]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ বাদশাহ নাজ্জাশী যদিও খ্রীষ্টানদের বাদশাহ ছিলেন তবুও তাঁর জাতি ইসলাম গ্রহণে তাঁর আনুগত্য করেনি। বরং তাঁর সঙ্গে কতিপয় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই যখন তিনি মারা যান তখন তাঁর জানাজা নামাজ আদায় করার মত কেউ ছিল না।------ আর

---

[১]. তাকীমুল কাওয়ানীনঃ পৃ-৪-৭

[২]. দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৫-৬৪

আমরা অকাট্যভাবে জানি যে তিনি তাঁর জাতির মাঝে কুরআনের বিধান দ্বারা শাসন করতে সক্ষম হননি। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা মদীনায় তাঁর নবীর প্রতি ফরজ করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর নিকট কোন আহলে কিতাব আসলে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা বিচার করবেন না। আর সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর কিছু বিধানের বিষয়ে তাঁকে ফেৎনায় ফেলতে পারে। ---------এ ছাড়া মুসলিম ও তাতারদের মাঝে অনেক বিচারক বা ইমামগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের ভিতরে ন্যায়-ইনসাফ বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা থাকলেও তা প্রয়োগ করতে সক্ষম হননি। বরং অন্য কেউ তাকে তা থেকে বাধা প্রদান করেছে। আর আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না।

এ ছাড়া উমার ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ:) ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিরোধিতা ও কষ্টের স্বীকার হন। বলা হয়েছে এমনকি তাঁকে বিষ পান করানো হয়। অতএব, নাজ্জাশী ও তাঁর মত যাঁরা জান্নাতে সফলকাম হবেন যদিও ইসলামের কিছু বিষয় যা সাধ্যের বাইরে মানতে সক্ষম হননি। বরং যা দ্বারা শাসন করা সম্ভব তা দ্বারাই শাসন করেছেন।[১]

এ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গলে যে, কখনো শাসকের কোন প্রকার ওজর থাকতে পারে যা তাকে বড় কুফরি থেকে ছোট কুফরির পর্যায়ভুক্ত করে দেয়। তাই নির্দিষ্ট করে কোন শাসককে কুফরি ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা শরিয়তে জায়েজ নেই। বরং এ ব্যাপারে সতর্কতা ও সংযমী হওয়া একান্তভাবে জরুরি।[২]

---

[১]. আল-ফাতাওয়া: ১৯/২১৭

[২]. আল-গুলূ ফিদদ্বীন-আব্দুর রহমান ইবনে মু'আল্লা আল-লুওয়াইহিক: পৃ-২৯৩

তৃতীয়ঃ মানব রচিত বিধানের শাসকদের অনুসারীদের সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেয়াঃ

মানব রচিত আইনের শাসকদের অনুসারীরা তাদের বিধান মানার উপর ভিত্তি করে দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ নেতাদের অনুসারীরা। এরা আবার দুই প্রকার।

(ক) যারা জানে যে তাদের নেতারা আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ইসলামের বিরোধিতা করেছে। এরপরেও নেতাদের অনুসরণ করতঃ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল ও যা হালাল করেছেন তা হারাম মনে করে। ইহা কুফরি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

] ٱتَّخَذُوٓا۟ © وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ
ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ ´ µ ¶ ¸ وَٰحِدًا لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ Z التوبة: ٣١

"তারা (আহলে কিতাব) পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।" [সূরা তাওবা:৩১]

---

১. আল-ফাতাওয়া:৭/৭০

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ:« يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ ». رواه أبو داود.

আদী ইবনে হাতেম [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একটি স্বর্ণের ক্রুশ গলায় পরা অবস্থায় নবী [ﷺ]-এর নিকট আসলে তিনি [ﷺ] বলেন:"আদী তোমার থেকে এ মূর্তিটি সরাও।" এ সময় আমি তাঁকে সূরা তাওবার এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনি। "তারা (ইহুদি-খ্রীষ্টানরা) তাদের পণ্ডিত ও বৈরাগীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল।" আদী বলেন: ইহুদি-খ্রীষ্টানারা তাদের পণ্ডিত ও বৈরাগীদের এবাদত করত না, বরং তারা তাদের জন্য কিছু হালাল করলে হালাল মনে করত আর তাদের প্রতি কিছু হারাম করলে হারাম মানত।" অন্য বর্ণনায় আছে: গুরুজিদের হরামকে হালাল বানানো ও হালালকে হারাম বানানো মেনে নেয়াই মাবুদ বানিয়ে নেয়া।[১]

আবুল 'আলিয়া (রহ:)কে জিজ্ঞাসা করা হয়: বনি ইসরাঈলরা তাদের ধর্মগুরুদের পালনকর্তা বানিয়ে নেওয়ার অর্থ কি ছিল? উত্তরে তিনি বলেন: পালনকর্তা বানিয়ে নেওয়ার অর্থ: তারা আল্লাহর কিতাবে আদেশ-নিষেধ পাওয়ার পরেও বলত: আমরা আমাদের গুরুজিদের সামনে বেড়ে কিছু করব না। তাঁরা যা

[১]. আবু দাউদ, হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন। জামে' তিরিমিযী"৫/২৭৮ হা: নং ৩০৯৫

আদেশ করবেন তাই করব আর যা হতে বারণ করবেন তা হতে বিরত থাকব। তারা মানুষের কথা মান্য করে আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাদে নিক্ষেপ করেছিল।"[১]

(খ) যারা নেতাদের অনুসরণ করে কিন্তু হারামকে হারাম এবং হালালকে হালাল ঈমান ও আকীদা (বিশ্বাস) রাখে। তারা নেতাদের অনুরসণ করত: আল্লাহর নাফরমানি করে যেমন কোন মুসলিম পাপকে পাপ মনে করেই পাপ করে। এরা পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত হবে কারণ নবী [ﷺ] বলেন:

« إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ». متفق عليه.

"আনুগত্য শুধুমাত্র ভাল কাজে।"[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে:

« لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ». أحمد والحاكم.

"সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাফরমানি করে কোন মখলুকের আনুগত্য নেই।[৩]

তিনি [ﷺ] আরো বলেন:

« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ». متفق عليه.

"পছন্দ-অপছন্দ সববিষয়ে আমীরের (রাষ্ট্র প্রধান) আনুগত্য ও তার কথা শুনা মুসলিম ব্যক্তির প্রতি জরুরি। কিন্তু যদি কোন পাপের নির্দেশ করে তাহলে আনুগত করা ও শুনা যাবে না।"[১]

---

[১]. তাফসীর ইবনে জারীর:১০/১১৫ আল-ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়া:৭/৬৭

[২]. বুখারী ও মুসলিম

[৩]. সহীহুল জামে' হা: নং ৭৫২০

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ:) বলেনঃ এ হাদীসে আল্লাহর নাফরমানি কাজে নেতাদের আনুগত্যকারী পাপিষ্ঠ তার দলিল পাওয়া যায়। আর আল্লাহর নিকটে তার ওজর করার কোন সুযোগ থাকবে না বরং নাফরমানির পাপ তার সঙ্গে যুক্ত হবেই যদিও সে ঐ পাপ নিজে লঙ্ঘন না করুক না কেন।[২]

তবে কোন কাজে শুধুমাত্র নেতার আনুগত্য করা কুফরি হবে না। কারণ বিশ্বাসসহ আনুগত্য করলে তখন কুফরি হবে। ইবনুল আরাবী (রহ:) বলেনঃ কোন মুমিন মুশরেকের আনুগত্য করে তখন মুশরেক হবে যখন সে আকীদা পোষণ করতঃ তার আনুগত্য করবে। কারণ আকীদা হলো কুফরি ও ঈমানের ক্ষেত্র। অতএব, যখন কাজে মুশরেকের আনুগত্য করবে কিন্তু তার আকীদা তাওহীদ ও ঈমানের প্রতি অটল তখন সে পাপিষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। ইহা ভাল করে বুঝার জন্য প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত।[৩]

দ্বিতীয় প্রকারঃ যারা অস্বীকারকারী, অপছন্দকারী ও অসন্তুষ্ট প্রকাশকারী। এরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হাদীস দ্বারা পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত না, কাফের হওয়া তো দূরের কথা। যদিও কিছু পাপের ভাগী হয় প্রতিবাদ করার ক্ষমতা থাকার পরেও অস্বীকার না করার জন্য। নবী [ﷺ] বলেনঃ

« سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا ». رواه مسلم.

---

১. বুখারী ও মুসলিম
২. শারহু সুনানে আবি দাউদ:৩/৪২৯
৩. আহকামুল কুরআন:২/৭৪৩

"তোমাদের প্রতি এমন আমীর নিযুক্ত করা হবে যারা ভাল-মন্দ সবই করবে। অতএব, যারা অস্বীকার করবে সে দায়মুক্ত হবে আর যে ঘৃণা করবে সে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু যে সন্তুষ্ট থাকবে এবং অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হবে) সাহাবাগণ বললেন: তাহলে কি আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। তিনি [ﷺ] বললেন: না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[১]

ইমাম নববী (রহ:) বলেন: এর অর্থ হলো: যে ব্যক্তি ঐ খারাপ কাজকে ঘৃণা করবে সে তার পাপ ও শাস্তি হতে দায়মুক্ত হবে। আর ইহা যে তার হাত ও জবান দ্বারা বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে ও সম্পর্ক ছিন্ন করে তার জন্য প্রযোজ্য। ---- এতে আরো দলিল হলো: যে মুন্‌কার (অসৎকাজ) দূর করতে অপারগ তার চুপ থাকার জন্য গুনাহগার হবে না। বরং গুনাহগার হবে, যে সন্তুষ্টিচিত্তে মেনে নিবে কিংবা অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে না অথবা তার অনুসরণ করবে।[২]

নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ ». رواه النسائي والترمذي.

"অদূর ভবিষ্যতে আমার পরে এমন কিছু আমীর হবে, যে ব্যক্তি তাদের নিকটে প্রবেশ করে তাদের মিথ্যার সত্যায়ন এবং

---

১. মুসলিম

২. শারহু সহীহ মুসলিম:২/২৪৩

জুলুমের সাহায্য করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় ও আমিও তার অন্তর্ভুক্ত নই। আর সে হাওজে কাওছারে পৌঁছতে পারবে না। আর যে তাদের (আমীরের) নিকট প্রবেশ করবে না, মিথ্যাকে সত্যায়ন ও জুলুমে সাহায্য করবে না সে আমার অন্তর্ভুক্ত ও আমিও তার অন্তর্ভুক্ত এবং হাওজে কাওছারে পৌঁছতে পারবে।"[১]

আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসকদের অনুসারীদেরকে কোন পার্থক্য ছাড়াই বর্তমানে পাইকারীহারে কাফের ফতোয়া দেয়া হচ্ছে। তারা বলছে: একজন মুসলিম যখন মানব রচিত বিধানের শাসকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে তখন সে মুরতাদ ও কাফের হয়ে যাবে। কারণ আনুগত্য ও অনুসরণ কাজ দ্বারাই যথেষ্ট নিয়ত ও আকীদা দেখার কোন প্রয়োজর নেই। নি:সন্দেহে ইহা পূর্বে বর্ণিত আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাতের আকীদা পরিপন্থী কাজ ও ফতোয়া।[২]

চতুর্থ: দলত্যাগীদেরকে কুফরি ফতোয়া দেয়া:

কিছু জামাত, দল ও সংগঠন আছে যারা নিজেদেরকে হাদীসে বর্ণিত "জামাতুল মুসলিমীন" দাবী করে নিজ দলত্যাগীদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে থাকে। আবার কিছু আছে যারা নিজেদেরকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত দলের লোককে কাফের ফতোয়া দিয়ে থাকে। কারণ তারা মনে করে একাধিক ইসলামী জামাত হওয়া জায়েজ নেই। বরং একটি জামাত হওয়া ওয়াজিব আর তা হলো: তাদের জামাত "জামাতুল মুসলিমীন" যার থেকে বের হওয়া বা তার বিরুদ্ধাচরণ করা কুফরি।

---

[১]. নাসা'য়ী ও তিরমিযী, হাদীসটি বিশুদ্ধ

[২]. আল-গুলূ ফিদদ্বীন: পৃ-২৯৬-২৯৭

স্মরণ রাখতে হবে যে, জামাত শব্দটির ব্যবহারের দু'টি প্রয়োগ রয়েছে। (এক) প্রকৃতি ও কাঠামো অর্থে প্রয়োগ। (দুই) আদর্শ, পথ, পদ্ধতি ও সিলেবাস অর্থে প্রয়োগ।

প্রথম প্রয়োগঃ

একটি দেশের সমস্ত মুসলমানরা যখন শরিয়তের শর্ত সম্মত একজন ইমাম (রাষ্ট্রপতি)-এর ব্যাপারে সকলে মিলে ঐক্যমত হবেন তখন তাকে "জামাতুল মুসলিমীন" বলা যাবে। আর এর সঙ্গে থাকা ওয়াজিব এবং তা ত্যাগ করা হারাম। এ জামাতের ইমামের সাথে বায়েত করতে হবে এবং বিরোধিতা করা বাগাওয়াত তথা বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হবে। আর কেউ বায়েত না করলে বা এ জামাত হতে বের হয়ে গেলে তাকে কুফরি ফতোয়া দেয়া যাবে না।

এ জামাতের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হতে পারে যেমন ফেৎনার যুগে ইহা নাও পাওয়া যেতে পারে, যা হুযায়ফা [ﷺ] হতে বর্ণিত নিম্নের হাদীসে প্রমাণিত। আর যখন সমস্ত মুসলমানদের জামাত পাওয়া যাবে তখন ইমাম না থাকলে ইমাম নিযুক্ত করা তাদের প্রতি ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর পরে সাহাবাগণ আবু বকর [ﷺ]কে খলীফা নিযুক্ত করে ছিলেন।

এ জামাত সম্পর্কে নবী [ﷺ]-এর বাণীসমূহঃ

১. তিনি [ﷺ] হুযায়ফা [ﷺ]কে বলেনঃ

« تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ». متفق عليه.

"জামাতুল মুসলিমীন এবং তাদের ইমামকে নিজের জন্য জরুরি করে নেবে।" হুযায়ফা [ﷺ] বলেন, আমি বললাম: যদি মুসলমানদের সকলে মিলে কোন জামাত ও ইমাম না থাকে? তিনি [ﷺ] বলেন:"তাহলে ওসব দল হতে একাকী পৃথক থাকবে, যদিও কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে হোক। আর এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু পৌঁছে না কেন।"[১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ». متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত হাদীসে নবী [ﷺ] বলেন:"যে তার আমীর হতে যা ঘৃণা করে এমন কিছু দেখে, সে ধৈর্যধারণ করবে। কারণ, যে জামাত হতে এক বিঘত পরিমাণ আলাদা হয়ে যাবে তার মৃত্যু হলে জাহিলী মৃত্যু হবে।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"ততক্ষণ কোন মুসলিম ব্যক্তির খুন হালাল হবে না (হত্যা

[১]. বুখারী ও মুসলিম
[২]. বুখারী ও মুসলিম

করা যাবে না) যতক্ষণ সে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রসূল। কিন্তু তিনটির কোন একটি করলে: (এক) বিবাহিত নারী-পুরুষ জেনা করলে। (দুই) হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যা। (তিন) দ্বীনত্যাগী জামাত হতে পৃথক হলে।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَــنْ فَــارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ». الترمذي.

৪. আবু যার [ﷺ] হতে বর্ণিত হাদীস নবী [ﷺ] বলেন: "যে জামাত ছেড়ে এক বিঘত পৃথক হবে তার গর্দান থেকে ইসলামের বাঁধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"[২]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ». صحيح الجامع.

৫. ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতকে কোন ভ্রষ্টতার উপর ইজমা' তথা ঐক্যমতে পৌঁছাবেন না। জামাতের সাথে আল্লাহর হাত। আর যে একাকী হয়ে যাবে সে (তার জান্নাতী সাথীদের থেকে একাকী হয়ে) জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৩]

৬. উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

[২]. তিরমিযী, হাদীসটি বিশুদ্ধ

[৩]. হাদীসটি বিশুদ্ধ, সহীহুল জামে' হা: নং ১৮৪৮

« عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ ». صحيح الجامع.

"জামাতবদ্ধ হওয়া এবং দলাদলি হতে দূরে থাকা তোমার প্রতি জরুরি। নিশ্চয় শয়তান একজনের সঙ্গে থাকে এবং দুইজন হতে অধিক দূরে থাকে। অতএব, যে জান্নাতের সুগন্ধি পেতে চায় সে যেন জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। যাকে তার নেকি আনন্দ দেয় এবং পাপ কষ্ট দেয় সেই তো মুমিন।"[১]

আজ-কাল উপরোক্ত হাদীসগুলো প্রতিটি দল বা গ্রুপ কিংবা জামাত অথবা সংগঠন নিজেদের পক্ষে দলিল-প্রমাণ হিসাবে পেশ করার অপচেষ্টা করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব দলিল ঐ জামাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, কোন দেশে সমস্ত মুসলিম সম্মিলিতভাবে তাদের একজনকে মাত্র শরিয়ত সম্মত ইমাম (রাষ্ট্রপতি) বানিয়ে তাঁর হাতে বায়েত করে ঐক্যবদ্ধ হবে।

কিন্তু প্রত্যেক দল বা তরীকা কিংবা সংগঠন একজন করে ইমাম বা আমীর অথবা সভাপতি কিংবা পীর বানিয়ে বায়েত করে বা না করে যার যার মত জামাত বা তরীকা কিংবা সংগঠন কায়েম করা এবং উপরোক্ত দলিলসমূহ নিজ নিজ পক্ষে পেশ করা, মতলব হাসিল ও সাধারণ মানুষকে নিজেদের মুরীদ বা সদস্য বানানো ছাড়া আর কি হতে পারে।

[১]. হাদীসটি বিশুদ্ধ , সহীহুল জামে' হাঃ নং ২৫৪৬

দ্বিতীয় প্রয়োগঃ

আদর্শ, পথ, পদ্ধতি ও সিলেবাস অর্থে জামাত শব্দের প্রয়োগ। এ অর্থে জামাতকে "ফের্কাহ নাজিয়াহ" তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দল এবং "ত্ব-য়েফাহ মানসূরাহ" তথা সাহায্যপ্রপ্ত দলের দলিলগুলো থেকে আলাদা করে বুঝার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। কারণ এই দুয়ের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

ফের্কাহ নাজিয়াহ (নাজাতপ্রাপ্ত দল) সম্পর্কে নবী [ﷺ] বলেন:

« افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ:« الْجَمَاعَةُ ». رواه ابن ماجه.

"ইহুদিরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল, এক দল জান্নাতে যাবে আর ৭০ দল যাবে জাহান্নামে। খ্রীষ্টানরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, এক দল জান্নাতে যাবে আর ৭১ দল যাবে জাহান্নামে। আর যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! অবশ্যই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভিক্ত হবে। একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে আর বাকি ৭২টি দল যাবে জাহান্নামে।" বলা হলোঃ তারা কে হে আল্লাহর রসূল? তিনি [ﷺ] বললেনঃ "জামাত।"[১]

---

[১]. হাদীসটি বিশুদ্ধ, ইবনে মাজাহঃ ২/২৩২২ হাঃ নং ৩৯৯২

নবী [ﷺ] এ দল সম্পর্কে এ বর্ণনায় "জামাত" বলেছেন। আর অন্য এক বর্ণনায় নবী [ﷺ] এ দল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন:

« مِثْلُ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي ».

"আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহাবাদের আদর্শ ও পথের হুবহু অনুসারী যারা।"[১]

ইমাম আজুরী (রহঃ) বলেন:"আল্লাহ চাহে তো সবগুলোর অর্থ এক।"[২]

নবী [ﷺ] তাঁর "আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহাবাদের আদর্শ ও পথের হুবহু অনুসারী যারা।" দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, ফের্কাহ নাজিয়ার অন্তর্ভুক্ত যে, সেই তাঁর [ﷺ] এবং সাহাবা কেরাম [ﷺ]-এর গুণাবলি দ্বারা ভূষিত হতে পারবে ।[৩]

আর এ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, "ফের্কাহ নাজিয়াহ" এবং "জামাত"-এর হাদীসগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ ফের্কাহ নাজিয়াই হলো জামাত।

আর সালাফে সালেহীনদের বাণীসমূহ প্রমাণ করে যে, জামাত কোন সংগঠন কিংবা দল বা কাঠামো-প্রকৃতির নাম নয় বরং বিশেষ কিছু গুণের সমাহার। তাই একজন মানুষও যদি সেই সমস্ত গুণাবলির অঙ্গীকারবদ্ধ হয় সেই জামাত। ইবনে মাসউদ

---

[১]. হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে' হাঃ নং ৫৩৪৩

[২]. শরী'য়াহঃ পৃ-১৫

[৩]. ই'তিসাম-শাতিবী: ২/২৫২

[ﷺ] বলেন:"জামাত হলো যা সত্যের সঙ্গে মিলে যদিও তুমি একজন হও না কেন।"[১]

জামাতের সঙ্গে থাকার নির্দেশ এসেছে এর উদ্দেশ্য হলো: সত্যকে জরুরিভাবে আঁকড়িয়ে ধরা এবং তার অনুসরণ করা, যদিও অনুসারীগণ সংখ্যায় কম হয় এবং বিরোধিতাকারীরা বেশি হয় না কেন। কারণ সত্য হলো যার প্রতি প্রথম জামাত তথা নবী [ﷺ] এবং তাঁর সাহাবা কেরাম [ﷺ] প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁদের পরের বাতিলদের অধিক সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কোন অবকাশ নেই।[২]

আর জামাত শব্দের অর্থ যখন আদর্শ ও সিলেবাস নেওয়া হবে তখন এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। কখনো এর বিচ্ছিন্নতা ঘটবে না। কারণ নবী [ﷺ] "ত্ব-য়েফাহ মানসূরাহ" তথা সাহায্যপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেন:

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ». رواه مسلم.

"আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেউ তাদেরকে অপদস্ত করে বা তাদের বিপরীত করে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা মানুষের উপর বিজয়ী হয়ে থাকবে।"[৩]

অন্য এক বর্ণনায় নবী [ﷺ] বলেন:

---

[১]. শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহ-লালকাঈ: ১/১০৯

[২]. বা'য়িছ 'আলাল বিদা'য়ি ওয়াল হাওয়াদিছ:-আবু শামাহ-পৃ:২২

[৩]. মুসলিম হা: নং ৩৫৪৮

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ». رواه مسلم.

"আমার উম্মতের একটি দল সত্যের (কুরআন ও সুন্নাহ) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেউ তাদেরকে অপদস্ত করে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে।"[১]

ইমাম নববী (রহ:) বলেন: এ দলটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ:) বলেন: এরা হলো আহলে 'ইলম তথা দ্বীনের বিদ্বানরা। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ:) বলেন: এরা যদি আহলুলহাদীস (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের পূর্ণভাবে অনুসারীরা) না হয়, তাহলে আমি জানি না তারা কারা। আর কাজি ইয়ায বলেন: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল এর দ্বারা আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাত এবং যারা আহলুলহাদীসের আকীদা পোষণ করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। ইমাম নববী বলেন: এ দলটি মুমিনদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকার অবকাশ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ বীর যোদ্ধা, কেউ ফকীহ (ফিকাহ শাস্ত্রবিদ), কেউ মুহাদ্দিস (হাদীসবিশারদ), কেউ যাহেদ (দুনিয়াবিরাগী) কেউ সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী, কেউ অন্যান্য কল্যাণের অনুসারী। অতএব, জরুরি না যে এরা একত্রে একই স্থানে একই জামাতে দলবদ্ধ হয়ে থাকবে বরং তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটে থাকতে পারে।"[২]

---

[১]. মুসলিম হা:ং নং ৩৫৪৪

[২]. শারহুন নববী 'আলা সহীহ মুসলিম: ১৩/৬৭

আর আহলুলহাদীস বলতে কোন একটি দল কিংবা সংগঠনের ভাল-মন্দ সকল সদস্য নয় বরং শুধুমাত্র যারা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসকে জীবনের সর্বদিক ও বিভাগে একচ্ছত্রভাবে সর্বাবস্থায় মেনে চলবে। তাই এরা বিভিন্ন স্থানে, দলে, সংগঠনে, মাজহাবে ও একাকী ছড়িয়ে ছিটে থাকতে পারে।

পূর্বের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, জামাত হলোঃ যার মাঝে বিশেষ গুণাবলি একত্রিত হবে যার সিংহভাগে নবী [ﷺ]-এর অনুসরণ। আর এ জামাতের কাঠামো ও প্রকৃতি পূর্ণ হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম তার জন্য একজন ইমাম হওয়া একান্তভাবে জরুরি। কিন্তু জামাতের এ কাঠামো অনুপস্থিত হওয়ার জন্য আদর্শ ও সিলেবাস অর্থের জামাত বিলীন হবে না বরং কিয়ামত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেই।

আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী [ﷺ]-এর হাদীসসমূহে বর্ণিত জামাতকে বর্তমানের বিভিন্ন নামের ইসলামী জামাতগুলোর কোন একটিতে সীমিতকরণ সম্ভব না। এগুলোর কোন একটিকে "জামাতুল মুসলিমীন" বিবেচনা করে তা থেকে যে বের হয়ে যাবে তাকে কাফের ফতোয়া দেয়া বা তাকে জামাত ত্যাগকারী অথবা খারেজী কিংবা জাহিলী মৃত্যুর অধিকারী ভাবা একান্তভাবে অবিচার এবং আল্লাহর ব্যাপককৃত বিষয়ের ব্যাপারে গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই না।[১]

হাদীসে বর্ণিত "জামাতুল মুসলিমীন" সঠিক আকীদার একটি মূল জিনিস যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা এবং পৃথক না হওয়া প্রতিটি মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব। কিন্তু সে জামাত প্রচলিত যে কোন

[১]. মানহাজুল আমল আলইসলামী- জাফর শাইখ ইদ্রিসঃ পৃ-৮

জামাত না। বর্তমানে যেসব দেশে মুলসমানদের জামাত ও ইমাম নেই বরং ইসলামী কার্যাদি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জামাত বা দল কিংবা সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের একটি অসিলা মাত্র। এগুলো "জামাতুদ্দা'ওয়াহ" বলে বিবেচিত হবে যা জামাতুল মুসলিমীন ও আদর্শ জামাতের বাইরের তৃতীয় একটি জামাত।

একজন মুমিন-মুসলিম যে জামাতটিকে সবচেয়ে সত্যের তথা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের অধিক নিকটতম, তাঁর প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক, তার দ্বীন ও আকীদার জন্য বেশি নিরাপদ এবং ফেতনামুক্ত তা দা'ওয়াতের জন্য অসিলা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কেউ না করলে তাকে ভাল-মন্দ বলার কোন অধিকার নেই খারেজী ও মুরতাদ বলার তো দূরের কথা।

এবার আমাদের জানা প্রয়োজন জামাত থেকে বের হলে কখন কুফরি হয় আর কখন হয় না। কারণ প্রকৃত "জামাতুল মুসলিমীন" থেকে খারিজ হওয়া বা তার বিরোধিতা করার বিধান বিদ্রোহের প্রকারের উপর নির্ভর করবে।

@ যদি জামাত অর্থ নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবাদের আদর্শ ও সিলেবাস হয় [যার জন্য দল বা সংগঠন কিংবা একত্রিত হওয়া জরুরি না] এবং তা থেকে পূর্ণভাবে খারিজ হয়, তাহলে মুরদাত এবং কুফরি ধরা হবে। কারণ, যার মাঝে দ্বীনের আদর্শ ও সিলেবাস নেই সে মুসলিম হতে পারে না।

@ আর যদি জামাত অর্থ কাঠামো ও প্রকৃতি তথা জামাতুল মুসলিমীন (সম্মিলিত মুসলমানদের জামাত) হয়, তাহলে তা থেকে খারিজ হওয়ার বিধান অবস্থাভেদে হবে। যেমনঃ

(ক) যদি সবার ঐক্যমতের ইমামের সাথে বায়েত না করে বা বায়েত ভঙ্গ করে, তাহলে ইহা কুফরি হবে না যদিও ইহা একটি মহাপাপ। আর কখনো ভিন্ন ব্যাখ্যাকারীও হতে পারে। তাই কিছু সাহাবা কেরাম [ﷺ] তাঁদের ইমামদের কারো একজনের সাথে বায়েত করেননি। যেমন ফেতনার আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] আলী ও মু'য়াবীয়া [ﷺ]-এর কারো সাথে বায়েত করেননি। এরপর যখন হাসান [ﷺ] মু'য়াবিয়া [ﷺ]-এর সঙ্গে আপোস করেন এবং মানুষ সকলে ঐক্যে পৌঁছেন তখন তিনি মু'য়াবিয়া [ﷺ]-এর সাথে বায়েত করেন। এরপর তিনি [ﷺ] মতনৈক্যের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর [ﷺ]-এর হত্যার আগ পর্যন্ত কারো সঙ্গে বায়েত করেননি। এরপর আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় যখন পরিস্থিতি সুসৃঙ্খলে আসে তখন তার সাথে বায়েত করেন।[১]

(খ) আর যদি জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সশস্ত্রভাবে করে যাকে 'বাগাওয়াত' বলা হয়, তাহলে কুফরি হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা বাগী তথা বিদ্রোহকারীদেরকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন যা সূরা হুজুরাতে উল্লেখ হয়েছে।[২]

পঞ্চম: যারা হিজরত করে না তাদেরকে সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেয়া:

নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াস্তে দারুলকুফর বা দারুলহারব (কাফেরের দেশ) হতে দারুলইসলামে (মুসলিম দেশে) হিজরত করা একটি শরিয়তে প্রশংসিত ও উত্তম কাজ। কিন্তু দারুলকুফরে

---

[১]. ফাতহুলবারী:১২/২০২

[২]. সূরা হুজুরাত আয়াত: ৯-১০

অবস্থানকারীদেরকে সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়া দেয়া বৈধ না। বরং সাধারণভাবে পাপীও হবে না। কারণ, তাদের ব্যাপারে বিধানের তফসিল রয়েছে।

দারুলহারবে অবস্থানকারীরা তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: স্বেচ্ছায় আগ্রহসহকারে দারুলহারবে অবস্থানকারী। সে কাফেররা যে দ্বীনের উপর আছে তাতে সন্তুষ্ট। কাফেরদেরকে খুশী করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায় ও ত্রুটি বর্ণনা করে। অথবা মুসলিমদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে জানমাল দ্বারা সাহায্য করে। এ ধরণের ব্যক্তি কাফের এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রু। কারণ আল্লাহর বাণী:

] لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ¶ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ

مِنَ ٱللَّهِ فِى ﴿٢٨﴾ Z آل عمران: ٢٨

"মুমিনদেরকে ছাড়া কাফেরদেরকে মুমিনরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর যে ব্যক্তি ইহা করবে আল্লাহর নিকটে তার কিছুই থাকবে না।" [সূরা আল-ইমান:২৮]

আরো আল্লাহর বাণী:

/ . - , +) (' & % $ # " [

0 1 2 3 ; Z المائدة: ٥١

"হে মুমিনরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিও না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর যে তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" [সূরা মায়েদা:৫১]

আর নবী [ﷺ] বলেন:

« أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ». أبوداود والترمذي.

"প্রতিটি মুসলিম যে কাফেরদের মাঝে বসবাস করে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন।"[১]

দ্বিতীয় প্রকারঃ যে ব্যক্তি দারুলকুফরে সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কিংবা দেশের জন্য অবস্থান করে। সে হিজরত করতে সক্ষম তার পরেও তার দ্বীনকে প্রকাশ করে না এবং কাফেরদেরকে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তার জানমাল ও জবান দ্বারা সাহায্য এবং তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণও করে না। এ ব্যক্তিকে দারুলকুফরে অবস্থান করার জন্য কুফরি ফতোয়া দেয়া যাবে না। তবে সে হিজরত ত্যাগ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের নাফরমানিতে পতিত হবে। আর এর ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না। কারণ আল্লাহর বাণীঃ

] \ [Z X W V U T S R Q P [

m k j i g f e d c b a ` _ ^

Z o n النساء: ٩٧

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।" [সূরা নিসা:৯৭]

---

[১]. আবু দাউদ ও তিরমিযী, হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে' হাঃ নং ১৪৭৪

ইবনে কাসীর (রহ:) বলেন:"এ আয়াতটি যারাই মুশরেকদের মাঝে বসবাস করে এবং হিজরতে সক্ষম ও দ্বীন কায়েমে অপারগ তাদের সবার জন্যই প্রযোজ্য। সে হারাম লঙ্ঘন করত: নিজের প্রতি জুলমকারী।"[১]

তৃতীয় প্রকার: যার প্রতি হিজরত না করে কাফেরদের মাঝে অবস্থান করায় কোন সমস্যা নেই। ইহা দুই প্রকার:

(ক) যে নিজের দ্বীনের প্রকাশ করতে পারে এবং কাফের ও তারা যার উপর আছে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা এবং তারা যে বাতিল তা বর্ণনা করতে পারে। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের সাহায্য, কাফেরদের বিপক্ষে জিহাদ এবং তাদের ধোঁকাবাজি হতে নিরাপদ ও গর্হিত কাজ দেখার কষ্ট হতে প্রশান্তি লাভের জন্যে এ ব্যক্তির প্রতি হিজরত করা উত্তম। এর দলিল হলো নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ - - - ». رواه البخاري.

১. নবী [ﷺ] বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, রমজানের রোজা রাখে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য। চাই সে হিজরত করুক

---

[১]. তাফসীর ইবনে কাসীর:১/৫৪২

বা তার জন্মস্থানেই বসবাস করুক। সহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি এর খবর মানুষকে দেব না। তিনি [ﷺ] বললেন: জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝের ব্যবধান হলো আসমান জমিনের মাঝের পরিমাণ সমান। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবে।---"[১]

أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الْهِجْرَة فَقَالَ: « وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَديدٌ فَهَلْ لَكَ منْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ منْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَترَكَ منْ عَمَلكَ شَيْئًا ». متفق عليه.

২. একজন বেদুঈন ব্যক্তি নবী [ﷺ]কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:"তোমার জন্য আফসোস, হিজরতের বিষয় তো বড় কঠিন। তোমার কি উট আছে যার জাকাত আদায় করবে?" লোকটি বলল: হ্যাঁ, তিনি [ﷺ] বললেন:"তুমি সাগরের পেছনে কাজ করতে থাক আল্লাহ তা'য়ালা তোমার আমলের কিছু বিনষ্ট করবেন না।"[২]

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِذَا أَمَّرَ أَميرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ في خَاصَّته بتَقْوَى اللَّه وَمَنْ مَعَهُ منْ الْمُسْلمينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّه اغْزُوا وَلَا

---

[১]. বুখারী

[২]. বুখারী ও মুসলিম

تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ». رواه مسلم.

৩. বুরাইদা ইবনে হুসাইব [ﷺ] হতে বর্ণিত হাদীসে নবী [ﷺ] কোন যুদ্ধে আমীর নিযুক্ত করার পর তাকে নিজের নির্দিষ্ট লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে এবং সাথের মুসলমানদের সঙ্গে কল্যাণের অসিয়ত করতে বলেন। ----------- এতে আছে:"যখন মুশরেক শত্রুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের দিকে আহ্বান করবে। যেটি তারা

মেনে নেবে সেটিই তাদের থেকে গ্রহণ করবে। (এক) ইসলামে প্রবেশের দাওয়াত করবে। যদি কবুল করে তাহলে গ্রহণ করবে এবং তাদের থেকে বিরত থাকবে। অত:পর তাদেরকে দারুল হিজরতে যাওয়ার জন্য আহ্বান করবে। আর তাদেরকে খবর দেবে যদি তারা ইহা করে তাহলে মুহাজিরদের জন্য যা তা তাদের জন্যেও এবং মুহাজিরদের উপর যা তাদের উপরেও তাই বর্তাবে। আর যদি হিজরত করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে খবর দেবে যে, তারা মুসলমানদের বেদুঈনদের মতই হবে। মুমিনদের প্রতি যা বিধান জারি হবে তাদের উপরেও তাই জারি হবে। গনীমত ও ফায়ের মাল হতে তাদের জন্য কিছু থাকবে না। কিন্তু যদি মুসলিমদের সাথে হয়ে জিহাদ করে। -------"[১]

(খ) যারা অসহয়: আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অবস্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী:

z y x w v u t s r q p [

{ | Z النساء: ٩٨

"কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহয়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।

এখানে যারা হিজরত করার উপায় ও পথ পাবে না তাদের ব্যতিক্রম বিধান করা হয়েছে। আর এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হিজরত ত্যাগকারীকে সাধারণভাকে কুফরি ফতোয়া দেয়া যাবে না। বরং যে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে, কাফেরদের অনুগত হবে, পূর্ণভাবে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে এবং মুসলমানদের

---

১. মুসলিম

বিপক্ষে তাদের সাহায্য করবে তাকেই শুধুমাত্র কুফরি ফতোয়া দেয়া যাবে।

ষষ্ঠঃ শয়িরতের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য না করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কুফরি ফতোয়া দেয়াঃ

ইহা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা হয়েছে।[১]

সপ্তমঃ যারা কাফেরকে কাফের বলে না তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দেয়াঃ

যে ব্যক্তির কুফরি শরিয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত যেমন : ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুশরেক বরং যারা নিজেদের কুফরির ঘোষণা দেয়। এদেরকে যে ব্যক্তি কাফের জ্ঞান করবে না সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্য সাব্যস্ত করল। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Z Z ? > = < ; : 9 8 7 6 [

المائدة: ٧٢

"যারা বলে মাসীহ ইবনে মরিয়ম আল্লাহ তারা অবশ্যই কুফরি করেছে।" [সূরা মায়েদা:৭২]

অতএব, যারা বলবে, এরা কাফের নয় তারা আল্লাহ তা'য়ালাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করল যা সুস্পষ্ট কুফরি। আর এ জন্যেই শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ:) কাফেরকে কাফের না জানা ইসলাম বিনষ্টের একটি কারণ নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেন:"জেনে রাখুন! ইসলাম বিনষ্টের দশটি কারণ।------ তৃতীয় কারণঃ যে মুশরেকদেরকে কাফের

---

[১]. ৫৫-৬৪ পৃ : দ্রষ্টব্য

জ্ঞান করে না অথবা তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে কিংবা তাদের মাজহাবকে সঠিক মনে করে এ সবই কুফরি।"[১]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাহনূন তানূখী (রহঃ) বলেন:"সকল বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে গালি গালাজকারী কাফের। ইমামদের কাছে তার বিধান হত্যা এবং যে তার কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করবে সে কুফরি করবে।"[২]

কিন্তু যে ইসলামের মধ্যে কোন বেদাতী কথা বা আকীদা আবিস্কার করে তার সমর্থনে মানুষকে আহ্বান করে এবং তারা সমর্থন না করলে কুফরি ফতোয়া জারি করে ইহা এক কঠিন ভ্রষ্টতা। কারণ, কুফরি ফতোয়া শরিয়তের একটি জরুরি বিধান। অতএব, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ইহা সাব্যস্ত করেছেন তার থেকে এ নাম উঠিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপ আল্লাহ যার থেকে কুফরি উঠিয়ে নিয়েছেন তাকে কুফরি ফতোয়া দেওয়াও বৈধ না।

আর এ জন্যেই দ্বীনের বিদ্বানগণ তাদের যারা বিপরীত করে তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দান করেন না যদিও বিরোধীরা তাঁদেরকে কুফরি ফতোয়া দিয়ে থাকে। কারণ, কুফরি শরিয়তের বিধান যার অনুরূপ শাস্তি দেয়া মানুষের জন্য বৈধ নয়। তাই যদি কেউ কাউকে মিথ্যারোপ করে এবং তার পরিবারের সাথে জেনা করে তার জবাবে তাকে মিথ্যারোপ ও তার পরিবারের সাথে জেনা করতে পারবে না। কেননা, মিথ্যারোপ ও জেনা করা হারাম যা আল্লাহর হক। অনুরূপ কুফরি ফতোয়া দেয়া আল্লাহর হক। তাই

[১]. মাজমূ'আতুত্তাওহীদঃ পৃ-২৭১

[২]. আসসারিমুল মাসলূল-ইবনে তাইমিয়াঃ পৃ-৫

আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] যার কুফরি সাব্যস্ত করেছেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে কুফরি ফতোয়া দেয়া যাবে না।[১]

আর বেদাতীরা অজ্ঞতা ও জুলমকে একত্রিত করে। তারা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবাগণের ইজমার বিপরীত করে বেদাত আবিস্কার করত: তাদের বিরোধীদেরকে কুফরি ফতোয়া দেয়। যেমন খারেজী দল তাদের ধারণা মতে কুরআনের বিপরীত সুন্নতের আমল করা যাবে না এ বেদাত আবিস্কার করত: তাদের বিরোধীদেরকে কুফরি ফতোয়া জারি করে। যেমন তারা উসমান ইবনে আফ্‌ফান ও 'আলী ইবনে আবি তালিব [ﷺ] ও অন্যান্যদেরকে কুফরি ফতোয়া দেয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন:"যে ব্যক্তি কোন দাবী করে যা সমস্ত বিদ্বানদের বিপরীত এবং সে ব্যাপারে তার অজ্ঞতার লাগাম ঢিল দিয়ে তার বিরোধীদেরকে কুফরি ও ভ্রষ্টতার ফতোয়া দেয়। নি:সন্দেহে ইহা প্রতিটি অজ্ঞ-মূর্খরা যা করে থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কঠিন, জটিল ও জঘন্য কাজ।"[২]

অষ্টম: বর্তমান মুসলিম সমাজকে জাহিলী সমাজ ধারণা করত: সাধারণভাবে সকলকে কুফরি ফতোয়া দেয়া:

(ক) জাহিলিয়্যাত শব্দের আভিধানিক অর্থ:

জাহিলিয়্যাত আরবি শব্দটির শব্দমূল: জীম, হা, ও লাম। এর অর্থ তিনটি: (এক) অজ্ঞতা। (দুই) কোন জিনিসের বাস্তবতার বিপরীত আকীদা পোষণ করা। (তিন) যে জিনিসের যা অধিকার

---

[১]. আররাদ্দু 'আলাল বাকরী-ইবনে তাইমিয়া:পৃ-২৫৮

[২]. আররাদ্দু 'আলাল বাকরী:পৃ-১৫২

তার বিপরীত করা। চাই সঠিক আকীদা রাখুক বা বাতিল আকীদা পোষণ করুক।[১]

(খ) কুরআন ও হাদীসে জাহিলিয়্যাত শব্দের অর্থঃ

কোন যুগ বা মানুষকে জাহিলী বিশেষণ লাগানো সাধারণ কোন ব্যাপার নয় বরং ইহা শরিয়তের একটি প্রয়োগ যা দ্বীনের মূলনীতির ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত হবে। আর এ বিধানের কঠিন ও বিপজ্জনক প্রভাব রয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহর দলিলগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, "জাহিলিয়্যাত" শব্দটি কিছু নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনুল করীমে এ শব্দটি মোট চারবার উল্লেখ হয়েছে। যেমনঃ

(১) ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ সূরা আল-ইমরান আয়াতঃ ১৫৪। (২) أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ সূরা মায়েদা আয়াতঃ ৫০। (৩) تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ সূরা আহজাব আয়াতঃ ৩৩। (৪) حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ সূরা ফাত্‌হ আয়াতঃ ২৬ ।

এ চার স্থানে প্রতিটি আয়াতে জাহিলিয়্যাত শব্দটি নির্দিষ্ট কাজের বিশেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ প্রথম আয়াতেঃ জাহিলী ধারণা, দ্বিতীয় আয়াতেঃ জাহিলী বিধান, তৃতীয় আয়াতেঃ জাহিলী সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং চতুর্থ আয়াতেঃ জাহিলী অহমিকা।

আর হাদীসে জাহিলিয়্যাত শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (এক) সাধারণভাবে ব্যবহার যেমন বিদায় হজ্বের ভাষণে নবী [ﷺ] বলেনঃ

[১]. মু'জামু মাকাঈসিল লুগাত-ইবনে ফারিস ও আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন মাদ্দাহঃ জাহ্‌ল

« أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ».رواه مسلم.

"জেনে রাখ! জাহেলিয়াতের প্রতিটি কাজ আমার দুই পায়ের নিজে পদদলিত হলো।"[১]

নবী [ﷺ]-এর আরো বাণী:

« أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ ». رواه البخاري.

"আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি তিনজন: (এক) মক্কার হারাম শরীফে অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী। (দুই) ইসলামে জাহেলিয়াতের আদর্শ তালাশকারী। (তিন) নাহকভাবে কোন মানুষের খুন-রক্ত প্রবাহিতকারী।"[২]

(দুই) জাহিলিয়াত শব্দটি নির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হওয়া। যেমন নবী [ﷺ] আবু যার [رضي الله عنه]একজন মানুষকে তার মার ব্যাপারে তিরস্কার করলে বলেন:

« إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ». متفق عليه

"তোমার মাঝে জাহেলিয়াত রয়েছে এমন একজন মানুষ।"[৩]

নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ». رواه مسلم.

---

১. মুসলিম

২. বুখারী

৩. বুখারী ও মুসলিম

"যে ব্যক্তি তার গর্দানে বায়েতের অঙ্গিকার ছাড়াই মারা যাবে তার মৃত্যু হলে জাহেলিয়াতের মত্যু হবে।"[১]

এ হাদীসগুলোতে জাহিলিয়াত শব্দটি সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কোন জিনিসকে জাহেলিয়াতের সাথে সংযুক্ত করা সে জিনিসটির নিন্দা ও তা থেকে নিষেধ করার দাবী রাখে। কিন্তু তা দ্বারা কুফরি ফতোয়া সাব্যস্ত হয় না।[২]

জাহিলিয়াত শব্দটি আসলে এক বিশেষণ কিন্তু নবী [ﷺ]-এর নবুয়াত ও রিসালাতপ্রাপ্তর পূর্বের যুগকে বিশেষভাবে বুঝানোর জন্য এর ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ নবী [ﷺ]-এর দা'ওয়াতের অভিযান চালানোর পূর্বে মানুষ সাধারণ জাহেলিয়াতে ডুবে ছিল। কেননা, তাদের প্রতিটি কথা ও কাজ যার মধ্যে তারা নিপতিত ছিল তা জাহেল-মূর্খরা তাদের জন্য আবিস্কার করত আর সম্পাদন করতও জাহেল-মূখরা। কিন্তু নবী [ﷺ]-এর অভিযানের পর আর সাধারণ জাহেলিয়াত হওয়া সম্ভব না। কারণ, নবী [ﷺ] বলেন:

"আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"[৩]

জাহেলিয়াত বিভিন্ন অংশে ও খণ্ডে বিভক্ত হতে পারে। কারণ তার কিছু আদর্শ বা কাজ কিছু মুসলিমের মাঝে পাওয়া সম্ভবপর। যেমন নবী [ﷺ] আবু যার [ﷺ]কে বলেন:"তোমার মাঝে জাহেলিয়াতের স্বভাব রয়েছে।" কিন্তু এ দ্বারা আবু যার [ﷺ]-এর কুফরি সাব্যস্ত হয়নি। ইমাম বুখারী (রহ:) এ হাদীসের অধ্যায়

[১]. মুসলিম

[২]. ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকীম, ইবনে তাইময়া:১/২১৫, ২২০

[৩]. বুখারী ও মুসলিম

বেঁধে বলেন: যে পাপ জাহেলিয়াতের কাজ তার অধ্যায় এবং এ দ্বারা তার লঙ্ঘনকারীকে কুফরি ফতোয়া দেয়া যাবে না কিন্তু শিরক করলে।[১]

যেমন জাহেলিয়াতের কিছু আদর্শ মুসলমানদের কোন শহরে বা দেশে পাওয়া যেতে পারে, যাকে নির্দিষ্ট করে জাহেলিয়াতের বিধান লাগানো যেতে পারে। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"তোমরা কি জাহেলিয়াতের বিধান তালাশ কর।"
[সূরা মায়েদা:৫০]

আর এ বুঝই বুঝে ছিলেন ইসলামের বিদ্বানগণ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) এ অর্থ সাব্যস্ত করে বলেন:"মানুষ নবী [ﷺ]-এর অভিযানের পূর্বে জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতার মাঝে ছিল------ আর উহা ছিল সাধারণ জাহেলিয়াত। কিন্তু নবী [ﷺ]-এর অভিযানের পর জাহেলিয়াত কোন শহরে বা দেশে হতে পারে। যেমন দারুলকুফর তথা কাফেরের দেশে। আবার কখনো কিছু মানুষের মাঝে হতে পারে। যেমন ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ব্যক্তি জাহেলিয়াতে ছিল যদিও দারুলইসলামে থাকে। কিন্তু নবী [ﷺ]-এর প্রেরণের পর সাধারণভাবে কোন যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলা যাবে না।"[২]

ইবনে হাজার (রহ:) বলেন:"জাহেলিয়াত তো ইসলামের পূর্বে। এ ছাড়া কখনো কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোন অবস্থার ব্যাপারে তার প্রয়োগ হতে পারে।"[৩]

---

[১]. বুখারী, কিতাবুল ঈমান:১/৮৪
[২]. ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকীম, ইবনে তাইময়া:১/২২৬-২২৭
[৩]. ফাতহুলবারী:১/৮৫

(গ) জাহেলিয়াত শব্দ দিয়ে ফতোয়ার বিধান:

১. সাধারণভাবে কোন যুগ বা উম্মতে মুসলিমার উপর প্রয়োগ: যেমন বলা, আজ মানুষ জাতি জাহেলিয়াতে বসবাস করছে কিংবা বিংশ বা একাবিশং শতাব্দির জাহেলিয়াত অথবা আজ সকল মুসলিম সমাজ জাহেলিয়াতের মধ্যে রয়েছে। এসব প্রয়োগ শরিয়তে নিম্নে বর্ণিত কারণে বৈধ নয়:

(ক) কুরআন-সুন্নাহতে সাধারণভাবে জাহেলিয়াতের প্রয়োগ অর্থ: ঐ যুগ যাতে সাধারণভাবে শরিয়তের বিপরীত ভরপুর। ইহা নবী [ﷺ]-এর প্রেরণের পূর্বে ছিল। বরং প্রতিটি নবী-রসূল প্রেরণের পূর্বে এমনটি ছিল। কিন্তু সর্বশেষ নবীর আগমনের পরে সাধারণভাবে ইহা হওয়া অসম্ভব। কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

"আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" আরো তাঁর বাণী:"আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতকে বা উম্মতে মুহাম্মদীকে ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আর আল্লাহর হাত জামাতের সঙ্গে। যে জামাতুল মুসলিমীন হতে পৃথক হয়ে যাবে সে (জান্নাতী সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে) জাহান্নামে যাবে।"

(খ) জাহেলিয়াত শব্দসহ বর্ণিত দলিলসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা নবী [ﷺ]কে এর প্রয়োগ কোন নির্দিষ্ট বা সংযুক্ত ছাড়া ব্যবহার করা পাই না।

(গ) জাহেলিয়াতের বিশেষণ এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা বিভক্ত হওয়া সম্ভব। তাই যে সমাজ মানব রচিত বিধান ধারা পরিচালিত তার অর্থ সে সমাজের কুফরি ও জাহিলী হওয়া নয়। কারণ সে সমাজ যার উপর রয়েছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। বরং সে সমাজকে

নির্দিষ্ট করে বলা যাবে: জাহিলী বিধান দ্বারা পরিচালিত। যেমন আল্লাহর বাণী: "তোমরা কি জাহিলী বিধান তালাশ কর।"

২. নির্দিষ্টভাবে জাহেলিয়াত শব্দের প্রয়োগ: কোন ব্যক্তি বা শহর কিংবা দেশের উপর প্রয়োগ। এর অবস্থার উপর নির্ভর করবে তার বিধান:

(ক) যার প্রতি প্রয়োগ করা হয় সে তার জন্য উপযুক্ত। যেমন কাফেরদের কোন দেশকে বলা: এ দেশটি জাহিলী দেশ। এ ধরণের নির্দিষ্ট করে প্রয়োগ বৈধ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন:"কিন্তু নবী [ﷺ]-এর আগমনের পর জাহেলিয়াত কোন শহরে বা দেশে হতে পারে যেমন দারুলকুফর তথা কাফেরের দেশে। আবার কখনো কিছু মানুষের মাঝে হতে পারে যেমন: ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ব্যক্তি জাহেলিয়াতে ছিল যদিও দারুলইসলামে তথা ইসলামী দেশে থাকে।[১]

(খ) যার প্রতি প্রয়োগ করা হয় সে মুসলমানদের একজন কবিরা গুনাহ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি। এমন ব্যক্তির প্রতি এর প্রয়োগ বৈধ নয় কিন্তু যদি সে পাপকে হালাল মনে করে তাহলে জায়েজ। এর প্রতি পাপের কারণে কুফরি ফতোয়ার যে আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তাই প্রযোজ্য হবে।

৩. কোন উম্মত অথবা ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন অবস্থা কিংবা কাজের দিকে জাহেলিয়াতের সংযুক্তকরণ। যেমন বলা: এ দেশটি জাহিলী বিধান দারা পরিচালিত, এর মহিলারা জাহিলী যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনীর অনুরূপ বেপর্দা ইত্যাদি। এ ধরণের প্রয়োগ নবী [ﷺ] আবু যার [رضي الله عنه]-এর ব্যাপারে করেছেন যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

[১]. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম:১/২২৭

নবী [ﷺ] আরো বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর উম্মত জাহেলিয়াতের কিছু জিনিস ত্যাগ করবে না। তিনি [ﷺ] বলেন:"আমার উম্মতে জাহেলিয়াতের চারটি জিনিস ত্যাগ করবে না: বংশ নিয়ে গর্ব করা, বংশে-কুলে খোঁচা দেওয়া, তারকারাজি দ্বারা পানি চাওয়া ও বিলাপ করে ক্রন্দন করা।"[১]

নবম: মানব চরিত বিধান দ্বারা পরিচালিত দেশকে দারুলকুফর বলে সে দেশের সকল অধিবাসীকে কুফরি ফতোয়া দেয়া:

একটি দেশ কখন দারুলকুফর (কাফেরের দেশ) এবং কখন দারুলইসলাম (ইসলামী দেশ) হবে এ নিয়ে বিদ্বানগণের দু'টি মত রয়েছে:

(এক) আহকাম তথা বিধান প্রকাশের উপর নির্ভন করবে। যদি ইসলামের বিধানসমূহ প্রকাশ পায়, তাহলে "দারুলইসলাম" আর যদি কুফরের বিধানসমূহ প্রকাশ পায় তাহলে "দারুলকুফর"।

(দুই) নিরাপত্বা লাভের উপর নির্ভর করবে। যে দেশে মুসলমানরা নিরাপদ লাভ করবে সে দেশ "দারুলইসলাম" আর যে দেশে নিরাপদ লাভ করবে না সেটি "দারুলকুফর"।

প্রথম মতটিই অধিকাংশ বিদ্বানগণের অভিমত। অতএব, যে দেশে মুসলমানরা তাদের দ্বীনের প্রতিরক্ষা করে এবং ইসলামের কিছু নির্দশন কায়েম করে। যেমন: সালাত আদায় এবং জুমা ও ঈদের জামাত কায়েম সে দেশকে দারুলকুফর বলা যাবে না। আর কোন দেশ দারুলকুফর হলে সে দেশের সকল অধিবাসী বা সে দেশে বসবাস করা কাফের হওয়া জরুরি না।

---

১. মুসলিম

সুতরাং, কোন দেশকে নিজেদের ইচ্ছামত দারুলকুফর (কাফেরের দেশ) সাব্যস্ত করে সে দেশের সকল মানুষকে কুফরি ফতোয়া দিয়ে তাদের জীবন, সম্পদকে হালাল মনে করা এবং বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা ইসলামি শরিয়তের পরিপন্থী কাজ। আর জিহাদ ও কিতালের (হত্যার) নির্দেশ তো কোন ব্যক্তি বা কোন দলের জন্য নয় বরং ইহা উম্মতের প্রতি নির্দেশ যার প্রতিনিধিত্ব করবে একজন ইমাম তথা শাসক। যদি উম্মত বাদে প্রতিটি ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট কোন জামাতের জন্য জিহাদের ঘোষণা করা নির্দেশ হত, তাহলে আপোসের মাঝে মারামারি ও কাটাকাটি এবং ফেতনার জন্ম নিত যা বর্তমানে প্রতি দিনের তাজা খবরা-খবর।

কুফরি ফতোয়াবাজির চিকিৎসা

কুফরি ফতোয়াবাজি সমস্যার সমাধান ও চিকিৎসা সমাজের সবার যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য। সরকার বাহাদুর থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যারা এ মহামারি রোগে আক্রান্ত তারাও। এখানে কিছু পরামর্শ ও চিকিৎসা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম: সঠিক আকীদার প্রচার ও প্রসার:

বর্তমান যুগে কুফরি ফতোয়ার যে চিত্র ও দৃশ্য তার জন্মের কারণ আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাতের সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসকে না জানা। তাই সঠিক আকীদার প্রচার ও প্রসার করতে হবে। সঠিক আকীদাকে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে হবে। যারা দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেন তাদেরকে শিখাতে হবে। সঠিক আকীদাকে সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। আর এর ফলে এ মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা করা সম্ভবপর হবে-ইনশাা আল্লাহ-।

দ্বিতীয়: শরিয়তের জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটানো:

যারা কুফরি ফতোয়ার সঙ্গে জড়িত তারা শরিয়তের সঠিক জ্ঞানে এতিম বা অনবিজ্ঞ। তাঁরা দা'ওয়াত ও জিহাদের জন্য নিজেদেরকে উপযুক্ত মনে করেন। আর এর জন্য তাঁদের পুঁজি হলো: শরিয়তের জ্ঞান ছাড়া আবেগ ও ঈর্ষা। এ জন্যে শরিয়তের জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করা অতি জরুরি এবং জ্ঞান চর্চার সংস্থা গঠন করতে হবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজের খেদমতের জন্য প্রচার কেন্দ্র খুলতে হবে। এর দ্বারা যুবকদের শরিয়তের জ্ঞান শিখানো হবে। তাঁদের জন্য বিভিন্ন

কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে প্রশিক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন যাদের ব্যাপারে যুবকরা আস্থা রাখে এমন অবিজ্ঞ বিদ্বানগণ।

তৃতীয়ঃ আলেমগণের ভূমিকাকে পুনর্জীবিতকরণঃ

অনেক ইসলামি দেশে আজ ময়দান থেকে প্রকৃত রাব্বানী আলেম সমাজের সমপূর্ণ বা আংশিক অনুপস্থিতি থাকা কুফরি ফতোয়ার একটি মূল কারণ। তাই কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত আলেমদের ভূমিকা নুতন করে জাগ্রত করতে হবে। আর এর দায়িত্ব অর্পিত হবে তিনটি দলের উপরঃ

প্রথম দলঃ আলেম সমাজ নিজেরাই। তাঁরা এখলাসের সাথে আল্লাহ তা'য়ালাকে খুশী এবং তাঁদের উপর অর্পিত ওয়াজিব পালনের জন্য করবেন। তাঁদের দায়িত্ব হলোঃ সরকার ও তাঁর সহযোগীদেরকে নসিহত করা। আর সমাজের জন সাধারণকে তরবিয়ত (প্রতিপালন) করা ও নির্দেশনা দান এবং বিশেষ করে যুবকদেরকে তরবিয়ত ও গুরুত্ব দেয়া। আলেম সমাজের জন্য জরুরি দুনিয়ার প্রতি লোভ ও পরস্পর শত্রুতা করা থেকে রিবত থাকা, যা তাঁদের মান-সম্মানকে কলঙ্কিত করে। আর দ্বীনের নির্দেশ পালনে দুর্বলতা থেকে দূরে থাকা।

দ্বিতীয় দলঃ সরকার বাহাদুর। সরকারের দায়িত্ব প্রকৃত রাব্বানি আলেম সমাজকে সামনে রাখা এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ করে মতামত গ্রহণ করা। আর আলেমদের প্রতি কুফরি ফতোয়ার চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করা।

তৃতীয় দলঃ সমাজ ও বিশেষ করে যুবকদল। এরা রাব্বানি আলেম সমাজ থেকে শরিয়তের ফতোয়া গ্রহণ করবে এবং তাঁদের নির্দেশ মেনে চলবে।

যখন রাব্বানী আলেমদের ভূমিকা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সমাজ থেকে কুফরি ফতোয়াবাজি দূর হবে। কারণ জ্ঞান ও হিকমত পথ চলার সঠিক হাতিয়ার। এ কথা সত্য যে, জ্ঞান ও হিকমত ছাড়া আবেগ ও ঈর্ষা চথেষ্ট নয়। আর জ্ঞান ও হিকমত রাব্বানী আলেমদের ছাড়া অন্যান্যদের কাছে পাওয়া যায় না।

চতুর্থঃ কুফরি ফতোয়াবাজদের সাথে আলোচনায় বসাঃ

নবী [ﷺ] অতিরঞ্জন বাড়াবাড়িকারীদের সাথে আলোচনার সুন্নত জারি করে তাদের সংশয়সমূহ ও অপবাদগুলোর খণ্ডন করেছেন। তিনি [ﷺ] যুল খুয়াইসারাকে "ধ্বংস হও তুমি! আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে কে ইনসাফ করবে।"[১] বলে খণ্ডন করেছিলেন।

যেমনটি করেছিলেন সাহাবাগণ। আলী ইবনে আবি তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [رضي الله عنه] খারেজীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কুফরি ফতোয়ার চিকিৎসার জন্য আলোচনা ও বিতর্ক পদ্ধতি দারুণ ফলপ্রসূ। কারণ সত্যের আলো সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল এবং তার দলিল অকাট্য যা প্রাধান্য লাভ করে এবং তার উপরেই কিছু প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। তবে আলোচনা ও বিতর্কের জন্য কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে তা হলোঃ

১. আস্থার উপর ভিত্তি করে হতে হবে। তাই যে আলেম বিপক্ষ দলের সাথে আলোচনা ও বিতর্ক করবেন তিনি তাঁদের নিকট একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি হতে হবেন।

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

২. কুফরি ফতোয়াবাজদেরকে অপরাধী মনে করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে আদালতের সামনে নীচ ও নিকৃষ্ট ভেবে নয়।
৩. দুই পক্ষের খোলামেলা কথা বলার পরিবেশ রাখতে হবে। অতএব, আলেমের পক্ষকে আলোচনার প্রাধান্য দেওয়া যাবে না এবং অপরাধীদেরকে শক্তি ও বল প্রয়োগের চাপে রেখে আলোচনা ও বিতর্ক করা চলবে না।
৪. আলোচনা ও বিতর্ক একমাত্র সত্যকে তালাশ করার উদ্দেশ্যে হতে হবে অপরাধীদেরকে অভিযুক্ত ও দোষারোপ করার দলিল-প্রমাণাদি একত্রকরণের জন্য নয়।

পঞ্চম: আলেম সমাজ ও শাসক গোষ্ঠী এবং যুবকদের মাঝের দূরত্ব কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাঃ

কুফরি ফতোয়ার সবচেয়ে বড় জটিলতা ও সমস্যা হলোঃ আলেম সমাজ ও শাসক গোষ্ঠীর মাঝে একদিক থেকে ফাটল। আর অন্য দিকে যুবকদের সাথে দূরত্ব। তাই সবার মাঝের ফাটল ও ফাঁক ও দূরত্বকে দাফন করা একটি জরুরি কাজ। যাতে করে আস্থা এবং সেতুবন্ধন সৃষ্টি হতে পারে যার ছায়াতলে দূর হবে সকল সমস্যা। কারণ যুবদল যখন শাসক বা আলেমের প্রতি আস্থা রাখবে তখন কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। অনুরূপ শাসক বা আলেম যখন যুবকদের প্রতি আস্থা রাখবেন তখন তাঁর অন্তর যুবকদের জন্য খুলে যাবে এবং তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করবেন ও অভিযোগগুলো দূর করবেন।

ষষ্ঠঃ আল্লাহর বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করাঃ

এটা সুস্পষ্ট যে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা হচ্ছে কুফরি ফতোয়ার মূল কারণ। কেননা, কুফরি ফতোয়ার সিংহভাগ চিত্র তারই প্রতি ফিরে আসে। এ জন্যই মুসলমানদের শাসক গোষ্ঠীর প্রতি ওয়াজিব হলোঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আল্লাহর বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা। তাই অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, নিরাপদনীতি এবং তথ্য ও প্রচারনীতি ইত্যাদি সবকিছুই শরিয়তের আলোকে নীতিনির্ধারণ করতে হবে। এরপর ঐ সকল নীতির বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সপ্তমঃ আসল হকিকতকে সুস্পষ্টকরণঃ

আজ-কাল অনেক মানুষের নিকট কুফরি ফতোয়ার হকিকত অজানা। আর অনেক লেখক ও সাংবাদিক এবং নেতাজিরা কুফরি ফতোয়ার হকিকত না জেনে-বুঝে লেখা বা বলার অপচেষ্টা করেন। বরং তাঁদের অনেকে মনে করেন দ্বীনকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরার পরিণামে কুফরি ফতোয়া। তাই এ রোগের চিকিৎসক যেন এর হকিকত ভাল করে বুঝে চিকিৎসা করেন নইলে হিতে বিহত ঘটবে।

অষ্টমঃ সমস্যার মূলের সাথে আচরণ করাঃ

কুফরি ফতোয়ার সমস্যার চিকিৎসা সিংহভাগ প্রচেষ্টাই নির্দিষ্ট একটি পন্থার উপর হয়ে থাকে। তা হলোঃ সমস্যা দূর করার জন্য বল প্রয়োগ। আর গুরুত্বপূর্ণ দিককে অবহেলা করা হয়। তা হচ্ছেঃ কুফরি ফতোয়ার মূলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। যাতে করে কার্যকর চিকিৎসা হতে পারে এবং সমস্যার মূল শিকড়

মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়, যার ফলে তার কুয়া শুকিয়ে পড়ে এবং উৎস বন্ধ হয়ে যায়।

নবমঃ নিরাপদ ভিত্তি থেকে যাত্রা শুরু করাঃ

বেশির ভাগ কুফরি ফতোয়ার চিকিৎসক সীমালঙ্ঘনকারী। তারা মোকাবিলায় অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করে থাকে। ইহা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের পক্ষ থেকে যাত্রা। তারা তাদের মতের মিল ছাড়া ইনসাফ মনে করেন না। তাই যে কোন চিকিৎসার চেষ্টা তদবির সঠিক ভিত্তি থেকে হতে হবে। আর তা হলো বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মধ্যস্থলের দ্বীন ইসলাম দ্বারা। জেনে রাখুন! এর দ্বারাই সম্ভব চিকিৎসা করা এবং মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছা।

দশমঃ অভিযোগ দূরকরণঃ

কুফরি ফতোয়ার সমস্যার গবেষণা করে সুস্পষ্ট হয় যে, এর মানসিক ভিত্তি হলোঃ বিভিন্ন ত্রুটিযুক্ত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া। যেমনঃ মানব রচিত বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা------। তাই কুফরি ফতোয়াবাজরা অভিযোগ করে এবং ঐ সকল পরিস্থিতির সঠিক সুরাহা দাবি করে। তারা তাদের এ আবেদন শরিয়ত পরিপন্থী পদ্ধতিতে প্রকাশ করে। আর শরিয়ত সম্মত দাবিতে যারাই জাতি, দেশ ও মানুষের মঙ্গলকামী তারা সকলেই শরিক। যদিও আবেদনের পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে। তাই ফলপ্রসূ পন্থা ও সমস্যা দূর করার উত্তম পদ্ধতি হলোঃ অভিযোগ দূরকরণ এবং সমূলে মূলোৎপাটন করা। বিশেষ করে তারা যে সমস্ত পরিস্থিতির সুরাহা চায় সেগুলোর বেশির ভাগই বাস্তবে চরম পরিস্থিতির শিকার।

একাদশ: নতুন করে সমাজকে গঠন করা:

অনেক মুসলিম দেশে অইসলামিক কালচার, চিত্র ও দৃশ্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তাই কুফরি ফতোয়াবাজদের সিংহভাগ সাহায্যকারীদের মূল হাতিয়ার হলো: বিবেকবানদেরকে প্ররোচিত করা অন্যরা তো আছেই। তাই মুসলমানদের রাজা-প্রজা সকলের প্রতি ওয়াজিব হচ্ছে: তাদের সমাজকে নতুন করে দ্বীনের সঠিক বুনিয়াদের ভিত্তিতে গঠন করা। আর বিকৃতি ও বক্রতার সকল দিকগুলোকে গবেষণা করত: শরিয়তের আলোকে চিকিৎসা করা।

দ্বাদশ: কুফরি ফতোয়াবাজির সমাধানে বল প্রয়োগ না করা:

বর্তমান যুগে কুফরি ফতোয়াবাজির চিকিৎসার অবিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, বল প্রয়োগে কোন ভাল ফলাফলা বয়ে আনেনি। বরং ইহা কুফরি ফতোয়াবাজদের প্রবণতা ও গতি প্রকাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এ সমস্যার সমাধানে শক্তি ও বল প্রয়োগ না করাই জরুরি। কারণ ইহা কঠিন ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক পথে ঠেলে দেয়। আর যখন এ মহামারি রোগের চিকিৎসায় শাস্তি ছাড়া সকল মাধ্যম বিফল হয়ে যাবে তখন এর ফয়সালাকারী হবেন বিদ্বানগণ ও শরিয়তের বিচারক মণ্ডলী। আর শাস্তি প্রয়োগ হবে নির্দিষ্টভাবে অপরাধিদের উপরে, সবার জন্য নয় যা বর্তমানে বেশ কিছু ইসলামি দেশের বাস্তব চিত্র।

ত্রয়োদশঃ দলিল গ্রহণ ও গবেষণায় শরিয়তের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে আগ্রহী হওয়াঃ

কুফরি ফতোয়বাজদের বই-পুস্তক তালাশ করলে সুস্পষ্ট হয় যে, দলিল গ্রহণে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বহুল পরিচিত। যেমনঃ

@ নতুন নতুন শরিয়তের নীতিমালা আবিস্কার করে তার ভিত্তিতে বিধান গ্রহণকরণ।

@ বিস্তারিত দলিল থেকে বিধান গবেষণার ভুল সিলেবাস গ্রহণকরণ।

তাই যারাই বই-পুস্তক লেখবেন তাঁদেরকে শরিয়তের সঠিক সিলেবাস অনুসরণের প্রতি আগ্রহী হওয়া জরুরি। অতএব, শরিয়তের মূল কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' থেকে উম্মতের সালাফগণ যেভাবে দলিল গ্রহণ করেছেন অনুরূপ পথ অনুসরণ করা আবশ্যক। আর গবেষণা করে বিধান বের করার ক্ষেত্রেও সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং, 'আম (ব্যাপক)-এর উপর খাস (নির্দিষ্ট) দ্বারা, মুতলাক (সাধারণ)-এর উপর মুকাইয়াদ (সীমাবদ্ধ) দ্বারা ও মুজমাল (অবিস্তারিত)-এর উপর মুবাইয়িন (বিস্তারিত) দ্বারা বিধান দেবে। কেননা, সঠিক সিলেবাসের অনুসরণ ফলাফল ও বিধান বিশুদ্ধ হওয়ার পন্থা।

চর্তুদশঃ কুফরি ফতোয়াবাজদের দোষারোপ ও কাফের বলা থেকে সাবধান থাকাঃ

অনেক লেখক যারা কুফরি ফতোয়ার সমস্যা বিষয়ে বই-পুস্তক লেখেন তারা তাদেরকে দালাল বা খেয়ানতকারী অথবা খারেজী কিংবা কাফের ইত্যাদি বলে দোষারোপ করেন। অতএব, তারা যেমন মানুষকে কুফরি ফতোয়া দেয় সেরূপ তাদেরকেও কুফরি ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ কুফরি ও

খারেজী ইত্যাদি ফতোয়ার শব্দাবলি শরিয়তের শব্দ যা অনুমাণ ও আন্দাজ করে প্রয়োগ করা জায়েজ নেই। বরং এর প্রয়োগ হবে শরিয়তের নীতিমালা ও ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে।

অনুরূপ তাদেরকে দালাল ও খেয়ানতকারী ইত্যাদি বলে দোষারোপ করা থেকেও সাবধান থাকতে হবে। কারণ যারা কুফরি ফতোয়া দেয়া থেকে নিজেরা মুক্ত মনে করেন তাদেরকে দোষারোপ করলে তারা আরো কট্টরপন্থী হয়ে যাবে।

পঞ্চদশঃ যারা সাধারণভাবে কুফরি ফতোয়াবাজ ও যারা শরিয়তের শর্তানুসারে কুফরি ফতোয়া দেন তাদের মাঝে পার্থক্য করাঃ

একদল আছে যারা সবকিছুর ব্যাপারে কুফরি ফতোয়া দেয়। কিন্তু যারা শরিয়তের নীতির অনুসরণ করে ফতোয়া দেন তাঁদেরকেও দোষারোপ করা অন্যায় যা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

কুফরি ফতোয়া, বিস্ফোরণ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের বিবৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের মহাপরিচালক এবং দরুদ ও সালাম সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নবী ও নবীকুল শিরোমণি আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ]-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

তায়েফ শহরে ১১/০৬/১৪২৪হিঃ তারিখ হতে সৌদি উচ্চ উলামা পরিষদের ৫৯তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যার আলোচ্য বিষয় ছিলঃ সৌদি আরবে অধুনা যে সমস্ত বিস্ফোরণ ঘটেছে তা নিয়ে। ইহা নাশকতামূলক কার্যকলাপ যার শিকার হয়েছে অনেক নিরীহ মানুষ এবং সৃষ্টি হয়েছে ভিষণ আতঙ্ক।

এমনিভাবে আলোচনায় আরো এসেছে বিভিন্ন অস্ত্র ও মারাত্মক বিস্ফোরক বস্তুর ঘাঁটির উদঘাটন, যা এ দেশে নানা প্রকার নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল। অথচ এ দেশেই হলো মক্কা ইসলামের কেল্লা যেখানে রয়েছে হারাম শরীফ, যা সকল মুসলিম বিশ্বের কেবলা এবং আরো রয়েছে মসজিদে নববী।

এ সমস্ত ভয়ানক প্রস্তুতির উদ্দেশ্য ছিল, এ জমিনে বিভিন্ন প্রকার নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও ধ্বংসলীলা যা নিরাপত্তাকে ধুমকির মুখে ঠেলে দেয়, প্রাণ নাশের কারণ হয়, সর্বপ্রকার সম্পদ ধ্বংসের দ্বারা উম্মতের স্বার্থ বিনাশ করে।

ইহা সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এ মারাত্মক পরিস্থিতিতে দেশের উলামাগণের ফরজ আদায়ের খাতিরে-

উম্মতের সকল ব্যক্তির পরস্পরের সহযোগিতার লক্ষ্যে অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে সকলের নিকট এর আসল মুখোশ খুলে দেওয়া। এ ছাড়া অনিষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও সতর্ক করা। নিরাপত্তা ধুমকির মুখে হয় এমন সকল ভয়ানক চক্রান্তের ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থাকাকে হারাম সাব্যস্ত করা।

তাই পরিষদ মনে করে যে, এ পরিস্থিতিতে যা বললেই নয় তা বলা জরুরি। কেননা তাতে দায়িত্ব পালন ও উম্মতের উপদেশ এবং মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের উপর করুণা হবে, যেন তারা নাশকতা, ফেৎনা ও গোমরাহীর প্রতি আহ্বানকারীদের অনুসারী না হয়। আল্লাহ তা'য়ালা উলামাদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যেন তাঁরা মানুষকে সঠিক বিষয়ে অবহিত করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

ﺁﻝ Z 7 + *) (' & % $ # " ! [

عمران: ١٨٧

"আর যখন আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রীষ্টান-উদ্দেশ্য সকল উলামায়ে কেরাম) নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই তোমরা এটা লোকদেরকে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।" [সূরা আল-ইমরান: **১৮৭**]

উপরোক্ত সকল কারণে, মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং আতঙ্ক থেকে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ অবহেলা যেন না হয়, সে জন্যে উচ্চ উলামা পরিষদ নিম্নোক্ত বিবরণ ঘোষণা করছে:

প্রথমত: সকল নাশকতামূলক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। যেমন: বিস্ফোরণ, হত্যা, সম্পদ বিনাশ ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ এবং নির্দোষ ও নিরপরাধ জীবনের উপর বাড়াবাড়ি, মাল-

সম্পদ বিনাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এ গুলোর সাথে জড়িত ব্যক্তিরা শরিয়তের দৃষ্টিকোন থেকে ধিক্কার মূলক শাস্তির উপযোগী। কেননা, দলিল ভিত্তিক কোন বৈধ কারণ ছাড়া রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

« مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِيْ يَضْرِبُ بِرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِيْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ ». أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি আনুগত্য ত্যাগ ক'রে এবং (মুসলমানের) জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার (ঐক্যবদ্ধ) উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের নেককার ও বদকার সকলকে হত্যা করে, তাদের মু'মিনদের ব্যাপারে কোন পরোয়া না করে এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির চুক্তি পূর্ণ না করে। এমন ব্যক্তির আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এবং তার সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই।" [মুসলিম]

যারা ধারণা করে যে, এ সকল নাশকতামূলক কার্যকলাপ, বিস্ফোরণ, হত্যা ইত্যাদি জিহাদের অন্তর্ভুক্ত তারা অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট। এ সকল কার্যকলাপের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদের কোন সম্পর্ক নেই। বরং তারা ও তাদের অন্তরালে যারা আছে এবং যে সমস্ত কার্যকলাপ তারা করছে তা নি:সন্দেহে ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় এবং নাশকতামূলক সুস্পষ্ট গোমরাহী কাণ্ড কারবার। তাদের প্রতি অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করা, আল্লাহর দিকে ফিরে এসে তওবা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা জরুরি। যেন তারা এমন কোন ভিত্তিহীন বাতিল কথাবার্তা ও শ্লোগানের পিছু না নেয়, যা উম্মতকে বিভক্ত করে এবং ফ্যাসাদ ও বিপর্যয়ের দিকে

ঠেলে না দেয়। তাছাড়া প্রকৃত পক্ষে এগুলো দ্বীনের কাজ নয়। বরং তা হলো কতগুলো জাহেল ও স্বার্থন্বেষী মহলের ভুল ধারণা মাত্র। ইসলামী শরিয়তে এদের শাস্তি এবং তিরস্কার ও প্রতিহত করার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আর এ সকল বিষয়ের বিধান বিচার বিভাগের উপর সোপর্দ হবে।

দ্বিতীয়ত: উপরোল্লেখিত আলোচনা সুস্পষ্ট হওয়ার পর উচ্চ উলামা পরিষদ রাষ্ট্র যা করে যাচ্ছে তার সমর্থন করছে। (আল্লাহ তা'য়ালা এ রাষ্ট্রকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করুন) অর্থাৎ এ চক্রকে খুঁজে বের করা এবং তাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার সমর্থন দিচ্ছে। যেন তাদের অপকর্ম থেকে দেশ ও দেশবাসী রক্ষা পায় এবং মুসলমানদের জামাতের সংরক্ষণ হয়। এ মারাত্মক বিষয়ের নির্মূলকরণে পরস্পরকে সহযোগিতা করা সবার জন্য জরুরি। কারণ, ইহা সৎকাজ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা, যার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং গুনাহের কাজে ও সীমালংঘনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা মায়েদা:২]

উচ্চ উলামা পরিষদ আরো সতর্ক করছে যে, এদের ব্যাপারে গোপনীয়তা অথবা এদেরকে আশ্রয় দেওয়া কবিরা গুনাহ আল্লাহর নবী [ﷺ] এর বাণী:

« لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ».متفق عليه.

"আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) হোক ঐ ব্যক্তির উপর যে আশ্রয় দেয় কোন বেদাতী বা অন্যায়কারীকে।" [বুখারী ও মুসলিম]

উলামাগণ এ হাদীস উল্লেখিত "মুহদিসান" শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সে ঐ ব্যক্তি যে জমিনে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এ ধরণের কঠিন হুমকি যদি ওদের জন্য হয় যারা এদেরকে আশ্রয় দিবে, তাহলে যারা এদেরকে সহযোগিতা করে অথবা এদের হীন কর্মের সমর্থন দেয় তাদের কি হতে পারে?

তৃতীয়ত: পরিষদ উলামাগণকে আহবান জানাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন এবং এ ভয়ানক বিষয়টির ব্যাপারে মানুষকে বেশি বেশি দিক নির্দেশনা দান করেন যাতে করে এর দ্বারা সত্য প্রকাশ পায়।

চতুর্থত: উচ্চ পরিষদ এ অপরাধকে বৈধতার পক্ষে বা এর উৎসাহ যোগানদানকারী সমস্ত ফতোয়ার নিন্দা জ্ঞাপন করছে। কেননা, ইহা সর্বাধিক ভয়ানক ও জঘন্যতম একটি বিষয়। আল্লাহ তা'য়ালা এলেম (জ্ঞান-বিদ্যা) ব্যতীত ফতোয়া দেওয়াকে অনেক বড় অন্যায় বলে ব্যক্ত করেছেন এবং সকল বান্দাদেরকে এ থেকে হুশিয়ারী করে বলেছেন: ইহা শয়তানের কাজ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ Z البقرة: ١٦٨ - ١٦٩

“হে মানব সমাজ! জমিন থেকে হালাল রিজিক ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নি:সন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে যা জানো না সে বিষয়ে বলার নির্দেশ দেয়।” [সূরা বাকারা: ১৬৮-১৬৯]

আল্লাহ তা‘য়ালা আরো বলেন:

] { | } ~ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ © ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ´ µ ¶ ¸ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ Z النحل: ١١٦ - ١١٧

“কোন জিনিষকে তোমাদের জিহবা দ্বারা (সাজিয়ে নিয়ে) মিথ্যা বলে দিও না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। যেন আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে পার। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে নি:সন্দেহে তারা কখনই সফলকাম হবে না। (এতে পার্থিব) সমান্য লাভ মাত্র এবং তাদের জন্য শাস্তি অতি কঠিন।” [সূরা নাহাল: ১১৬-১১৭]

আল্লাহ তা‘য়ালা আরো বলেন:

] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾ Z الإسراء: ٣٦

“যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।” [সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৬]
সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

“যে ব্যক্তি কোন ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে, ফলে যত মানুষ তার (গোমরাহীর) অনুকরণ করবে সকলের পাপ সমান তার একার পাপ হবে, তাতে তাদের কারো পাপ একটুও কমনো হবে না।” [মুসলিম]

এ ধরণের হীন অপরাধের পক্ষে কেউ ফতোয়া দিলে বা নিজের মত প্রকাশ করলে রাষ্ট্রপতির বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হবে যে, তাকে বিচার বিভাগের উপর সোপর্দ করা, যেন ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুপাতে তার ফায়সালা হয়। উম্মতের কল্যাণের খাতিরে, দায়িত্ব পালনে এবং দ্বীনের হেফাজতের জন্য প্রশাসন এ দায়িত্ব পালন করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা যাদের সত্যিকার অর্থে আলিম-বিদ্বান বানিয়েছেন তাঁরা যেন অবশ্যই এ সকল বাতিল কথাবার্তা থেকে মানুষকে সতর্ক করেন এবং এগুলো যে, ফ্যাসাদ ও মিথ্যা তা তাদেরকে বর্ণনা করে দেন।

প্রকাশ থাকে যে, এটা অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুরুদায়িত্ব এবং আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ইমামদের ও জন সাধারণের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

উলামাগণের আরো উচিত হলো যে, এ সকল ফতোয়ার ভয়াবহতা বড় করে তুলে ধরা, কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিরাপত্তা বিনষ্ট, ফেৎনা বিস্তার ও বিভ্রান্ত সৃষ্টি এবং আল্লাহর দ্বীনে না জেনে কথা ও মনগড়া কথা বলা। কেননা, এ সকল ফতোয়ার উদ্দেশ্য হলো আত্মভোলা যুবসমাজ এবং ঐ সকল মানুষ যাদের এ সব ফতোয়ার হকিকত জানা নেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করা। আর ভিত্তিহীন দলিলের মাধ্যমে এদের সাথে প্রতারণা করা এবং বাতিল উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করা।

এ সমস্ত কার্য-কলাপ ইসলামে বিরাট জঘন্য অপরাধ। এতে যে মুসলমানের শরিয়তের বিধানের জ্ঞান রয়েছে এবং ইসলামের উন্নত ও সুউচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝেছে সে কখনো সম্মতি দেবে না। জ্ঞানের ব্যাপারে যারা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলে তাদের এহেন কাজ উম্মতের বিভক্তি এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

পঞ্চমতঃ প্রশাসনের দায়িত্ব এদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা। কারণ, তারা দ্বীন ও উলামগণের উপর স্পর্ধা দেখায়, দ্বীন ও দ্বীনের বাহকগণের ব্যাপার মানুষের নিকট শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং এ সকল ঘটনাবলীর সাথে দ্বীনের ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এ ছাড়া উচ্চ পরিষদ জোর নিন্দা জ্ঞাপন করছে যে, কতিপয় লেখকদের যারা এ সকল নাশকতামূলক কার্য-কলাপের সঙ্গে (সৌদি আরবের) শিক্ষা সিলেবাসের সম্পর্ক আছে বলে মনে করে।

এমনিভাবে পরিষদ নিন্দা জ্ঞাপন করছে ওদেরকে, যারা এসব ঘটনাবলীকে কেন্দ্র ক'রে এ কল্যাণময় দেশের উপর আঘাত হানছে। অথচ এ দেশ সালাফে সালেহীনগণের সঠিক আকীদার

উপর প্রতিষ্ঠিত। আরো নিন্দা জ্ঞাপন করছে সংস্কারমূলক দা'ওয়াতের উপর যারা আঘাত করছে। যে দা'ওয়াত সম্পাদন করেছেন শাইখুলইসলাম মহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)।

ষষ্ঠতঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম ঐক্যের নির্দেশ করেছে। কুরআন করীমে এটাকে আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করেছেন এবং বিভক্তি ও দলাদলিকে হারাম করে দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বাণীঃ

آل عمران: ١٠٣ Z e ¦ F E D C B A [

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।" [সূরা আল-ইমরানঃ ১০৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

الأنعام: ١٥٩ Z] Q P O N M L K J I [

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করেছে এবং তারাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে আপনার (রসূলের) কোন সম্পর্ক নেই।"
[সূরা আন'য়াম:১৫৯]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূল [ﷺ]কে ঐ সকল মানুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত করেছেন, যারা নিজেদের দ্বীনে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে এবং নিজেরাও বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়। বিভক্তি বা অনৈক্যতা যে বড় পাপ ও সম্পূর্ণ হারাম এ আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

দ্বীন ইসলামে এটা জরুরি ভিত্তিতে জানা গেছে যে, মুসলমানদের হকপন্থী জামাতের সঙ্গে থাকা ফরজ এবং

মুসলমানদের ইমাম তথা শাসকের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴿٥٩﴾ Z النساء: ٥٩

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আল্লাহর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য হতে 'উলুল আমর' (উলামা ও শাসকদেরও) আনুগত্য কর। [সূরা নিসা: ৫৯]

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

« عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيْ عُسْرٍ وَيُسْرٍ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

"তোমার প্রতি সুখে-দু:খে এবং পছন্দে-অপছন্দে (আমীরের-রাষ্ট্রপতির) কথা শুনা ও তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যকীয়।" [মুসলিম]

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ ». متفق عليه.

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে। যে আমার নাফরমানি করে সে আল্লাহর নাফরমানি করে। আর যে আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে। যে আমীর তথা রাষ্ট্র প্রধানকে) অমান্য করে সে আমাকে অমান্য করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

আমীর তথা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ও তাঁর প্রতিনিধির কথা মেনে চলা ও তাঁর আনুগত্য ফরজ। এ পথের অনুসারী হলেন সালাফে সালেহীন তথা সাহাবাগণ ও তাঁদের পরে তাঁদের সঠিক অনুসারীগণ।

উপরে উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে উচ্চ উলামা পরিষদ বর্তমান যুগে দলাদলি, গোমরাহী ও পাপের দিকে আহ্বানকারী প্রাত্যেকটি দল থেকে সকলকে সতর্ক করছে। যারা মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় উলটপালট করে দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের শাসকদের অবাধ্য ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করছে।

আর এটা সবচেয়ে বড় হারামসমূহের অন্যতম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

« إِنَّهُ سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِـــيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

"অতি শীঘ্রই বিভিন্ন প্রকার ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও নতুন নতুন বিষয়াদির আবির্ভাব ঘটবে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি এ উম্মতের ঐক্যমতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চাইবে তাকে হত্যা কর, সে যেই হোক না কেন।" [মুসলিম]

এ হাদীসে বিভক্তি, ফেৎনা ও গোমরাহীর আহবানকারীদের জন্য হুশিয়ারী সংকেত রয়েছে। আর যারা এদের অনুসারী হয়েছে তাদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে। তারা গোমরাহী অবস্থায় দুনিয়া ও আখেরাতের আজাবের সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ ফরজ হলো এ মজবুত দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা এবং সরল সঠিক রাস্তায় পূর্ণভাবে

চলা, যার ভিত্তি রাখা হয়েছে সাহাবাগণ [ﷺ] ও তাঁদের সঠিক অনুসারীদের বুঝ অনুসারে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের উপর।

আরো ফরজ হলো নতুন প্রজন্ম ও যুবসমাজকে এ সঠিক পথ ও মজবুত পন্থার উপর গড়ে তোলা, যেন তারা আল্লাহর তওফিকে বিনষ্ট প্রবাহ থেকে রেহাই পায় এবং বিভক্তি, ফেৎনা ও গোমরাহীর আহবায়কদের থেকে প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে। এ দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাদের দ্বারা উম্মতকে উপকৃত করেন এবং তারা যেন দ্বীনি জ্ঞানের বাহক, নবীগণের ওয়ারিস এবং মঙ্গল, নেক ও হেদায়েতের অধিকারী হয়।

পরিষদ পুনরায় জোর তাকিদ করছে যে, এ দেশ ও তার উলামাগণের পরিচালনাতে সমবেত হওয়া জরুরি, বিশেষ করে বর্তমানের সংকটময় পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। এমনিভাবে পরিষদ সকল পরিচালক ও পরিচালিতদের সতর্ক করছে সকল প্রকার নাফরমানি থেকে এবং আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে শিথিলতা করা থেকে। কেননা, এ পাপের ব্যাপার ভয়ানক।

তাই সবার উচিত নিজেদের পাপের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং আল্লাহ তা'য়ালার আদেশের উপর অটল থাকা। এ ছাড়া ইসলামের নিদর্শনগুলোর ঠিকমত রক্ষা করা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দেশকে ও সকল মুসলমানদেরকে সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। সকল মুসলমানদের হেদায়েত ও সত্যের উপর একত্রিত করুন। আল্লাহ তাঁর ও দ্বীনের দুশমনদেরকে বশ ক'রে দিন এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে তাদের উপর ফিরিয়ে দিন। নি:সন্দেহে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

শ্রবণকারী অতি নিকটবর্তী। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ], তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সঠিক অনুসারীদের উপর বর্ষিত হোক।

সৌদি উচ্চ উলামা পরিষদ পরিষদ প্রধান

শাইখ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলে শাইখ

সদস্য	সদস্য
শাইখ সালেহ বিন মুহাম্মদ আল-লিহাইদান	শাইখ আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান আল-মানী‘
শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল রহমান আল-গুদাইয়ান	ড: সালেহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান
শাইখ হাসান বিন জা‘ফার আল-‘আতমী	শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল
ড: আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আলে শাইখ	শাইখ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আল-বাদর
ড: আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকী	শাইখ মুহাম্মদ বিন জায়েদ আলে-সুলাইমান
ড: বাক্‌র বিন আব্দুল্লাহ আবু জায়েদ (অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি)	ড: আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন ইবরাহীম আবু সুলাইমান
ড: সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ	ড: আহমাদ বিন আলী সাইর আল-মুবারকী
ড: আব্দুল্লাহ বিন আলী অর-রুকবান	ড: আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-মুত্লাক